ইনফরমার

বিক্রমাদিত্য

সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলি-৬

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ১৯৬১

প্রকাশক :
প্রসূন কুমার বসু
সমকাল প্রকাশনী
১এ, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট :
অলোকশংকর মৈত্র

মুদ্রাকর :
মানসী প্রেস
৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

ইনফরমার

এই কাহিনী ১৩৬৭ সালের আরব-
ইস্রাইলী যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত

লণ্ডন, হারলী স্ট্রীট, ডাক্তারদের পাড়া।

হার্টস্পেশালিষ্ট ডাঃ রিচার্ড জনসনের ক্লিনিকে আজ লোক গিস্ গিস্ করছে। অনেকক্ষণ ধরে রুগীরা ডাক্তারের অপেক্ষায় বসে আছেন। কখন কোন্ রুগীর ডাক পড়বে বলা যায় না।

আজ রুগীদের কাছে প্রতিটি মুহূর্ত যেন প্রতিটি প্রহর। সবাই ডাক্তারের দরবারে আর্জি নিয়ে এসেছেন আমরা কী বাঁচবো না মরবো? সবাই চিন্তিত, উদ্‌গ্রীব এবং উৎকন্ঠিত।

ওয়েটিং রুমের এক প্রান্তে এক মধ্যমবর্ষীয় ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স পঁয়তাল্লিশ-পঞ্চাশ। চোখে কালো চশমা, চেনস্মোকার। একটি সিগারেট শেষ করে ভদ্রলোক ডাক্তারের ঘরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। কখন তাঁর ডাক পড়বে?

ভদ্রলোককে দেখলে মনে হয় তিনি যেন একটু চিন্তিত এবং বিচলিত।

একটু বাদে ডাঃ জনসনের ঘর থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন।

ভদ্রমহিলা ডাক্তারের সেক্রেটারী। সেক্রেটারী ভদ্রলোকের কাছে গেলেন।

: মিঃ নাথান?

ভদ্রলোক সেক্রেটারীর দিকে তাকালেন।

: আমার নাম নাথান।

ভদ্রলোক খুব মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন।

পাশের রুগীরা মিঃ নাথানের দিকে তাকালেন।

: ডাক্তার এবার আপনাকে দেখবেন মিঃ নাথান। আপনি ভেতরে যেতে পারেন।

পাশের রুগীরা বিস্মিত হয়ে মিঃ নাথানের দিকে তাকালেন।

মিঃ নাথান তো অনেক পরে এসেছিলেন। তবু ডাক্তারের চেম্বারে কেন তাঁর আগে ডাক পড়লো?

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন ডাঃ জনসন নিজেই।

ডাঃ জনসন চেম্বারে বসে আলোর সাহায্যে একটি কার্ডিওগ্রাফ দেখছিলেন।

ঘরটি আলো আবছায়ায় ঢাকা। টেবিলের পেছনে বসে একটি পুরু লেন্স

দিয়ে ডাঃ জনসন কার্ডিওগ্রাফ খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

কার্ডিওগ্রাফের প্রতিটি রেখা ভালো করে দেখা চাই। ডাঃ জনসন পৃথিবীর একজন বিখ্যাত হার্টস্পেশালিষ্ট। তাঁর মতামতের বিশেষ মূল্য আছে। তাই গোটা পৃথিবী থেকে রুগীরা ডাঃ জনসনের কাছে শলা-পরামর্শ করতে আসেন।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠে ডাঃ জনসন বললেন, বসুন।

মিঃ নাথান সামনের একটি চেয়ারে বসলেন।

: এই কার্ডিওগ্রাফ আপনার? ডাঃ জনসন কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

: আমার এক বন্ধুর। খুব ছোট্ট জবাব দিলেন মিঃ নাথান।

: কী কাজ করেন?

: সৈন্য বিভাগে আর্মির কম্যাণ্ডার।

: বয়স কতো?

এবার জবাব দেবার আগে মিঃ নাথান খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর খুবই মৃদুকণ্ঠে বললেন, প্রায় পঞ্চাশ হবে।

: ওজন?

: আশী কিলো।

: একটু বেশী ওজন। ভদ্রলোকের ব্লাডপ্রেসার কতো?

: আছে, খুব বেশী নয়। ১০০—১৬০। আর্মির কাজে ভদ্রলোককে বেশ পরিশ্রম করতে হয়।

: উনি পরিশ্রম করুন আপত্তি নেই, তবে ওঁর নীচের প্রেসারটি একটু কম রাখা দরকার। ব্লাড কলোরস্টরল কতো? ডাক্তার প্রশ্ন করলেন।

: মিঃ নাথান জবাব দিলেন ২২০।

: একটু বেশী। খাওয়া দাওয়া নিয়মানুযায়ী করতে বলবেন। মাংস ডিম খাওয়া একেবারে নিষেধ। নো এ্যানিম্যাল ফ্যাট। বুঝলেন।

তারপর একটুখানি চিন্তা করে ডাঃ জনসন বললেন, মিঃ নাথান আমি আপনার বন্ধুর কার্ডিওগ্রাফ দেখেছি। চিন্তার কোন কারণ নেই। তবে একটু সতর্ক হওয়া দরকার। কার্ডিওগ্রাফে টি-কার্ভের পরিবর্তন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এই T-curve পরিবর্তনের কোন বিশেষ কারণ আছে কিনা এখনই বলতে পারবো না। এই দেখুন কার্ডিওগ্রাফ। RT Segment একটু নীচু হয়ে পড়েছে। যাক্ কোন কিছু সঠিক বলবার আগে আমাদের আরো কয়েকটি খবর জানা দরকার। কিডনির উপর ব্লাডপ্রেসারের কোন চাপ পড়েছে কি না সেইটে জানা দরকার। এনলার্জমেণ্ট্ অব হার্ট হয়েছে কি না সেইটে জানার জন্যে

হার্টের একটি এক্স-রে করা দরকার। তারপর লিপিডস্ কাউণ্ট এবং ট্রাইগ্লিসারিড জানা দরকার। সব কলোরস্টরল বিপদজনক নয়। হাঁ, মিঃ নাথান, আমরা রুগীর এই সব খবর জানবার পর তার হার্টের সম্বন্ধে সঠিক মন্তব্য করতে পারবো। বর্তমানে অবশ্য চিন্তার কোন কারণ নেই। শুধু খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে একটু সতর্ক হতে বলবেন আর উনি যেন দেহের ওজন সম্পর্কে একটু সচেতন হন। কতো বললেন দেহের ওজন, আশী কিলো? না, এই ওজন সত্তর কিলো হওয়া দরকার। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেণ্ট।

মিঃ নাথান ডাঃ জনসনের মন্তব্য বেশ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর বললেন, আমার বন্ধুর চরিত্রে শুধু একটি দুর্বলতা আছে। উনি আয়েসী, খাওয়া-দাওয়া করতে ভালোবাসেন। না না, উনি মদ খান না। কারণ উনি ধর্মভীরু। তবে পুষ্টিকর খাদ্যই খান।

ডাঃ জনসন এবার একটু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, না ঐ খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাকে বেশ সতর্ক হতে হবে। দেহের ওজন কম রাখা একান্তই দরকার।

: যদি দেহের ওজন বৃদ্ধি পায় তাহলে কী হবে ডাক্তার? মিঃ নাথান আবার তাঁর কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

: বললাম তো, দেহের মেদ বৃদ্ধি পাওয়া খুবই বিপজ্জনক। একটা কথা মনে রাখবেন—

কার্ডিওগ্রাফে T-curve পরিবর্তন হলো বিপদের লক্ষণ। দেহের ওজন এই curve-কে অদল-বদল করতে পারে। কিন্তু······

কথা বলতে বলতে ডাঃ জনসন থামলেন। তারপর মিঃ নাথানের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে একটা প্রশ্ন না করে পারছি না। আপনার এই কার্ডিওগ্রাফ দেখে মনে হচ্ছে এই কার্ডিওগ্রাফ তেলআভিভে করা হয় নি। কারণ যে যন্ত্রে এই কার্ডিওগ্রাফ করা হয়েছে সেই যন্ত্র খুবই পুরনো। এবার আমাকে বলবেন কিছু। আপনার এই বন্ধু—মানে আমার এই পেশেণ্ট কোন্ দেশের এবং কোথায় থাকেন?

ডাঃ জনসনের প্রশ্ন শুনে মিঃ নাথানের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

ডাক্তার যদি একটু সতর্ক হতেন তাহলে দেখতে পারতেন যে মিঃ নাথানের মুখে শয়তানের হাসি ফুটে উঠেছে।

: ডাক্তার, আপনার এই মূল্যবান উপদেশের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনি জানতে চাইছেন যে, আমার এই বন্ধু কোন্ দেশের? ওয়েল—ডাক্তার, আপনার কাছে কথা লুকোবো না। আমার এই বন্ধু আরব সিরিয়ান আর্মির চীফ অব দি আর্মিষ্টাফ। ভদ্রলোকের নাম আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন। জেনারেল

বাহাউদ্দীন। ও কি চমকে উঠলেন কেন ডাক্তার? জেনারেল বাহাউদ্দীন আজ সিরিয়ান সরকারের সবচাইতে শক্তিশালী নেতা। উনি বামপন্থী বাথ পার্টির একজন বড় সদস্য। আমার পরিচয় আপনাকে দিতে কোন দ্বিধা-সংকোচ নেই। আমার নাম নাথান। আমি হলুম কর্ণেল অব দি ইস্রাইলী ইনটেলীজেন্স সার্ভিস। ডাক্তার, আমরা জেনারেল বাহাউদ্দীনের এই কার্ডিওগ্রাফ সিরিয়ান মিলিটারী হাসপাতাল থেকে চুরি করেছি। কিছুদিন আগে ক্লান্তি অনুভব করে জেনারেল বাহাউদ্দীন হাসপাতালে গিয়ে মেডিকেল চেক-আপ করিয়েছিলেন। তখন এই কার্ডিওগ্রাফ নেওয়া হয়েছিলো। মেডিকেল চেক-আপের অন্যান্য ক্লিনিক্যাল খবরও আমরা সংগ্রহ করেছিলুম। জানতে চান আমরা কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই কার্ডিওগ্রাফ চুরি করেছি? কারণ আমরা জেনারেল বাহাউদ্দীনের হার্টের কণ্ডিসন্ জানতে চাই। আমরা জানতে চাই কোনদিন এই সিরিয়ান জেনারেলের হার্ট এ্যাটাক হবে কি না? এবং কী করে এই হার্ট এ্যাটাক হতে পারে সেইটে জানা দরকার। তার কারণ আমরা এই সিরিয়ান আর্মি কম্যাণ্ডারকে খুন করতে চাই। না, সাধারণ বন্দুকের গুলী দিয়ে এই জেনারেলকে খুন করার কোন ইচ্ছেই আমাদের নেই। আমরা চাই সাধারণ হার্ট এ্যাটাকে এই ভদ্রলোকের মৃত্যু হোক। হার্ট এ্যাটাক মানে, ন্যাচারাল ডেথ। অর্থাৎ কেউ আমাদের সন্দেহ করবে না যে সিরিয়ান আর্মি কম্যাণ্ডারের মৃত্যুর সঙ্গে আমরা জড়িয়ে আছি। আর কি করে এই আর্মি কম্যাণ্ডারের হার্ট এ্যাটাক হতে পারে, সেইটে যাচাই করবার জন্যে আমি আপনার কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। তাই আপনার উপদেশের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ—থ্যাঙ্কস ডক্টর। গুড বাই।

ডাঃ জনসন স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

সিরিয়ান ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাশপোর্টটি হাতে নিয়ে বললেন, আপনার নাম এবং আপনি কোন্ দেশের লোক?

ইমিগ্রেশন অফিসারের এই প্রশ্ন শুনে আমার রাগ হলো। কী আশ্চর্য! লোকটির হাতে আমার পাশপোর্ট রয়েছে। আর সেই পাশপোর্টের প্রথম পাতায় সিরিয়ান সরকারের সীলমোহর বেশ বড়ো করে ছাপা আছে। তবু কি না জিজ্ঞেস করছে, আমি কোন্ দেশের লোক? কিন্তু আজ আমাকে নিজের মনের রাগ চাপতে হলো। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস্ অফিসারদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ না করাই হলো বুদ্ধিমানের কাজ।

আমি পাশপোর্টের সিরিয়ান সরকারের সীলমোহরটি দেখিয়ে জবাব দিলাম,

আমি জাতিতে হলাম সিরিয়ান। নাম ইয়ুসুফ আব্বাস।

আমার জবাব শুনে ইমিগ্রেশন অফিসার খুশি হলেন না। তিনি বার বার আমার পাশপোর্টটি নেড়ে-চেড়ে দেখলেন। কিন্তু তাঁর মনের সন্দেহ যেন দূর হলো না।

পাশপোর্টটি একেবারে নতুন। প্রথম দুটো পাতায় কয়েকটি দেশের নামে ছাপ দেওয়া আছে। নিউইয়র্ক-লণ্ডন-প্যারী-বেরুট এবং আজ আমি দামাস্কাসে ঢুকতে যাচ্ছি। আমার এই পাশপোর্ট চার মাস আগে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়োনাস আয়ারসের সিরিয়ান এম্বাসী থেকে ইস্যু করা হয়েছিলো।

আমার পাশপোর্ট জাল নয়। আসল পাশপোর্ট। তাহলে ইমিগ্রেশন অফিসারের মনে সন্দেহ হবার কারণ কি?

আমি জানতুম যে ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস্ অফিসাররা যাত্রীদের বিস্তর হাঙ্গামা করে থাকেন। তাঁদের মনের কৌতূহল মেটাবার জন্যে বহু প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। আজও আমাকে হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হলো। আমি কে, কোথা থেকে আসছি, কোথায় যাচ্ছি—ইত্যাদি ধরনের বহু প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হলো।

ইমিগ্রেশন অফিসার আমার পাশপোর্টটির প্রথম পাতাটি উল্টে বললেন, মিঃ ইয়ুসুফ, আপনি জাতিতে সিরিয়ান? ১৯৩২ সালে হোমা শহরে আপনার জন্ম হয়েছিলো। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় চৌত্রিশ বছর আগে আপনার জন্ম হয়।

আমি হিসেব করে দেখলাম ইমিগ্রেশন অফিসার ঠিক কথাই বলেছেন—

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, হ্যাঁ।

: এতোদিন আপনি বুয়োনাস আয়ারস শহরে জীবন কাটিয়েছেন। আজ আবার সিরিয়াতে ফিরে এলেন কেন? ইমিগ্রেশন অফিসার জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

: সিরিয়া আমার মাতৃভূমি, কর্নেল। নিজের দেশে ফিরে আসা কী অন্যায় কর্নেল?

আমার এই জবাব শুনে ইমিগ্রেশন অফিসার খুশি হলেন কি না জানি না, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলাম ওঁর মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। বুঝতে পারলাম ওষুধ ধরেছে। আসলে এই ইমিগ্রেশন অফিসার ছিলেন সামান্য ক্যাপ্টেন। কিন্তু আমি ওঁকে খুশি করবার জন্যেই কর্নেল বলে সম্বোধন করলাম। আমার মুখে তাঁর এই পদোন্নতির কথা শুনে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। কিন্তু

এই হাসি ক্ষণিকের।

অর্থাৎ বত্রিশ বছর আগে আপনি সিরিয়া ত্যাগ করে বুয়োনাস আয়ারসে চলে যান। ওয়েল মিঃ আব্বাস, আপনি এই পাশপোর্ট বুয়োনাস আয়ারসে সিরিয়ান এম্বাসী থেকে নিয়েছেন—ইমিগ্রেশন অফিসার কথা বলতে বলতে পকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে ধরালেন।

: ইয়েস কর্ণেল, এই দেখুন পাশপোর্টের প্রথম পাতায় পাশপোর্ট ইস্যুর তারিখ লেখা আছে ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৬৫। আর আমি সিরিয়া ত্যাগ করে বুয়োনাস আয়ারসে যাই নি। আমার বাল্যজীবন কেটেছে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। আমার বয়স যখন দশ বছর, তখন আমি বাবা-মার সঙ্গে বুয়োনাস আয়ারস শহরে চলে যাই। তখন আমার পাশপোর্ট আমার মায়ের পাশপোর্টের সঙ্গেই ছিলো।

: আপনার বাবা কী করতেন ?

: বিজনেস্। আমিও ব্যবসা করি। বুয়োনাস আয়ারসে আমাদের কটনের ব্যবসা আছে। এবার ব্যবসার একটি শাখা খুলতে দামাস্কাস এসেছি। এনিথিং রং কর্ণেল ? শুধু তুলোর ব্যবসা নয়, আমি দামাস্কাসে একটি রেস্তোরাঁ খুলতে চাই।

ইমিগ্রেশন অফিসার আমার মুখের দিকে তাকালেন। বুঝতে পারলাম যে তিনি আমার এই প্রশ্ন শুনে একটুও খুশি হন নি, তাই একটু রুক্ষ ভাবেই বললেন, না, নাথিং রং। শুধু রুটিন চেক-আপ করছি। আর আপনার এই পাশপোর্ট একেবারে নতুন। প্রায়ই আমরা জাল পাশপোর্ট দেখতে পাই। তাই এই পাশপোর্ট জাল না সত্যি, সেইটে যাচাই করা আমাদের কর্তব্য।

এবার আমি হাসলাম।

বললাম, কর্ণেল ইচ্ছে করলে আপনি দামাস্কাসে ফরেইন অফিসের সঙ্গে চেক-আপ করতে পারেন। এই দেখুন পাশপোর্টের সিরিয়াল নম্বর। দামাস্কাসের কর্তাদের জিজ্ঞেস করুন এই নম্বরের কোন পাশপোর্ট তাদের বুয়োনাস এম্বাসীতে পাঠানো হয়েছিল কি না ?

আমার এই জবাবে যুক্তি ছিলো। তাই আমার এই জবাব ইমিগ্রেশন অফিসারের মনঃপূত হলো।

তিনি আমাকে বললেন, বসুন, এই কথা বলে ইমিগ্রেশন অফিসার তাঁর দপ্তরের ভেতর চলে গেলেন।

আমি বুঝতে পারলাম যে, উনি দামাস্কাসের ফরেইন অফিসের সঙ্গে টেলিফোনে কথাবার্তা বলছেন। বাইরে থেকে আমি ওঁর গলার স্বর শুনতে

পেলুম। শুধু একটি কথা আমার কানে ভেসে এলো, কোয়ায়েস। অর্থাৎ ঠিক আছে।

একটু বাদে ইমিগ্রেশন অফিসার ফিরে এলেন। তাঁর মুখে ছিলো একগাল হাসি। টেবিলের পাশ থেকে তিনি একটি বড়ো সীলমোহর নিয়ে পাশপোর্টের পাতায় বড়ো ছাপ দিয়ে বললেন, সরি আপনাকে রুটীন চেক-আপের জন্যে দেরী করতে হলো। কী করবো বলুন। এই চেক-আপ করা যে আমাদের কর্তব্য। আশা করি দামাস্কাসে আপনার ভালোই দিন কাটবে এবং ব্যবসার উন্নতি হবে। গুড লাক।

: থ্যাঙ্কস কর্ণেল। আপনার এই সাহায্যের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। যদি কখনও দামাস্কাসে আসেন তাহলে দেখা করবেন। আমি সেমিরামিস হোটেলে থাকবো। এই আমার নেম কার্ড—ইয়ুসুফ আব্বাস, বিজনেসম্যান। আমি এবার পাশপোর্টটি পকেটে পুরে দামাস্কাস শহরের দিকে রওনা দিলাম।

আমি মিথ্যে কথা বলি নি। আমার পাশপোর্ট জাল নয়। আমি বুয়োনাস আয়ারস সহর থেকে সোজা দামাস্কাসে এসেছি। আসবার পথে কয়েকটি শহরে কিছুদিন কাটিয়েছিলাম। ন্যু-ইয়র্ক-লণ্ডন-পারী-বেরুট। আমার পাশপোর্ট সাচ্চা ছিলো বটে কিন্তু আমি লোকটি ছিলাম জাল।

ইয়ুসুফ আব্বাস নামটি ছিলো কল্পিত নাম। না, না, কল্পিত নাম নয়—আমি এ নামটি চুরি করেছিলুম। অর্থাৎ নাম ভাঙিয়ে আমি বুয়োনাস আয়ারস সিরিয়ান এম্বাসী থেকে ইয়ুসুফ আব্বাসের নামে এই পাশপোর্টটি যোগাড় করেছিলাম। আর এ পাশপোর্টটি বগলদাবা করে সোজা দামাস্কাসে চলে এলাম।

কারণ? —বিজনেস। আর বিজনেস হলো 'স্পাইং'। আমার আসল নাম হলো এলি আব্রাহাম। জাতিতে ইস্রাইলী। কিন্তু বাজারে সবাই আমাকে 'পাপাজান' বলে ডাকতো। আমার আসল জন্মস্থান ইরাকের মশুল শহরে। ১৯৫৬ সালে ইজিপ্ট-ইস্রাইলী যুদ্ধ বাধবার পর আমি তেলআভিভে চলে এলাম। কি করে এসেছিলাম সে আর এক কাহিনী।

এবার বলা দরকার আমি কেন স্পাইং কাজে জড়িয়ে পড়েছিলাম। আর কেনই বা ইয়ুসুফ আব্বাসের নাম ভাঁড়িয়ে আজ এই দামাস্কাস শহরে এসেছিলাম।

আমার এই কাহিনীতে বৈচিত্র্য আছে, আছে উত্তেজনা।

গল্পটা আমি বলছি।

আমি বিবাহিত। কিন্তু কেউ যদি কল্পনা করেন যে আমি অন্য কোন রমণীর সঙ্গে সহবাস করিনে তাহলে তাঁরা এই পাপাজানকে চিনতে ভুল করবেন। মেয়েদের প্রতি আসক্তি আমার জীবনের সব চাইতে বড়ো দুর্বলতা। অথচ আমি কাজে দক্ষ, কর্মঠ, অসুরের মতো খাটতে পারি। জীবনে ভয়ডর বলে কিছুই নেই। কিন্তু সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমার মন চুলবুল করে ওঠে।

বাল্যজীবনের কথা এখন নাই বা বললাম। যৌবন কর্মজীবন থেকে আমার কাহিনী শুরু করা যাক।

ইরাকে খুব বড়ো একদল ইহুদী বাস করতো। এদের কারুর কাছে কোন পরিচয় পত্র কিংবা পাশপোর্ট ছিলো না। আরব-ইস্রাইল যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সবাই বুঝতে পারলাম যে, আমাদের ইরাক ত্যাগ করে ইস্রাইলে গিয়ে বসবাস করতে হবে। কিন্তু আমরা কি করে ইরাক থেকে বেরুব? যাবার জন্যে পাশপোর্ট নেই। আমার বয়স যখন কুড়ি তখন আমার মাথায় একটি কুবুদ্ধি জাগলো। আমি জাল পাশপোর্টের ব্যবসা সুরু করলাম।

প্রথমে ভেবেছিলাম এই কাজটি কঠিন হবে। কিন্তু পাশপোর্ট জাল করতে করতে আমার হাত যখন পাকা হয়ে গেলো, তখন দেখলাম জাল পাশপোর্ট বানাবার মধ্যে কোন উত্তেজনা নেই। শুধু একটি পুরানো পরিত্যক্ত পাশপোর্ট যোগাড় করলেই হলো। এ পাশপোর্টের ফটোটি তুলে নিন। ভিন্ন একটি ফটো বসান। তারপর নামটাকে পাল্‌টালেই হলো।

এই পাশপোর্ট জাল করতে গিয়ে আমি ধরা পড়লাম। ধরা পড়লাম বললে ভুল হবে। আমি পুলিশের দৃষ্টিতে পড়লাম।

আমার এই জাল পাশপোর্টের ব্যবসার সঙ্গে ইরানের এক ডিপ্লোম্যাট জড়িত ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যোগসাজসে এই জাল পাশপোর্টের ব্যবসা করতাম। ওঁর কাছ থেকে আমি পুরানো পরিত্যক্ত পাশপোর্ট যোগাড় করতাম। তারপর সেই পাশপোর্টের ফটো পাল্টে এবং সেই পাশপোর্ট জাল করে চারগুণ দামে ইরাকের ইহুদীদের কাছে বিক্রি করতাম। আমার কাছে পাশপোর্ট কিনে বহু লোক ইরাক থেকে চলে গেলেন।

এই কাজ করে আমার পকেটে বেশ কিছু পয়সা হলো। আর পয়সা আসবার সঙ্গে সঙ্গে আমার আনুষঙ্গিক দোষগুলো জেগে উঠতে লাগলো। আপনারা যাকে বলেন দ্রুত জীবন, গাড়ী, মদ আর তিলোত্তমা-সুন্দরী মেয়েমানুষ সবই এলো আমার জীবনে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যে গোটা বাগদাদ শহরে আমার ডজনখানেক সুন্দরী বান্ধবীও জুটে গেলো। আমার তখন কচি বয়স। তাই আমি সুন্দরীদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করতাম। আর হেজী-পেজী সুন্দরী নয়, একেবারে বড়ো ঘরের-সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদের দৃষ্টিই আকর্ষণ করতাম।

কিন্তু এই বড়ো ঘরের মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে গিয়েই আমি বিপদে পড়লাম। আর সেই বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আমাকে বাগদাদ শহর ত্যাগ করতে হলো।

কেন ?

একদিন এক সরাইখানায় বসে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছিলাম। তখনও ঠিক প্রেমের কাজ-কারবার শুরু হয় নি। শুধু দু-চারটে মিষ্টি বুলি আদান প্রদান করছিলাম। এমনি সময় আমার এক ক্লায়েণ্ট বেশ উত্তেজিত ভাবেই আমার খোঁজ করতে সরাইখানাতে ঢুকলেন। বলাবাহুল্য এই সরাইখানা ছিলো আমার অফিস। এইখানে বসে আমি খদ্দেরদের সঙ্গে ব্যবসাব লেনদেন করতাম।

আমার এই ক্লায়েণ্ট সেদিন সরাইখানাতে এক বিশ্রী কাণ্ড করে বসলো। চিৎকার করে বলতে লাগলো যে, আমি হলাম জোচ্চোর এবং পাশপোর্ট জাল করাই আমার ব্যবসা। আসলে আমি এই ভদ্রলোককে একটি জাল পাশপোর্ট দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম এবং এই বাবদ কিছু টাকাও অগ্রিম নিয়েছিলাম। ভদ্রলোককে একটি সই জাল করতে বলেছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক সেই সই জাল করতে পারেন নি। তাই তাঁকে কোন পাশপোর্ট দেয়া হয়নি।

ভদ্রলোকের এই চীৎকার হৈ-চৈ শুনে মেয়েটি ঘাবড়ে গেলো। সরাইখানা থেকে বেরিয়ে সোজা পুলিশের কাছে আমার কীর্তি-কলাপের কথা গিয়ে বললো।

সেদিন থেকে পুলিশ আমার পেছনে লাগলো।

ইতিমধ্যে আমার ইরাণিয়ান ডিপ্লোম্যাট বন্ধু আমার উপর রেগে গেলেন। তাঁর রাগ করবার যথেষ্ট কারণ ছিলো। আমরা যাকেই জাল পাশপোর্ট দিতাম তাকেই সতর্ক করে বলে দিতাম যে, ইরাণে যেও না। বিপদ হবে। কিন্তু একদিন এক ভদ্রলোক আমাদের জাল পাশপোর্ট নিয়ে ইরাণে গিয়ে ধরা পড়লেন।

ডিপ্লোম্যাট বন্ধু হন্ত দন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলেন।

: পাপাজান, ইরাণ সরকার ইরাকের পুলিশকে খবর দিয়েছে যে, আমরা পাশপোর্ট জাল করেছি। সময় থাকতে জাল গুটানোই ভালো।

এই ঘটনার পর আমি বিপদের আশঙ্কা করলুম। পর পর দুটি খবর পাবার পর পুলিশ কখনই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারে না।

আমারও কোন পাশপোর্ট ছিলো না। একদিন আমি এক জাল পাশপোর্ট নিয়ে সোজা বেরুটে চলে এলাম। তারপর বেরুট থেকে এলাম নিকোসিয়াতে।

নিকোসিয়াতে এসে আমি আবার জাল পাশপোর্টের ব্যবসা খুললাম।

আমার কাজ ছিলো বিভিন্ন আরব দেশে ইহুদীদের কাছে পাশপোর্ট বিক্রি করা। এইসব জাল পাশপোর্ট গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেবার জন্যে আমি বিভিন্ন এয়ার কোম্পানীর এয়ার-হোস্টেসের সাহায্য নিতাম। ক্রমশঃ আমার ব্যবসা বেশ ফেঁপে উঠলো।

কিন্তু আমার কাজ-কারবারের খবর ইস্রাইলী সরকারের কানে গেলো। একদিন ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সী সার্ভিসের একজন এজেন্ট এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলো।

এই সাক্ষাতের কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

সেদিন ছিলো রোববার।

সকাল প্রায় এগারোটার সময় নিকোসিয়ার লেডরা প্যালেস হোটেলের বারে বসে জিন টনিক খাচ্ছিলাম।

বারে বেশী লোকজন ছিল না।

সামনের সুইমিং পুলে কয়েকটি ছেলেমেয়ে সাঁতার কাটছিল।

খানিকবাদে সুইমিং পুল থেকে একটি মেয়ে উঠে এসে আমার কাছে এলো। মেয়েটির প্রলোভনীয় দেহ। পরনে তার সামান্য মাত্র দু-টুকরো কাপড়। দেহের অধিকাংশই অনাবৃত। একেবারে নগণ্য বললে অন্যায় হবে না।

: পাপাজান, মেয়েটি তার দেহের অনাবৃত অংশ তোয়ালে দিয়ে ঢেকে আমার কাছে এসে বসলো।

মেয়েটির আগমনের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। মেয়েটি কী চায় আমার কাছ থেকে? আমার নাম জানলো কোথা থেকে? তাই আমি একটু বিস্মিত হয়ে জবাব দিলাম।

: হ্যাটস মী? কিন্তু আপনাকে তো আমি এর আগে দেখি নি? আপনি কে?

: আমি আপনাকে চিনি পাপাজান। ইরাক এবং ইরাণ সরকারের পুলিশ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আপনি জাল পাশপোর্টের ব্যবসা করেন? মেয়েটি কোন ভনিতা না করে সহজ সরল ভাষায় আমাকে আমার পেশার কথা বললো।

মেয়েটির সরলতা এবং কথা বলবার ভঙ্গী আমাকে আকৃষ্ট করলো।

আমি আমার আত্মপরিচয় গোপন করবার চেষ্টা করলাম। তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলাম যে, আমি কোন বেআইনী কাজের সঙ্গে জড়িত নই।

: আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছিনে। জাল পাশপোর্টের ব্যবসা? এ কথার মানে তো বুঝলাম না মিস…

মেয়েটি আমার অর্ধ সমাপ্ত কথা লুফে নিয়ে বললো, আমার নাম মিস ইসাবেলা। এই কথা বলে মেয়েটি হাসলো। ভারী মিষ্টি হাসি। সেই হাসি মনকে মুগ্ধ করে।

আমি যেন এই হাসির অর্থ বুঝতে পারলাম। মেয়েটি আমাকে ফাঁদে ফেলবার চক্রান্ত করছে। কেন?

: আপনি কে এবং কী আপনার পেশা আমাদের জানা আছে পাপাজান।

: আমাদের……?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

: আমাদের মানে 'আপনি' শেন বেতের নাম শুনেছেন? আমি শেন বেতের সঙ্গে যোগসাজসে কাজ করি……

মেয়েটির হেঁয়ালী কথায় আমার মনের বিস্ময় ও কৌতূহল ক্রমেই বাড়তে লাগলো। শেন বেত কে এবং কী তার রহস্য, কী তার কাজ, আমার জানার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো। আমি বেশ জোরে মাথা নাড়লাম।

: না, না, শেন বেত কী আমি জানিনে…

মেয়েটি আবার মিষ্টি হাসি হাসলো। : শেন বেত হলো ইস্রাইল সরকারের ইণ্টারনাল সিকিউরিটি-ডিপার্টমেণ্ট। এই সিকিউরিটি-ডিপার্টমেণ্টের বড়ো কর্তার নাম হলো ইসর হেরেল। এ হলো স্পাইং অর্গানাইজেশন।

: বেশ বলুন, আপনার এই শেন বেত এবং কী নাম বললেন, শেন বেতের বড়ো কর্তা—ইসর হেরেল, হ্যাঁ এই ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে কী চান? আমি এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ইসাবেলাকে প্রশ্ন করলাম। বুঝতে পারলাম যে ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের খপ্পরে পড়েছি। এর হাত থেকে কী সহজে রেহাই পাবো!

: পাপাজান, কথা গোপন করবার চেষ্টা করবেন না। আমরা আপনার কাজকারবারের পুরো হিসেব রাখি। আপনি ইরাকে বহু ইহুদীকে পাশপোর্ট দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। ইস্রাইল সরকার এবং শেন বেতের কর্তারা আপনার এই কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন। আমরা বিভিন্ন দেশ থেকে ইহুদীদের আমাদের দেশে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি।

আমি আবার মাথা নাড়লাম।

তীব্র প্রতিবাদ করে বললাম, না, না, জাল পাশপোর্টের ব্যবসার সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নেই।

আমার জবাব শুনে ইসাবেলা একটুও বিচলিত হলো না। একটা ছোট

কাগজে তার নাম ও ঠিকানা লিখে বললো, পাপাজান এই রইলো আমার নাম ও ঠিকানা। এই জাল পাশপোর্টের ব্যবসা করতে গিয়ে যদি কখনও বিপদে পড়েন এবং শেন বেতের সাহায্য দরকার হয় তাহলে এই ঠিকানায় আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনাকে আমরা সাহায্য করবো।

ইসাবেলা এই কথা বলে আবার সুইমিং পুলে স্নান করতে চলে গেলো।

আমি খানিকটা বিস্মিত খানিকটা হতবাক হয়ে বসে রইলুম।

সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে এক গভীর রহস্য বলে মনে হলো।

ইসাবেলার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হলো না। কারণ কয়েকদিনের মধ্যে আমি বিপদের গন্ধ পেলাম। একদিন সাইপ্রাস পুলিশ দপ্তরে আমার ডাক পড়লো। মেটাক্স স্কোয়ারে নিকোসিয়ার পুলিশের বড়ো কর্তা আমাকে সেই দপ্তরে তলব করলেন।

: পাপাজান, পুলিশের বড়ো কর্তা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি পুলিশের বড়ো কর্তার ভুল সংশোধন করবার চেষ্টা করলাম, আমার নাম এলি আব্রাহাম।

পুলিশের বড়ো কর্তা আমার জবাব শুনে মৃদু হাসলেন।

: আপনার আসল নাম আমরা জানি। এবার বলুন আপনি কোন্ দেশের লোক?

: লেবানীজ—আমি খুব ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম।

: ইমিগ্রেশনের খাতায় লেখা আছে আপনি হলেন ইরাকের লোক কিন্তু আসলে আপনি হলেন ইহুদী। যাক, এবার বলুন এই জাল পাশপোর্টের ব্যবসা আপনি কতোদিন হলো করছেন?

পুলিশের বড়ো কর্তার কথা শুনে আমার মুখ পাংশুটে হয়ে গেলো। তাহলে উনি কী সঠিক পরিচয় জানেন? আমার জীবনের সব কথা কী ওঁর জানা আছে?

: আমি জাল পাশপোর্টের ব্যবসা করি না স্যার। আমি হলুম ট্রাভেল এজেন্ট।

: চমৎকার কথা বলেছেন পাপাজান। না, বিপদেও আপনি বেশ মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে পারেন। যাক সত্যি কথা বলুন। নইলে আপনারই বিপদ হবে।

: আমি সত্য কথা বলেছি স্যার।

এবার পুলিশের বড়ো কর্তা ঘণ্টা বাজালেন। এক আর্দালী এসে সেলাম

ঢুকে দাঁড়াল।

: পাপিয়াকে নিয়ে এসো—পুলিশের বড়ো কর্তা আদেশের সুরে আর্দালীকে বললেন।

পাপিয়া!

আমি এই নাম শুনে চমকে উঠলাম। নামটি আমার কাছে একেবারে অপরিচিত নয়।

পাপিয়া হলো এয়ার হোস্টেস। সাইপ্রাস এয়ারওয়েজে কাজ করে। আমি পাপিয়ার সাহায্য নিয়ে বেইরুট দামাস্কাসে জাল পাশপোর্ট পাচার করতাম।

পুলিশের বড়ো কর্তা পাপিয়ার খোঁজ পেলেন কী করে? কী করে জানলেন আমার সঙ্গে পাপিয়ার যোগাযোগ আছে? তাহলে কী···

আমার চিন্তা শেষ হবার আগেই পাপিয়া পুলিশের বড়ো কর্তার ঘরে ঢুকলো।

আমাকে দেখে পাপিয়া বেশ চমকে উঠলো। পুলিশের বড়ো কর্তার ঘরে আমাকে দেখবার আশা পাপিয়া একেবারেই করে নি।

: একে চিনতে পারো মিস্ পাপিয়া?

ইতিমধ্যে পাপিয়া নিজেকে সামলে নিয়েছে। গলার স্বর সংযত করে পাপিয়া বললে, হ্যাঁ এর নাম হলো পাপাজান। আমি একে চিনি।

আমি পাপিয়াকে সংশোধন করে বললাম, আমার নাম এলি আব্রাহাম।

: শাট আপ—পুলিশের বড়ো কর্তা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন। তারপর পাপিয়াকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার কাছে আমরা যে একগুচ্ছ পাশপোর্ট পেয়েছি, এই পাশপোর্ট তুমি কোথায় পেয়েছিলে?

: পাপাজান আমাকে এই পাশপোর্টগুলো বেইরুটে তার এক বন্ধুর কাছে দেবার জন্যে পাঠিয়েছিলো।

: তুমি এর আগে পাপাজানের কাছ থেকে পাশপোর্ট নিয়েছিলে? পুলিশের বড়ো কর্তা তাঁর গলাকে আরো শান্ত করে বললেন।

: হ্যাঁ, গত এক বছর ধরে আমি নিয়মিত ভাবে এই ধরনের পাশপোর্ট পাপাজানের কাছ থেকে পেয়েছি। আমার কাজ ছিলো এই পাশপোর্টগুলো বেইরুটে পাপাজানের বন্ধুর কাছে পৌছে দেওয়া। এই কাজের জন্যে আমি কমিশন পেতাম।

পুলিশের বড়ো কর্তা এবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এরপর তোমার আর কিছু বলবার আছে? অভিযোগ অস্বীকার করো?

আমি একবার পাপিয়ার দিকে তাকালাম। আর একবার পুলিশের

বড় কর্তার দিকে তাকালাম। কী জবাব দেবো? সমস্ত কথা অস্বীকার করবো? অস্বীকার করে লাভ নেই। সাইপ্রাস পুলিশের বড়ো কর্তা আমার সমস্ত কাজ-কর্মের আভাস পেয়েছে। মিথ্যে কথা বলে কিছু হবে না।

: বলুন আপনি আমার কাছ থেকে কী চান?

: পাপাজান, আপনি যে অপরাধ করেছেন, সেই অপরাধের জন্যে আপনাকে জেলে ভরতে পারতাম। কিন্তু আপনাকে আমরা জেলে পুরতে চাই না। তাহলে বাজার সুদ্ধু জানাজানি হবে। সবাই আমাদের বদনাম দেবে। বলবে আপনি নিকোসিয়ার বুকে বসে প্রায় দু'বছর জাল পাশপোর্টের ব্যবসা করেছেন, এবং আমরা আপনাকে গ্রেপ্তার করতে পারিনি। তাই আপনাকে আমরা এই দেশ থেকে বার করে দেবো। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি এই দেশ ছেড়ে যাবেন। যদি আপনি আমাদের আদেশ অমান্য করেন, তাহলে আপনাকে জেলেই পুরতে হবে।

আমি চুপ করে রইলাম। কী জবাব দেবো, ভেবে পেলাম না। পুলিশের কর্তা যে আমাকে তখনই গ্রেপ্তার করেন নি, এইটে আমার পরম ভাগ্য বলতে হবে।

আমি পুলিশের কর্তাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম যে, অবিলম্বে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমি সাইপ্রাস ছেড়ে চলে যাবো।

পুলিশের কর্তাকে কথা দিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলাম, কোথায় যাবো? আমার জাল পাশপোর্ট নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানো সহজ কাজ নয়। বিপদে পড়বার সম্ভাবনা আছে।

অথচ আমার হাতে আছে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে নিকোসিয়া ত্যাগ করতে হবে। এই কথাটা ভাবতেই আমার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো। পুলিশের হেড কোয়ার্টার থেকে আমি লেডরা প্যালেস হোটেলে এসে এক গ্লাস হুইস্কি নিয়ে বসলাম।

ভাবতে লাগলাম কোথায় যাই? হঠাৎ আমার ইসাবেলার কথা মনে পড়লো।

ইসাবেলা আমাকে বলেছিলো, পাপাজান, যদি কখনও বিপদে পড়ো তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন কোরো।

আমার পকেটে ইসাবেলার ঠিকানা ছিলো। অনেক খুঁজে পেতে ঠিকানা বের করলুম, ১২৩ লেডরা স্ট্রীট।

লেডরা স্ট্রীট হলো নিকোসিয়ার সবচাইতে বড়ো রাস্তা। সব সময়ে দোকান-পাট লোকজনে এ রাস্তা গিস্‌গিস্ করছে। রাস্তার শেষ দিকে একটি ফ্ল্যাট বাড়ি আছে। সেই ফ্ল্যাটের দোতলায় ইসাবেলা থাকে।

ঠিকানা দেখে ইসাবেলার ফ্ল্যাট খুঁজে নিতে অসুবিধে হলো না। ইসাবেলার ফ্ল্যাটে গিয়ে দরজায় নক করলাম।

এক বৃদ্ধা মহিলা দরজা খুলে দিলেন।

: কাকে চাই? বৃদ্ধা মহিলা প্রশ্ন করে এক দৃষ্টিতে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন।

: ইসাবেলা। আমার জবাব ছিল অতি সংক্ষিপ্ত।

বৃদ্ধা মহিলা মুখ দিয়ে কিছু বললেন না বটে, শুধু মাথা নাড়লেন আর এর মানে হলো বাড়ীতে ইসাবেলা নেই।

ভাবতে লাগলাম – এবার কী করবো। কোথায় যাবো? ঘড়ির দিকে তাকালাম। আমার নিকোসিয়া থাকবার মেয়াদ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দু'ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। এই বাকী সময়ের মধ্যে আমাকে স্থির করতে হবে আমি কোথায় যাবো!

: আমার নাম পাপাজান। ইসাবেলাকে বলবেন আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমার ওর সঙ্গে একটি বিশেষ জরুরী কাজ ছিলো। ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।

: পাপাজান? বৃদ্ধা মহিলা এবার মুখ খুললেন। তার কথা বলবার ভঙ্গী দেখে মনে হলো আমার নাম তাঁর কাছে একেবারে অজানা নয়। বৃদ্ধা মহিলা ইশারায় আমাকে বললেন, ভেতরে বসুন। আমি ইসাবেলাকে ডেকে দিচ্ছি।

বৃদ্ধা মহিলার কথা শুনে আমি বিস্মিত ও হতবাক হলাম। এই খানিক আগে বৃদ্ধা মহিলা আমাকে বললেন যে, ইসাবেলা বাড়ীতে নেই। আর এখন কিনা আমাকে বসতে বলছেন। হঠাৎ তাঁর এই মত পরিবর্তন হলো কেন?

আমি বৃদ্ধা মহিলার কাছে আমার মনের কৌতূহল প্রকাশ করলাম না।

কয়েক মুহূর্ত বাদে ইসাবেলা আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো।

আজ ইসাবেলাকে ভালো করে দেখবার সুযোগ পেলাম।

কতো বয়স হবে? ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। তার দেহ-যৌবনে সবেমাত্র ভাঁটা পড়তে শুরু করেছে। চোখের নীচে কালো দাগের রেখা পড়েছে। ইসাবেলাকে আমি তিলোত্তমা-সুন্দরী বলবো না—কিন্তু অস্বীকার করার জো নেই যে এককালে ইসাবেলা পরমা সুন্দরী ছিলো।

: পাপাজান, তোমাকে দেখে ভারী খুশি হলাম। আমি জানতাম তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে—ইসাবেলা বললো।

আমি ইসাবেলার কথাটা এড়িয়ে গেলাম।

: বৃদ্ধা মহিলা বলছিলেন যে, তুমি বাড়ীতে নেই। কিন্তু আমার নাম

শোনবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলতে বললেন। কী ব্যাপার বুঝতে পারলাম না তো?

আমার কথা শেষ হবার আগেই ইসাবেলা বললো, বৃদ্ধা মহিলা হলেন আমার মা। জানো তো, আমি কী ধরনের কাজ করি। এই কাজে অনেক ঝুঁকি আছে। তাই কারুর সঙ্গে দেখা করবার আগে আমার মা তাকে বাজিয়ে দেখেন। লোকটি সাচ্চা কি না। আমি মাকে বলেছিলাম পাপাজান আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। এবার তোমার কী সমস্যা হলো? কোনো হাঙ্গামায় পড়েছো?

: পুলিশ আমাকে নিকোসিয়া থেকে চলে যাবার জন্য মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিয়েছে। দু' ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেছে। আমার সমস্যা হলো এখন আমি কোথায় যাই। অথচ অন্য দেশে গিয়ে, বসবাস করবার জন্য আমার কোনো পাশপোর্ট নেই। জাল পাশপোর্ট নিয়েও কোথাও যেতে পারি না।

ইসাবেলা মৃদু হাসলো।

: তেলআভিভে যাবে পাপাজান? তুমি ইহুদী। অতএব ঐ দেশে বিনা পাশপোর্টে তোমার যাবার অধিকার আছে।

আমি মাথা নাড়লাম। বললাম, যাবো।

: কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটি শর্ত মানতে হবে পাপাজান, আমরা খবর পেয়েছি যে পাশপোর্ট জাল করতে তুমি অতি দক্ষ। এই কাজের জন্যে আমাদের লোকের প্রয়োজন আছে। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করবে পাপাজান? আমরা তোমাকে চাই।

: তোমাদের সঙ্গে?

: শেন বেতের সঙ্গে কাজ করতে হবে। বলেছি তো, শেন বেত হলো ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সের আভ্যন্তরীণ শাখার নাম। আমাদের বড়ো কর্তার নাম হলো ইসার হেরেল। উনি তোমাকে আমাদের দলে টানতে চান।

চট্ করে কী জবাব দেবো ভেবে পেলাম না। পাশপোর্ট জাল এবং স্পাইং-এর কাজের মধ্যে পার্থক্য কতোটুকু আছে জানি না। জেনেও কোনো লাভ হবে কি না তাও বলতে পারি না। কারণ আজ আমার প্রধান সমস্যা হলো নিকোসিয়া থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোথায় যাবো। তেলআভিভের দোর আমার কাছে খোলা আছে, সেইখানে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

ইসাবেলা আমার মনের কথা বুঝতে পারলো। তাই আমাকে সাহস দেবার জন্য বললো, আজ আমরা আরবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছি। যুদ্ধের সময় স্পাইং-এর কাজ করা খুব ঘৃণার কাজ নয়। বরং বলতে পারো, এ হলো—

দেশপ্রেম।

আমি ইসাবেলার প্রস্তাবে সম্মতি দিলাম।

বললাম, যাবো। কিন্তু তুমি জানো আমার হাতে আর সময় নেই। কাল খুব ভোরের মধ্যে আমাকে দেশ ত্যাগ করে যেতে হবে।

: আজ রাত বারোটার সময় তেলআভিভে যাবার একটা প্লেন আছে। লণ্ডন থেকে প্লেনটা নিকোসিয়া যাবে। তুমি ইচ্ছে করলেই এই প্লেনে তেলআভিভে যেতে পারো। আমি শেনবেতের কর্তাদের টেলিগ্রাম করে বলে দেবো যে, তুমি রাতের প্লেনে তেলআভিভে যাচ্ছো। কাল খুব ভোরে তেলআভিভে পৌছুবে। বলো, আমার এই প্রস্তাবে তোমার কি কোনো আপত্তি আছে?

আজ কোনো প্রস্তাবেই আমার আপত্তি ছিলো না। যেখানে জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, সেইখানে কী বাছ-বিচার করা চলে?

ঠিক হলো রাত বারোটার প্লেনে আমি তেলআভিভে যাবো। আরো ঠিক হলো, আমি ইস্রাইল ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দেবো এবং স্পাইং-এর কাজ করবো। আমার কাজটা কী ধরনের হবে, তার নির্দেশ আমাকে পরে দেওয়া হবে। প্লেনটা ঠিক রাত বারোটায় এলো না। ঘণ্টা চারেক দেরী করে এলো। প্লেনের দেরী দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। কারণ পুলিশের কর্তারা আমাকে সময়ের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। পাপাজান, কাল ভোর আটটার মধ্যে তোমাকে এই শহর ত্যাগ করে যেতে হবে।

পাপাজান অবশ্যি মাথা নেড়ে জবাব দিয়েছিলো, আমার প্রতিশ্রুতির কোনো খেলাপ হবে না। আমি আজ রাতেই এই দেশ থেকে চলে যাবো।

প্লেন ছ'টার সময় এলো।

ইসাবেলা এয়ারপোর্টে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলো।

আমি ইসাবেলাকে ধন্যবাদ জানালাম। বললাম, তোমার সাহায্য না পেলে আজ আমি সত্যিই খুব বিপদে পড়তাম। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।

আমার ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে যোগ দেবার এই হলো প্রথম অধ্যায়।

তেলআভিভে এসে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হলো।

এয়ারপোর্টে শেনবেতের প্রতিনিধিরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

এয়ারপোর্ট থেকে বাড়ী যাবার পথে আমাকে বলা হলো যে, দু'দিন বাদে

শেনবেতের বড়ো কর্তা ইসার হেরেল আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

দু'দিন বাদে ইসার হেরেলের দপ্তরে আমার ডাক পড়লো।

ইসার হেরেলের জীবন কাহিনী বলে আমি কারুর মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। কিন্তু ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কথা বলতে গেলে ইসার হেরেলের কথা বলা একান্ত দরকার। আজকের এই শক্তিশালী ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে ইসার হেরেলই গড়ে তুলেছেন।

ইসার হেরেলের সঙ্গে দেখা করবার কয়েক ঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে শেন-বেতের এক কর্মচারী দেখা করতে এলেন।

এই কর্মচারী আমাকে বললেন, পাপাজান, আমরা আপনার কাজকর্মের অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। আপনি অনেক ইহুদীকে পাশপোর্ট দিয়ে সাহায্য করেছেন। আপনার এই কাজের জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। ইসার হেরেল আমাদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে একটি জাল পাশপোর্ট বানাবার শাখা খুলেছেন। আপনাকে এই পাশপোর্ট বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই কাজকর্ম নিয়ে ইসার হেরেল আপনার সঙ্গে আলোচনা কববেন।

আমি কোনো জবাব দিলাম না। কারণ প্রতিদিন একটি অভিনব বিচিত্র ঘটনা আমাকে বিস্মিত করে তুলেছিল। ঠিক করলাম, নতুন কাজের দায়িত্ব নেবার আগে ইসার হেরেলকে বাজিয়ে দেখবো। সত্যিই কী লোকটি কর্মঠ, এবং শক্তিশালী?

ইসার হেরেলের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে।

শেনবেতের কর্মচারীর সঙ্গে আমি ইসার হেরেলের দপ্তরে গেলাম। সন্ধ্যা তখন প্রায় সাতটা। দপ্তরে বাতি জ্বলছিলো। একটি মৃদু টেবিল ল্যাম্পের পেছনে ইসার হেরেল বসেছিলেন।

ইসার হেরেল আমাকে সম্ভাষণ করে বললেন—পাপাজান, বসুন। আমি বললাম, আমার নাম এলি আব্রাহাম।

ইসার হেরেল আমার জবাব শুনে হাসলেন। বললেন, আপনার এ নাম আমাদের জানা আছে। কিন্তু আমাদের ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে আপনি পাপাজান নামেই পরিচিত থাকবেন।

আমি চুপ করে রইলাম। জবাব দিয়ে কোনো লাভ নেই। আজ শুধু আমার নামের পরিবর্তন করা হয় নি, জীবিকারও অদল বদল করা হচ্ছে।

ইসার হেরেল বলতে লাগলেন, পাপাজান, আজ আপনাকে এইখানে কেন ডেকে পাঠিয়েছি জানেন?

: জানি স্যার। আপনাদের সঙ্গে কাজ করবার জন্যে। শেনবেত ইনটেলিজেন্স সার্ভিসে আপনি জাল পাশপোর্ট তৈরী করবার একটি শাখা খুলেছেন। এই পাশপোর্ট বিভাগে আমাকে কাজ করতে হবে।

জবাব শুনে ইসার হেরেল বেশ খানিকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বুঝতে পারলাম যে, উনি আমাকে যাচাই করছেন। আমি কী সত্যিই স্পাইং-এর কাজ করবার জন্যে উপযুক্ত?

তারপর ইসার হেরেল হাসলেন। বললেন, আপনার বুদ্ধি আছে পাপাজান। আপনাকে শুধু আমাদের পাশপোর্ট বিভাগে নয়, ইনটেলিজেন্স বিভাগের অন্যান্য কাজ করতে হবে। আপনি ইরাকে ক'বছর কাটিয়েছেন?

আমি হাসলাম। মনে মনে ভাবলাম ইসার হেরেল কী আমার বাল্যজীবনের কোনো খবর রাখেন না? জবাব দিলাম, আমার জন্ম হয়েছে ইরাকের মশুল শহরে। বাল্যজীবন ঐ শহরেই কাটিয়েছি। বাকী জীবন ইরাকে। আজ ইরাক থেকে যদি ইহুদীদের না তাড়াত, তাহলে আমি ইরাক ত্যাগ করতাম না।

: আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করতে রাজী হয়েছেন শুনে খুশি হলাম। কিন্তু আমাদের কাজে বিপদ আছে। এবং স্পাইয়ের কাজের জন্য ট্রেনিং দরকার। তাই আপনাকে প্রথমে স্পাইং-এর ট্রেনিং নিতে হবে। আপনি যদি এই স্পাইং-এর ট্রেনিং-এ পাশ করেন, তাহলে আপনাকে ফিল্ড ওয়ার্ক করতে দেওয়া হবে। পারবেন স্পাইং-এর কাজ করতে?

এই প্রশ্ন করে ইসার হেরেল আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি যেন মরিয়া হয়ে জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই। আমি বিপদের গন্ধ ভালোবাসি।

আমার ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব শুনে ইসার হেরেলের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। বললেন, আপনার স্পাইয়ের কাজ করবার উৎসাহ দেখে খুশি হলাম। যুদ্ধে আপনাকে আমাদের স্পাইং-এর ট্রেনিং স্কুলে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হবে।

ইসার হেরেলের টেবিলের উপর একটি ছোট ফাইল পড়েছিলো। এই ফাইলের উপর আমার নাম বড়ো করে লেখা ছিলো। সিক্রেট এজেন্ট পাপাজান।

: পাপাজান, আপনি আগামী সপ্তাহ থেকে স্পাইং-এর ট্রেনিং নিতে শুরু করবেন। ইসার হেরেল এবার বেশ দৃঢ় গলায় যেন আদেশ দিলেন।

আমি ইসার হেরেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার মুখ বেশ গম্ভীর হয়েছে। তার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে, আজ থেকে উনি হয়েছেন আমার মনিব এবং আমি কর্মচারী।

আমার স্পাইং-এর ট্রেনিং শুরু হলো। এই কাজ শেখবার জন্য আমাকে

একটি স্কুলে ভর্তি হতে হলো।

প্রথমে আমাকে কোড ডি-কোডের কাজ শেখানো হলো। কী করে গোপনীয় খবর কোডে রূপান্তরিত করা হয় সেই কাজ শিখলাম। আমি 'ওয়ান টাইম প্যাড' অর্থাৎ 'গামা' কোড কী ভাবে তৈরী করা হয় সেই কাজ শিখলাম।

তারপর আমাকে ফটোগ্রাফীর কাজ শেখানো হলো। স্পাই ক্যামেরা কী করে ব্যবহার করতে হয় সেই কাজ শিখলাম। মাইক্রোডটের কাজ শিখতে আমার বেশী অসুবিধে হলো না।

খবর পাঠাবার জন্যে কী করে ওয়ারলেস ব্যবহার করতে হয় সেই কাজও আমাকে শেখানো হলো। এই ওয়ারলেস যন্ত্র ব্যবহার করবার সময় আমাকে বলা হলো, পাপাজান একটা কথা স্মরণ রাখবেন। মনে রাখবেন যে, প্রতি দেশের স্পাইরা অজ্ঞাত অজানা ওয়ারলেস সেটের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখে। ওয়ারলেস মারফৎ খবর পাঠাতে গিয়ে অনেক স্পাই ধরা পড়েছে। এই অজানা ওয়ারলেস সেট খুঁজে বার করবার জন্য একটা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই যন্ত্রের নাম হলো—ডিফিংগ।

এবার আমাকে কী করে এই ডিফিংগ যন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পেতে পারি সেই পদ্ধতি শেখানো হলো। বলা হলো, একটি কথা মনে রাখবেন পাপাজান। কখনই একই খবর এক ওয়েভলেংথে পাঠাবেন না। খবরের প্রতি লাইন বিভিন্ন ওয়েভলেংথে পাঠাবেন। প্রতি এক মিনিটে ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করবেন। ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করা কঠিন কাজ নয়। শুধু রেডিও সেটের ক্রিষ্টাল পাল্টালেই হলো। খবর খুব হাই স্পীডে এক মিনিটের জন্যে পাঠাবেন। বার বার যদি আপনি ওয়েভলেংথ পরিবর্তন করেন, তাহলে আপনি কোথা থেকে খবর পাঠাচ্ছেন কেউ জানতে পারবে না।

খুব ভালো করে ওয়ারলেস মারফৎ খবর পাঠাবার পদ্ধতি রপ্ত করলাম। তখন কী ছাই জানতাম যে, এই খবর পাঠাতে গিয়েই আমি একদিন ধরা পড়বো?

অবশ্যি আমার ধরা পড়বার আরও অন্য কারণ ছিলো। সে হলো 'সেক্স'।

ছ-মাস ধরে আমাকে স্পাইং-এর বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হলো।

একদিন আমাকে ট্রেনিং স্কুলের টিচার বললেন, আপনার কাজে আমরা খুবই খুশি হয়েছি। আপনি স্পাইয়ের কাজ খুব ভালো করতে পারবেন। কিন্তু আপনার স্পাইং জীবনের আর একটি অপরিহার্য অংশ শিখতে হবে। আর এই জীবনের অপরিহার্য অংশ হলো সেক্স।

আমি টিচারকে বলবার চেষ্টা করলাম, ইসার হেরেল আমাকে সতর্ক করে বলেছেন যে, স্পাইয়ের জীবনে বেশী এ্যাডভেঞ্চার করা ভালো নয়। তাহলে

আমি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

আমার টিচার হেসে জবাব দিলেন, ইসার হেরেল ঠিক কথা বলেছেন। কারণ এ্যাডভেঞ্চার বেশী মাত্রায় করলে আপনি পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। তাই খুব সতর্ক হয়ে আপনি এ্যাডভেঞ্চার করবেন। কারণ আপনি এই সেক্সের সাহায্যে অনেক খবর বার করতে পারবেন।

এবার আমাকে স্পাইং-এর কাজে কি করে সেক্স ব্যবহার করা হয় সেই কাজ শেখানো হলো। আমাকে বলা হলো—

: পাপাজান, প্রতি মানুষের চরিত্রে একটি দুর্বলতা আছে। কেউ পড়তে ভালোবাসে, কেউ গানের পাগল। আর একদল লোক আছেন যারা মেয়েমানুষের পেছনে পাগলের মতো ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য আজকাল বাজারে আর একটি নতুন ধরনের বিকৃত সেক্সের প্রচলন শুরু হয়েছে। এ হলো হোমো সেক্সুয়ালিটি।

: পাপাজান, খবর বার করবার জন্যে সেক্স ব্যবহার করতে সংকোচ বোধ করবেন না। আপনি সুপুরুষ। অতি সহজেই মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। আর বিশেষ করে আরব মেয়েরা, আপনার মতো সুপুরুষকে লুফে নেবে।

: পাপাজান, আপনি কখনও অবিবাহিতা, সতীত্ব হারায় নি এমন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবেন না। এইসব মেয়েদের জীবনে অভিজ্ঞতা কম—এরা ভাবপ্রবণ হয়। সামান্য রোমান্সের গন্ধে এরা পাগল হয়। এইসব মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করবার দুর্বলতা কোথায় জানেন? এরা প্রেমে অন্ধ হয়ে অনেক সময় মূর্খের মতো কাজ করে বসে। হিংসা এদের জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ। এরা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে আপনাকে বিপদে ফেলবে। তাই ইসার হেরেল বলেছেন এইসব অবিবাহিতা মেয়েদের সঙ্গে এ্যাডভেঞ্চার করবেন না।

: পাপাজান, আপনার প্রেমের শিকার হবে বিবাহিতা নারী। এইসব মেয়েদের জীবন দর্শন সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে। এরা প্রেমের ঝোঁকে কখনই বেফাঁস কথা বলে না। এরা লুকিয়ে প্রেম করতে জানে এবং কথাকে গোপন রাখতে পারে।

: পাপাজান, আপনি বড়ো বড়ো সরকারী কর্মচারী এবং আর্মির কর্তাদের বউদের সঙ্গে প্রেম করবেন। এই কাজে বয়স এবং সৌন্দর্যের বাছ-বিচার করবেন না। একটি কথা স্মরণ রাখবেন, বিবাহিতা নারী যখন বিগড়ে যায়, তখন সাপের চাইতে অনেক বেশী খল হয়। এই ধরনের বিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে অসাধ্যকর কাজ কিছুই নেই। প্রেম করবার সময় কখনই মেয়েদের ঠোঁটে চুমু খাবেন না। ঘাড়ে চুমু খাবেন। মেয়েরা এতে উত্তেজিত হবে। আর মেয়েরা যখন উত্তেজিত

হয়, তখন তাদের মন দুর্বল হয়। এবং অতি সহজে তারা আপনার হাতের মুঠোয় চলে আসবে। স্পাইং-এর কাজে এইসব বিবাহিতা নারীদের ব্যবহার করবেন। এদের মারফৎ আপনি অনেক গোপন খবর বার করতে পারবেন। এদের নিয়মিত ভাবে প্রেজেন্ট দেবেন এবং একবার যদি গিন্নীকে বশ করতে পারেন—তাহলে কর্তাকে বশ করতে আর অসুবিধে হবে না। গিন্নী যদি ভালো জামা-কাপড় পরে, সেন্ট পাউডার পায়, তাহলে ভবিষ্যতে আপনি গিন্নী-কর্তাকে ব্লাকমেল করতে পারবেন। আর একটি কথা মনে রাখবেন, আজকাল নগ্ন মেয়েদের সঙ্গে স্বামীর ছবি দেখে আরব মেয়েরা বিস্মিত হন না। এই ধরনের ছবির সাহায্যে কাউকে ব্লাকমেল করা সেকেলে পন্থা।

মেয়েদের কাছে কখনই আপনি সত্যিকার কাজের কথা বলবেন না। নেভার বিলিভ এ গার্ল। জীবনে মেয়েরাই সমস্ত হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। ফরাসী ভাষায় একটি প্রবাদ আছে—'শার্মে লা ফাম'—অর্থাৎ সব গোলমালের পেছনে মেয়েরা রয়েছে।

ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সে যোগ দেবার এক বছর বাদে আবার একদিন আমাকে ইসার হেরেলেব দপ্তরে ডেকে পাঠানো হলো। এই এক বছর স্পাইয়ের কাজে শিক্ষানবিশী করেছিলাম। তাই ইসার হেরেলের দেখা সাক্ষাৎ পাই নি।

একদিন শনিবার ইসার হেরেলের দপ্তরে গেলাম। সাধারণতঃ আমি শনিবার দিনে কোনো কাজকর্ম পছন্দ করি না। কিন্তু আজ ইসার হেরেলের আদেশ অমান্য করবাব উপায় আমার ছিলো না।

ইসার হেরেলের দপ্তরে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানে এক বিরাট মিটিং আলোচনা শুরু হয়েছে। শেনবেতের বড়ো মহারথীরা এই সভায় যোগ দিয়েছেন। ফরেইন ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড়ো কর্তাও উপস্থিত আছেন। এইসব মহারথীদের উপস্থিতি দেখে বুঝতে পারলাম যে, আজ খুব গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। আর এই গুরুতর বিষয়টি কী এই কথা জানবার আমার ভারী কৌতূহল হলো। আমি প্রথমে ভাবতে লাগলাম যে, এই সভায় আমাকে ডেকে পাঠানো হয়েছে কেন? তখন কী ছাই জানতাম যে, আজকের আলোচনার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়বো।

এই সভায় প্রথমে ইসার হেরেল ভাষণ দিলেন। এই ভাষণ দীর্ঘ ছিলো বটে কিন্তু এই ভাষণের প্রতিটি শব্দ আমার আজও মনে আছে। ইসার হেরেলের গলার স্বর ছিলো অতি শান্ত।

: জেন্টেলম্যান, আজ আমরা কেন এইখানে একত্র হয়েছি সেই কথা

জানবার জন্যে আপনাদের মনে নিশ্চই কৌতূহল হয়েছে। আপনাদের মনের কৌতূহল মেটাবার আগে আপনাদের কিছুটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। আর এই গৌরচন্দ্রিকার বিষয় হলো ইস্রাইল কী এবং আমরা আমাদের দেশকে কী করে বাঁচিয়ে রাখতে পারি।

: আজ আমাদের দেশের সামনে বহু কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ আমাদের শত্রু আরবদেশগুলো বিশেষ করে মিশরের রাষ্ট্রপতি গামেল আব্দেল নাসের শক্তিশালী হয়েছেন। তাঁর শক্তিশালী হবার প্রধান কারণ তিনি মস্কো থেকে নিয়মিত ভাবে মারাত্মক ধরনের অস্ত্র পাচ্ছেন। আরবদেশগুলোর কাগজে প্রতিদিন বড়ো বড়ো করে হুমকি দেওয়া হচ্ছে যে তারা আমাদের আক্রমণ করবে এবং আমাদের ধ্বংস করবে। এই হুমকি তারা সত্যিই পালন করবে কিনা জানি না। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের যুদ্ধ করবার বিরোধী। তিনি বর্তমানে ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত নন।

: এদিকে আমাদের নিজেদের দেশেও বহু সমস্যা দেখা দিয়েছে। প্রথম সমস্যা হলো আভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যা। আমাদেব মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাববেন যে আমরা প্যালেস্টাইনের ওপর যে দাবী করেছি, আমাদের এই দাবী যুক্তিসঙ্গত নয়। আমাদের মধ্যে এই ধরনের চিন্তাধাবা উৎস হওয়া খানিকটা বিপদজনক। কারণ, এই ধরনের চিন্তাধারা দেশকে দুর্বল করতে পারে। জেণ্টেলম্যান, আমাদের নাগরিকদের মনে আবার আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে এবং তাদের বোঝাতে হবে যে ইস্রাইল তাদের দেশ এবং দেশের সেবা করা তাদের কর্তব্য। প্রয়োজন হলে তারা যেন দেশের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিধা না করেন। এই কাজের জন্য ইস্রাইলকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে।

: আমাদের জীবনের আর একটি সমস্যা হল অর্থনৈতিক। আপনারা জানেন যে, আমাদের দেশকে গড়ে তুলবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু আর্থিক সাহায্য পেয়েছি। বহু ইহুদী নিয়মিতভাবে আমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সম্প্রতি আমেরিকার বিত্তশালী ইহুদীরা এই ধরনের নিয়মিত আর্থিক সাহায্য করতে একটু দো-মনা হয়েছেন। কারণ তাদের মনেও একটি প্রশ্ন জেগেছে।—সত্যিই কী আমাদের প্যালেস্টাইনের উপর দাবী যুক্তিসঙ্গত?

: আরব-ইস্রাইলী সমস্যা আর কতোদিন চলবে?

: আমেরিকার কাছ থেকে আমরা যদি নিয়মিতভাবে আর্থিক সাহায্য না পাই তাহলে বিপদে পড়তে হবে। আজ দেশে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাবার প্রধান কারণ যে গত ক'বছর যাবৎ দেশে কোনো নতুন শিল্প বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত

হয় নি। আমেরিকান ইহুদীদের উদাসীনতার জন্যেই আজ দেশে কোনো নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

: জেণ্টেলম্যান, আজ আমাদের আমেরিকান এবং য়ুরোপীয়ান ভাইদের মনে একটি ধারণা সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের বলতে হবে যে ইস্রাইল বিপন্ন। আরবদেশগুলো একত্র হয়ে ইস্রাইলকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। আজ এইসব আমেরিকান এবং য়ুরোপীয় ইহুদীদের মনে যদি কোনো আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারি তাহলে আমরা আবার তাদের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য পাবো।

: .....আমাদের আর একটি সমস্যার কথা আপনাদের বলা দরকার বলে মনে করি। আপনারা জানেন যে, আরব দেশগুলোতে প্রচুর তেল আছে। কয়েক বছরের মধ্যে এই তেল আমেরিকা এবং য়ুরোপের দরকার হবে। এই তেলের খনিগুলো দখল করবার জন্যে আর একটি দেশ চেষ্টা করছে। আর সেই দেশের নাম হলো রাশিয়া। আমরা খবর পেয়েছি যে, সম্প্রতি মস্কোর কর্তারা প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সঙ্গে বন্ধুত্বকে আরো দৃঢ় করবার চেষ্টা করছে। যতদিন রাশিয়ার সঙ্গে আরব দেশগুলোর বন্ধুত্ব থাকবে ততদিন এই তেলের ব্যবসা বাণিজ্য নিয়ে আমেরিকাকে বিস্তর হাঙ্গামা পোহাতে হবে। আজ মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকা এবং রাশিয়া দ্বন্দ্ব করলে আমরা আমেরিকাকে সাহায্য করবো।

: জেণ্টেলম্যান, আপনারা হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, আজকের সভায় এতো দীর্ঘ ভূমিকা দেবার কী কারণ? আমার এই কাহিনী এতো দীর্ঘ করবার প্রধান কারণ হলো যে, আজ এই জীবন-মৃত্যু সংগ্রামে ইস্রাইলকে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে আমাদের লড়াই-এর জন্য প্রস্তুত হতে হবে। কিন্তু এই লড়াই-যুদ্ধ সহজে সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। কারণ আগেই বলেছি যে প্রেসিডেণ্ট নাসের এই লড়াই-এর ঘোরতর বিরোধী। কারণ তাঁর অজানা নেই এই লড়াই-এর কী পরিণাম হবে? প্রেসিডেণ্ট নাসের ৫৬ সালের সুয়েজ যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে ভুলে যান নি। এদিকে ইস্রাইলকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধ করা একান্ত আবশ্যক। তাই আজকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন যে আমেরিকান ইহুদীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করতে হবে। যে ইস্রাইল জীবন-মৃত্যু দিয়ে সংগ্রাম করছে এবং আমেরিকান ইহুদী ভাইদের সাহায্য না পেলে ইস্রাইল বাঁচবে না, এর পরিবর্তে আমরা আমেরিকাকে প্রতিশ্রুতি দেবো যে তাদের তেলের সম্পত্তি আমরা দেখবো।

: জেণ্টেলম্যান, ইজিপ্ট এবং প্রেসিডেণ্ট নাসেরকে আমরা সহজে যুদ্ধের প্রলোভন দেখাতে পারবো না বটে, কিন্তু সিরিয়ান নেতাদের অতি সহজে যুদ্ধের ফাঁদে টানতে পারবো। কিন্তু সিরিয়া যুদ্ধ করলেই মিশর যুদ্ধ করবে না।

তাই আমাদের এমন একটা রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যার জন্য সিরিয়া যুদ্ধ শুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে ইজিপ্ট এই যুদ্ধে যোগ দেবে।

: আমাদের সমস্যা হলো কী করে ইজিপ্টকে এই যুদ্ধে টানা সম্ভব? আমরা চাই সিরিয়া এবং ইজিপ্টের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি হোক। এই চুক্তির সর্তানুযায়ী একে অন্যকে যুদ্ধের সময় সাহায্য করবে। কিন্তু এই সামরিক চুক্তি কিংবা আমরা যাকে বলবো মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি সম্পন্ন করা সহজ কাজ নয়। কারণ সিরিয়া ইজিপ্টের সঙ্গে কোনো প্রকারের সামরিক চুক্তি করতে প্রস্তুত নয়। প্রেসিডেন্ট নাসেরও এই ধরনের সামরিক চুক্তির বিরোধী। কিন্তু আমরা যদি এমন একটি রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পারি—এই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি বানাতে পারি, যখন এই দুই দেশের নেতারা উপলব্ধি করবেন যে, তাদের সরকার বিপন্ন। এবং যদি দুই দেশের নেতারা ক্ষমতার গদীতে বসে থাকতে চান, তাহলে, সিরিয়া এবং ইজিপ্টের মধ্যে একটি সামরিক চুক্তি করা দরকার। আর এই সামরিক চুক্তি হবে যুদ্ধের প্রথম ইসারা।

: জেন্টেলম্যান, ১৯৪৭ সাল থেকে সিরিয়াতে সতেরবার সরকার পরিবর্তন হয়েছে। বহুসংখ্যক বিপ্লব হয়েছে যার পুরো হিসেব-নিকেশ দেওয়া আজ সম্ভব নয়। আজ অবধি সিরিয়াতে কোনো সরকার বেশীদিন কায়েমী হয়ে কাজ করতে পারে নি। কিন্তু বর্তমান সিরিয়ান সরকার এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছেন। দু'বছর ধরে একটানা দেশের শাসনতন্ত্রের লাগাম ধরে বসে আছেন। আজ অবধি সিরিয়ান সরকারের পতন হয়নি এবং দামাস্কাসে কোনো বিপ্লব হয়নি। আমাদের প্রধান কাজ হবে সিরিয়াতে একটি বিপ্লব সৃষ্টি করা। এই বিপ্লবের দরুন সিরিয়ান সরকারের পতন হবে। আমরা সিরিয়ান সরকার এবং বামপার্টির নেতাদের মনে একটি আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাই এবং তাদের মনে ধারণা জন্মাতে চাই যে ইস্রাইল সিরিয়াকে আক্রমণ করবে। সিরিয়ান নেতাদের মনে এই ভয় জন্মাতে পারলে সিরিয়া ইজিপ্টের সাহায্য নেবে। আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে।

: জেন্টেলম্যান, আমরা ঠিক করেছি যে উপযুক্ত সময়ে আমরা মস্কোর কাছে একটি মিথ্যে খবর পাচার করবো যে ইস্রাইল সিরিয়াকে আক্রমণ করবার জন্য প্ল্যান করছেন। আর মস্কোর কাছে এই মিথ্যে খবর পাচার করবেন, তেলআভিভের মস্কোর রাজদূত। মস্কোর রাজদূতের কাছে খবর দিতে হবে ইস্রাইলী আর্মি সিরিয়ার প্রান্তে তাদের সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করেছে। এই মিথ্যে খবর সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মহলে একটি বিশেষ উত্তেজনা সৃষ্টি করবে।

: সিরিয়ান সরকার মস্কোর কাছ থেকে যখন আমাদের রচিত এবং প্রেরিত

মিথ্যে খবরটি পাবেন তখন তারা সরল-মনে এই কথা বিশ্বাস করবেন। তারা এই মিথ্যে খবরটি ইজিপ্ট সরকারকে দেবেন। স্পাই-এর ভাষায় এই ধরনের খবর পাঠানোকে বলা হয় Disinformation। হ্যাঁ, এই ধরনের Disinformation পাঠানো মস্কোর ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের একচেটিয়া ব্যবসা। আজ আমরা মস্কোর ওষুধ দিয়ে মস্কোকে কাবু করবো।

: জেন্টেলম্যান, আমি আগেই বলেছি যে, আমরা দামাস্কাসে এমন একটা রাজনৈতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করবো যার জন্য বর্তমান সিরিয়া সরকারের পতন হয়। কিন্তু সিরিয়ার অভ্যন্তরে গোলমাল হাঙ্গামা সৃষ্টি করা সহজ হবে না। তার কারণ বর্তমান সিরিয়ার আসল নেতা হলেন সিরিয়ান আর্মির কম্যাণ্ডার জেনারেল বাহাউদ্দীন এবং তিনি খুবই শক্তিশালী নেতা।

: জেন্টেলম্যান, জেনারেল বাহাউদ্দীন খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন নেতা এবং আর্মির সাধারণ সৈন্যদের কাছে তিনি খুবই জনপ্রিয়। যতদিন জেনারেল বাহাউদ্দীন সিরিয়ান সরকারের গদীতে বসে থাকবেন ততদিন আমরা ঐ দেশে কোনো হাঙ্গামা বা গোলমাল সৃষ্টি করতে পারবো না। আজ বাথ বামপার্টির নেতারা জেনারেল বাহাউদ্দীনের কথায় ওঠেন বসেন।

: আমাদের একটা কথা স্মরণ রাখতে হবে, জেনারেল বাহাউদ্দীন এই মিউচুয়্যাল ডিফেন্স ট্রিটির ঘোরতর বিরোধী। তিনি জানেন যে এই ধরনের চুক্তি হলে আরবদেশে যুদ্ধ লাগবে। আর জেনারেল বাহাউদ্দীনও প্রেসিডেন্ট নাসেরের মতো ইস্রাইলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু আমাদের কাজ হবে জেনারেল বাহাউদ্দীনের মত পরিবর্তন করা।

: জেনারেল বাহাউদ্দীনকে বশ করা সহজ কাজ নয়। অর্থ, নারী বা অন্য কিছুর প্রলোভন দেখিয়ে আমরা তাকে বশ করতে পারবো না। জেনারেল বাহাউদ্দীন অতি সৎ, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি প্রতিদিন কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচবার নামাজ পড়েন।

: যে মানুষকে অর্থ কিংবা নারী দিয়ে বশ করা সম্ভব নয় এবং যার উপস্থিতি আমাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরোধী, তাকে ক্ষমতা থেকে কী করে সরানো যায়, এইটে হলো আমাদের এখন প্রধান সমস্যা। তাকে কী আমরা খুন করবো? অসম্ভব! সাধারণ বন্দুক দিয়ে তাকে খুন করা সম্ভব নয়। এইভাবে যদি আমরা জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করি, তাহলে দুনিয়াশুদ্ধ সবাই আমাদের ঘৃণার চোখে দেখবে। সবাই বলবে যে, আমরা জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করেছি। আমেরিকা আমাদের দুষবে। না, সাধারণ চোরদের মতো আমরা কাউকে খুন করবো না। আমাদের এই জেনারেল বাহাউদ্দীনকে

খুন করাবার পদ্ধতি হবে অতি নিপুণ এবং এই খুন আধুনিক এবং বিজ্ঞানসম্মত। বাজারের সবার কাছে আমরা প্রমাণ করবো যে, জেনারেল বাহাউদ্দীনের মৃত্যু হয়েছে অতি সাধারণ। ন্যাচারাল ডেথ। কিন্তু শুধু আমরা জানবো যে এই মৃত্যু সাধারণ নয়। স্রেফ খুন।

: জেন্টেলম্যান, এবার আপনাদের কাছে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করবার অভিনব পন্থাটা কি তা বলবো। বাহাউদ্দীনের মৃত্যু হবে সাধারণ মৃত্যু। ন্যাচারালভাবেই হবে হার্ট এ্যাটাক। হঁ্যা, জেনারেল বাহাউদ্দীন যদি সাধারণ হার্ট এ্যাটাকে মারা যান তাহলে কেউ সন্দেহ করবে না যে, তার এই মৃত্যুর পেছনেতে আমাদের হাত রয়েছে।

: জেনারেল বাহাউদ্দীনের এই হার্ট এ্যাটাক কী করে হতে পারে, আজ আমরা এইটে নিয়ে আলোচনা করবো। কিছুদিন আগে জেনারেল বাহাউদ্দীন ক্লান্ত অনুভব করেন এবং মেডিকেল চেকআপের জন্য সিরিয়ান আর্মি হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হন। এই মেডিকেল চেকআপের সময় তার হার্টের কতকগুলো কার্ডিওগ্রাফ করা হয়েছিলো। আমরা আমাদের একজন এজেন্টের মারফৎ এইসব কার্ডিওগ্রাফগুলো চুরি করেছিলাম।

: কিছুদিন আগে আমাদের লণ্ডনের এজেন্ট, মিঃ নাথান হারলী ষ্ট্রীটের বিখ্যাত হার্ট স্পেশালিষ্ট ডাঃ জনসনের সঙ্গে দেখা করেন। এবং জেনারেল বাহাউদ্দনের কার্ডিওগ্রাফ সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞেস করেন।

: ডাঃ জনসন রায় দিয়েছেন যে, জেনারেল বাহাউদ্দীনের হার্ট নিয়ে বর্তমানে চিন্তার কোনো কারণ নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে এই হার্ট নিয়ে চিন্তা করবার কারণও তো থাকতে পারে। কারণ এই কার্ডিওগ্রাফের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। আর সেই বৈশিষ্ট্য হলো—T-curve changes!

: এই T-curve পরিবর্তন কতোদূর মারাত্মক হতে পারে হয়তো একথা আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলতে পারব না। এই সম্বন্ধে যে হার্ট স্পেশালিষ্টের মতামত জানবার জন্য আমরা লণ্ডনের হারলী ষ্ট্রীটের ডাঃ জনসনের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। ডাঃ জনসন রুগীকে সতর্ক হতে বলেছেন, রুগীর ব্লাডপ্রেসার যেন বেশী না হয়। দেহের ওজন যেন কম থাকে। এক কথায় রুগীর ব্লাড ক্লোরষ্টরল যেন খুব কমই থাকে।

: এবার আপনাদের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু বলছি। বলা দরকার। কারণ তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমরা কি ধরনের মারাত্মক কাজ করতে যাচ্ছি এবং কাজ কতো সুনিপুণ ভাবে করছি।

: জেন্টেলম্যান, আমাদের দেহে করোনারী আর্টারীর ভেতর তিনটে স্তর

আছে। এই আর্টারীর ভেতরের একটি স্তরের নাম হলো Intima এবং এই স্তরের ভেতর দিয়ে রক্ত হার্টে যায়। এই Intima-র ভেতর কতগুলো হলুদ রং-এর চর্বি দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রতি পুরুষের Intima স্তরে এই হলুদ রংয়ের চবি দেখা যায়। এই হলুদ চর্বিকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় এথিরমা। কিংবা Atheromatus plaques। এই এথিরমার ভেতর ছোট ছোট বিন্দু দেখা যায় এবং বিন্দুর ভেতর আর একটি ছোট হলুদ পদার্থ দেখতে পাওয়া যায়। এই পদার্থের নাম হলো ব্লাড ক্লোরষ্টরল। সাধারণ চোখে এই ছোট বিন্দু কিংবা ব্লাড ক্লোরষ্টরল দেখতে পাওয়া যায় না। সাধারণতঃ পুরুষদের ভেতর এই ব্লাড ক্লোরষ্টরল বেশী দেখতে পাওয়া যায়। এইখানে বলা দরকার যে, মাসিকীর দরুণ মেয়েদের এথিরমা খুবই কম থাকে এবং হিসেব করে দেখা গেছে যে, মেয়েদের হার্ট এ্যাটাক খুবই কম হয়।

: সমস্ত হার্ট এ্যাটাকের প্রধান কারণ হলো ব্লাড ক্লোরষ্টরল। কারণ ব্লাড ক্লোরষ্টরল বৃদ্ধি পেলে Intima-র ভেতর দিয়ে রক্তের যাতাযাতের পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং রুগীর হার্ট এ্যাটাক হয়।

: এই হার্ট এ্যাটাকের বিস্তৃত বিবরণী দিয়ে আপনাদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে। কিন্তু আপনাদের শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সতর্ক না হলে ব্লাড ক্লোরষ্টরল বাড়বার সম্ভাবনা আছে এবং রুগীর হার্টের এ্যাটাক হতে পারে। আমরা যদি কোনো উপায়ে জেনারেল বাহাউদ্দীনের ব্লাড ক্লোরষ্টরল বাড়াতে পারি, তাহলে জেনারেল বাহাউদ্দীনের হার্ট এ্যাটাক হবে, এবং সাধারণ স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।

: আপনাদের আগেই বলেছি যে, ব্লাড ক্লোরষ্টরল বাড়বার সব চাইতে উৎকৃষ্ট উপায় হলো যদি রুগী অত্যধিক মাংস, চর্বি, ঘি জাতীয় জিনিষ খান। তাহলে এই ব্লাড ক্লোরষ্টরল বৃদ্ধি পাবে এবং বেশী খেলে রুগীর দেহের ওজন বাড়বে।

: আমরা জানি যে জেনারেল বাহাউদ্দীনের চরিত্রে কোনো দোষ নেই। তার মেয়েমানুষের প্রতি আসক্তি নেই। মদ্য পান করেন না। শুধু তার খাওয়ার প্রতি একটু লোভ আছে। ভালো খাবার দেখলে তার জিহ্বায় জল আসে। অতএব আমাদের দামাস্কাসে এমন একজন এজেন্টকে পাঠাতে হবে, যার কাজ হবে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুব আদর যত্ন করে খাওয়ানো দাওয়ানো। জেনারেল বাহাউদ্দীন ডাক্তারের নির্দেশ লঙ্ঘন করবেন এবং ঘি, চর্বি জাতীয় জিনিষ খাওয়া দাওয়া করবেন।

: আমাদের দামাস্কাসের এজেন্টের আর একটি প্রধান কাজ হবে মধ্যপ্রাচ্যে

অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আজ মধ্যপ্রাচ্যে এই অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কেন দরকার, তার একটা মোটামুটি কারণ বলছি। মধ্যপ্রাচ্যের সব চাইতে বড়ো সমৃদ্ধশালী বড়ো ব্যাংক হলো, আমান ব্যাংক। এই আমান ব্যাংকের বড়ো কর্তার নাম হলো নুরুদ্দীন। নুরুদ্দীন হলেন জেনারেল বাহাউদ্দীনের বিশেষ বন্ধু এবং আমান ব্যাংকের টাকার সাহায্যে জেনারেল বাহাউদ্দীন বিদেশ থেকে অস্ত্র কিনছেন। আমরা যদি কোনো প্রকারে আমান ব্যাংকে একটি আর্থিক গোলযোগ সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে জেনারেল বাহাউদ্দীন আর টাকা পাবেন না এবং বিদেশ থেকে তাঁর অস্ত্র কেনা বন্ধ হবে। আমান ব্যাংকে অর্থনৈতিক গোলযোগ সৃষ্টি করলে আর একটি বিশেষ উপকার হবে। বর্তমানে এই ব্যাংকে কুয়েট এবং সৌদী আরবিয়ার শেখরা টাকা গচ্ছিত রাখেন। অতএব আমান ব্যাংককে যদি আমরা ফেল করাতে পারি, তাহলে কুয়েট, সৌদী আরবিয়ার শেখদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারব।

: ও কী! আপনারা সবাই এক সঙ্গে চমকে উঠলেন কেন? ভাবছেন অতো বড়ো বিশাল ব্যাংক কী করে ফেল পড়বে। জেন্টেলম্যান, একটি কথা মনে রাখবেন যে, আজ দুনিয়াশুদ্ধ সব ব্যাংক চলছে শুধু মানুষের বিশ্বাসের উপর। অতএব কুয়েট এবং সৌদী আরবিয়ার শেখদের যদি আমান ব্যাংকের উপর বিশ্বাস ভেঙ্গে যায় তাহলে ঐ ব্যাংক কয়েকঘণ্টার মধ্যে ফেল পড়বে। আর একটি কথা মনে রাখবেন, আমান ব্যাংকের হেড অফিস হলো বেইরুটে. ঐ বেইরুট শহরে সবকিছু করাই সম্ভব।

: আমরা হিসেব করে দেখেছি যে, আগামী বছরের মধ্যে এই মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইস্রাইলীদের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। অর্থাৎ মিথ্যে কথা বলে কিংবা প্রলোভন দেখিয়ে আমরা যদি আরবদের যুদ্ধে টেনে আনতে পারি তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সার্থক হবে। আমরা জানি এই যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। কিন্তু কী করে এই যুদ্ধ সৃষ্টি করা যায় এই হলো আমাদের প্রধান চিন্তা। এই যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনের ব্লাড ক্লোরষ্টরল বাড়াবার জন্য ও মধ্যপ্রাচ্যে অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা তৈরী করবার জন্য আমরা দামাস্কাসে একজন এজেন্ট পাঠাবো। এই কাজের জন্য এজেন্ট পাপাজানকে দামাস্কাসে পাঠানো হবে। হী-উইল-বী আওয়ার ম্যান ইন দামাস্কাস।

: পাপাজান, তোমার এই দামাস্কাসের অপারেশনের কোড নাম হবে—অপারেশন সিক্রেট এজেন্ট। তোমার নতুন নাম হবে ইউসুফ আব্বাস। আমাদের কোড সাইফারের খাতায় তোমার নাম থাকবে--এজেন্ট পাপাজান।

মিটিং শেষ হয়ে গেলো।

ইসার হেরেল আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, পাপাজান তোমাকে বড়োই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছি। তোমার এই কাজের ফলাফলের উপর ইস্রাইলের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তুমি দামাস্কাসে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

দামাস্কাসে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে ট্রেনিং দেওয়া হলো।

প্রথমে ভোল পাল্টালাম।

চিন্তা করতে লাগলাম—আমি হলাম আব্বাস ইউসুফ।

এই আব্বাস ইউসুফ কে? আজ থেকে প্রায় বহু বছর আগে সিরিয়ার হোমস্ শহরে আব্বাস ইউসুফের জন্ম হয়েছিলো। জন্মের কিছুদিন পরে আব্বাস ইউসুফের বাবা-মা হোমস্ শহর ত্যাগ করে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে চলে যান। আব্বাস ইউসুফের বয়স যখন চার বছর তখন তার বাবা-মা ছেলেকে নিয়ে বুয়োনাস আয়ারস্ শহরে চলে যান।

তারপর একদিন দুরন্ত টাইফয়েড রোগে আবাস ইউসুফ মারা গেলেন। সন্তানের মৃত্যুতে বাবা-মা কাঁদলেন বটে, কিন্তু আলেকজান্দ্রিয়া শহরের কেউ জানতে পারলো না যে আব্বাস ইউসুফের মৃত্যু হয়েছে। হোমস্ শহরে আব্বাস ইউসুফের একমাত্র মাসী ছাড়া আপনজন আর ছিলো না। মাসী বোনপোর কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো। কারণ আব্বাস ইউসুফের বাবা-মা সিরিয়া ত্যাগ করবার পর তার আত্মীয়স্বজন কারু সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখে নি।

বছরের পর বছর কেটে গেলো। প্রথমে আব্বাস ইউসুফের মায়ের মৃত্যু হলো। কিছুদিন পরে আব্বাস ইউসুফের বাবা মারা গেলেন। আব্বাস ইউসুফের পরিবারের আর কেউ রইলো না। হোমস্ শহরে আব্বাস ইউসুফের মাসী বেঁচেছিলেন। তিনি দু' একবার তার বোনের কাছে চিঠি লিখেছিলেন বটে, কিন্তু কোনো জবাব না পেয়ে বোনের কাছে পত্র লেখা বন্ধ করে দিলেন।

শুধু একমাত্র ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সের খাতায় আব্বাস ইউসুফের নাম লেখা রইলো। আর সেই খাতায় ছিলো আব্বাস ইউসুফের বাল্যকালের একটি ছবি এবং তার মায়ের পুরানো পাশপোর্ট।

আমাকে বলা হলো যে আমি প্রথমে বুয়োনাস আয়ারস্ শহরে যাবো। তারপর একদিন সিরিয়ান এম্বাসীতে গিয়ে বলবো যে, আমার নাম অব্বাস ইউসুফ। অমুক সালের অমুক তারিখে আমার হোমস্ শহরে জন্ম হয়েছিল। আমি সিরিয়ান এম্বাসীর মারফৎ হোমস্ শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কাছে আমার জন্মের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করবো।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা জন্মের পুরানো ফাইল খুঁজে দেখবেন যে, আমার কথা সত্যি। সত্যি সত্যি হোমস্ শহরে আমার জন্ম হয়েছিলো। আমার আবেদনে মাসীর নাম লেখা থাকবে। প্রয়োজন হলে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তারা তার কাছে আমার অনুসন্ধান করবেন।

আমি বেঁচে আছি। একথা শুনলে মাসী নিশ্চই খুব খুশি হবেন। তিনি হয়তো আর কোনো সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।

মিউনিসিপ্যালিটির কর্তাদের কাছে আমার আগমনের কথা শুনে তিনি আমার কথাকে সমর্থন করবেন।

একবার হোমস্ শহরের মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে জন্মের সার্টিফিকেট আদায় করে আমি সিরিয়ান এম্বাসীকে বলবো, আমি সিরিয়ান নাগরিক। জন্মের সময় আমার পাশপোর্ট আমার মায়ের পাশপোর্টের সঙ্গে ছিলো। এই আমার জন্মের সার্টিফিকেট। তারপর এই হলো আমার ছবি। আমি একটি নতুন পাশপোর্ট আমার নামে চাইব। আমি সিরিয়াতে ফিরে যাবো।

বুয়েনাস আয়ারসে সিরিয়ান এম্বাসী কী আমার কথা বিশ্বাস করবেন? তাদের মনে যদি কোনো সন্দেহ জাগে তাহলে তারা দামাস্কাসে সিরিয়ান পররাষ্ট্র দপ্তরে আবার এ্যাপলিকেশন পাঠাবেন।

হয়তো সিরিয়ান এম্বাসী আমার সম্বন্ধে কিছু খোঁজ-খবর করবেন? আর মাসীর কাছে অনুসন্ধান করবেন। তারপর আমার ছবি দেখে বলবেন, নিশ্চয় এ হলো আমার বোনপোর ছবি।

কিন্তু, যদি সিরিয়ান এম্বাসী আমার পাশপোর্টের আবেদন বাতিল করেন··· অসম্ভব।

পাশপোর্ট নিয়ে আমি কী করবো? আমার বাবার দু'একজন ব্যবসায়ী সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করবো।

পুরনো বন্ধুর ছেলেকে দেখলে তাঁরা নিশ্চই খুশি হবেন। এতোদিন আমি কোথায় ছিলাম এ নিয়ে হয়তো কোনো প্রশ্ন করবেন না।

যদি কোনো প্রশ্ন করেন। তাহলে কী জবাব দেবো? বলবো বোর্ডিং স্কুলে ছিলাম।

'রোজ' বোর্ডিং স্কুলের নাম বলবো?

এই বোর্ডিং স্কুলের কর্তাদের সঙ্গে ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সের কর্তাদের যোগাযোগ ছিলো। তাদের কাছ থেকে আমার পড়াশুনা এবং চরিত্রের একটি সার্টিফিকেট যোগাড় করব।

বাবার বন্ধুদের কাছ থেকে সিরিয়ার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য দু'একটি

পরিচয়পত্র সংগ্রহ করবো।

আর সেই পরিচয়পত্র হবে আমার পুঁজি। সিরিয়াতে এসে ঐ পুঁজি ভাঙিয়ে খেতে হবে।

আমাকে আব্বাস ইউসুফের পরিবারে একটি ফটো এ্যালবাম দেখানো হলো। সেই এ্যালবামে আমার মা-বাবা এবং মাসীর ছবি ছিলো।

প্রতিটি ছবি খুব ভালো করে দেখলাম। মাসীর ছবি খুব নজর দিয়ে দেখলাম। খুব অল্প বয়েসের তোলা ছবি। মাসী দেখতে সুন্দরী ছিলেন দেখলেই যেন মাসীকে চিনতে পারি!

না, না ভুল করছো পাপাজান। তোমার বয়স যখন মাত্র চার বছর তখন তুমি তোমার বাবা-মার সঙ্গে সিরিয়া ত্যাগ করে চলে যাও। মাসীর চেহারা তোমার সঠিক মনে নেই।

প্রথমে আমি মাসীকে না চিনবার ভাণ করবো।

মাসী কী আমাকে চিনতে পারবেন? আমার বাল্যকালের চেহারার সঙ্গে কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাবেন? আমার চেহারা হয়তো মাসীর মনে নেই। তবু প্লাষ্টিক সার্জারী করে আমার মুখের খানিকটা অদল বদল করতে হবে।

এই কয়েকটি কাজ করতে আমার বেশী সময় ছিলো না।

তারপর সিরিয়ান আরবিক ভাষা শিখতে লাগলাম। উচ্চারণ ঠিক হওয়া চাই নইলে বিপদে পড়বো। আমার আরবিক উচ্চারণ শুনে কারও মনে যেন একটুও সন্দেহই না জাগে, আমি সিরিয়ান নই।

প্রায় দু'বছর ধরে আমাকে সিরিয়ার রাজনীতি শেখানো হলো।

কয়েকদিনের মধ্যে আমি মনে প্রাণে, আব্বাস ইউসুফ এবং একজন স্বদেশ-প্রেমিক সিরিয়ান নাগরিক হয়ে উঠলাম।

বলা হলো আমি একজন ঘোরতর ইস্রাইলী বিদ্বেষী।

প্রতিদিন প্রতি কথায় আমি ইস্রাইলদের গালমন্দ দেবো।

আমার ব্যবসার লাভ থেকে বেশ কিছু টাকা বাথ পার্টির ফাণ্ডে দেবো। বলবো, আমার টাকা দিয়ে যেন অস্ত্র কেনা হয়।

আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা করবো। আমার প্রধান ব্যবসা হবে কটনের ব্যবসা। বর্তমান কটনের ব্যবসা সিরিয়ান সরকারের হাতে। আমাকে এই কটনের ব্যবসার অনেক খবরাখবর রাখতে হবে। পৃথিবীর কোনো কটন মিলে এই মাল সাপ্লাই করবো। তার পুরো হিসেব আমি মুখস্থ করলাম। আমি সিরিয়ান সরকারের কাছ থেকে কটন কিনে য়ুরোপের বিভিন্ন কটন মিলে মাল

সাপ্লাই করবো। অবশ্যি এইসব কটন মিলের সঙ্গে ইস্রাইলী ব্যবসায়ীদের যোগাযোগ থাকবে। এদের নাম ধাম ঠিকানা গোপন রাখা হবে। সিরিয়ান সরকার যেন জানতে না পারেন যে এদের সঙ্গে ইহুদীদের যোগাযোগ আছে। কটনের টাকা কোম্পানী সিরিয়ান সরকারকে পাঠানো হবে কিন্তু আমার কমিশন লেবাননের আল আহলী ব্যাঙ্ক আমার নামে নিয়মিতভাবে দামাস্কাস ব্যাঙ্কে পাঠাবেন। আমি দামাস্কাসে একটি ট্রিরিও ক্লাব খুলবো। এই ট্রিরিও ক্লাবের বিশেষত্ব হলো নাচ, গান এবং ফরাসি কুইজিন।

প্রতি সপ্তাহে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে এই ডিনার খেতে নেমন্তন্ন করবো। তাকে পেট ভরে খাওয়ানো হবে। মাছ মাংস এবং আরো লোভনীয় জিনিস। ডাক্তার তাকে খাওয়া দাওয়া সম্পর্কে সতর্ক হতে বলেছেন। কিন্তু ফরাসি কুইজিনের লোভ কী তিনি সামলাতে পারবেন?

আমার প্রথম কাজ হলো জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করা।

তারপর দামাস্কাস শহরে বিপ্লব সৃষ্টি করব।

আমার তৃতীয় কাজ হলো আমান ব্যাংকের আর্থিক গোলযোগ সৃষ্টি করা।

বার বার আমার কাজের তালিকাগুলো মুখস্থ করতে লাগলাম।

কয়েকদিন বাদে আমাকে একটি ফটোর এ্যালবাম দেওয়া হলো।

এই ফটো এ্যালবামে সিরিয়ার রাজনৈতিক এবং সামরিক মহলের অনেক মহারথীদের ফটো ছিলো।

পাপাজান, এই ফটোগুলো খুব ভালো করে তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে দেখো। এই যে ভদ্রলোককে দেখছো, এর নাম হলো জেনারেল রমাদান। ইনি হলেন সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স বিভাগের বড়ো কর্তা। এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনের ডান হাত।

জেনারেল রমাদান একেবারে সাক্ষাৎ কেউটে সাপ। পাপাজান, এই জেনারেল রমাদান সম্বন্ধে তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। একে এড়িয়ে চলো। ইনি তোমাকে সুবিধে পেলেই ছোবল মারবেন। এর চরিত্র-দোষ হলো 'হোমো সেক্সুয়ালটি'। এই চরিত্র দোষের সুযোগ তোমাকে নিতে হবে।

এই যে ফটোটি দেখছো এর নাম হলো সৈয়দ মুস্তাফা। ইনি হলেন মন্ত্রী-মণ্ডলীর ক্যাবিনেট সেক্রেটারী। অসম্ভব ধূর্ত। চরিত্র দোষ—না এর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য চরিত্র দোষ নেই কিন্তু এর স্ত্রী···

পাপাজান, সৈয়দ মুস্তাফার স্ত্রীর প্রতি তোমাকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। ভদ্রমহিলার নাম হলো রুকশানা। বাজারে এর নাম হলো 'সেক্স কুইন'।

ইনি সাজতে গুজতে ভালবাসেন এবং প্রতি বছর তিনবার করে ফ্রান্সে যান। তাই এর প্রচুর পয়সার দরকার হয়।

পাপাজান, এই সেক্স কুইনের ফ্রান্সে বাজার করবার পয়সা তুমি যোগাড় করবে। অর্থাৎ এই ভদ্রমহিলাকে তুমি টাকা ধার দেবে। অবশ্যি এই ধারের জন্য তুমি সুদ নেবে। ভদ্রমহিলা তোমার কাছে হুণ্ডী কাটবেন। টাকার জন্য ভদ্রমহিলা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। একদিন প্রয়োজন মতো এইসব হুণ্ডীর পরিবর্তে, তুমি এর কাছ থেকে মূল্যবান খবর সংগ্রহ করবে।

সম্প্রতি এই রুকশানা বিবির সম্বন্ধে কতোগুলো কানাঘুষো আমরা শুনতে পেয়েছি। একটু নজর দিয়ে তাকিয়ে দেখো। কিছু দেখতে পাচ্ছো? ভদ্র-মহিলার চোখের নীচে কালির দাগ দেখা যাচ্ছে। মানে ভদ্রমহিলা বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁর যৌবনের ভাঁটা শুরু হয়েছে। আমরা খবর পেয়েছি ভদ্রমহিলা আজকাল তার বাড়িতে অল্পবয়সী ছেলে ছোকরাদের কাজে বহাল করেছেন। একটি কথা মনে রেখো: 'ভদ্রমহিলার বর্তমান খাই হলো—ইয়ংম্যান।'

ক্যাবিনেট সেক্রেটারী সৈয়দ মুস্তাফা তাঁর গিন্নীর হাতের কলের পুতুল। আর বর্তমান সিরিয়ান সরকারের প্রতিটি কাজকর্মের খবরাখবর সৈয়দ মুস্তাফা রাখেন। তাঁর কাছে সরকারের প্রতিটি টপ্ সিক্রেট ফাইল যায়। শুধু তাই নয়, সৈয়দ মুস্তাফা হলেন বাথ পার্টির একজন মাতব্বর এবং জেনারেল বাহাউদ্দীন এঁকে বেশ সমীহ করেন। পাপাজান, আমরা সৈয়দ মুস্তাফার কাছ থেকে কতোগুলো মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে চাই। মাদাম রুকশানার কাছ থেকে তুমি এই খবর সংগ্রহ করবে। প্রেমের অভিনয়ের দ্বারা এবং অর্থের সাহায্যে তুমি একে বশ করবে।

এই মূল্যবান খবর কী জানো? সম্প্রতি আমরা খবর পেয়েছি যে, মস্কো সিরিয়ার কাছে কতগুলো বিশেষ ধরনের রাডার বিক্রি করছে। এইসব রাডার সিরিয়ার সীমান্তে বসানো হয় নি বটে, কিন্তু দেশের অভ্যন্তরে বসানো হয়েছে। এই রাডারের বিশেষত্ব হলো যে, দেশের বহু ভেতর থেকে এরা আমাদের বিমান-বাহিনীর আক্রমণের খবরাখবর যোগাড় করতে পারে।

সিরিয়াকে 'এয়ার এ্যাটাক' করতে হলে এইসব রাডার দেশের কোন কোন অঞ্চলে বসানো আছে সেই খবর আমাদের জানা দরকার। শুধু যদি একবার মাদাম রুকশানাকে হাত করতে পারো তাহলে তোমার কোন চিন্তা থাকবে না। সব খবর ওর কাছে পাবে।

একটা কথা মনে রেখো। জেনারেল রমাদান সৈয়দ মুস্তাফাকে একেবারে দেখতে পারেন না। এদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক হলো একেবারে অহি-নকুল।

সৈয়দ মুস্তাফা জেনারেল রমাদানকে বিশেষ ঘৃণা করেন। তিনি জেনারেল রমাদানের কোনো ইনটেলিজেন্স রিপোর্ট একেবারে বিশ্বাস করেন না। এই দু'জনের মধ্যে ঝগড়ার কারণ হলো যে জেনারেল রমাদানের বদ্ধমূল ধারণা যে মাদাম রুকশানা হলেন সি-আই-এর এজেন্ট। নইলে বিলাসিতার জন্য তিনি অতো অর্থ পাচ্ছেন কোথা থেকে ?

মাদাম রুকশানা সি-আই-এর এজেন্ট নন। তিনি সিরিয়ার সঙ্গে যারা ব্যবসা করেন তাদের কাছ থেকে প্রতি বিজনেস ডিলের জন্য একটা কমিশন গ্রহণ করেন। এই হলো তাঁর অর্থ রোজগারের ইতিহাস। তোমার বিজনেসের জন্য তুমিও মাদাম রুকশানাকে কমিশন দেবে। পাপাজান, এই ছবিটি একটু ভালো করে দেখো। ও কী চমকে উঠলে কেন ? না, না এ কোনো 'প্যারিস পিকচার' মানে সামান্য বাজারের নগ্ন মেয়ের ছবি নয়। এই মেয়েটির নাম হলো নাদিয়া। এই মেয়েটি হলো প্রাইভেট সেক্রেটারি টু দি প্রাইম মিনিষ্টার।

জীবনকে উপভোগ করবার জন্য মিস্ নাদিয়া তার এক বয়ফ্রেণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তার বয়ফ্রেণ্ড নাদিয়ার এইসব নগ্ন ছবিগুলো তুলে-ছিলো। আমরা এইসব ফটো বহু অর্থ দিয়ে কিনেছি।

নাদিয়াকে ব্লাকমেল করতে হবে পাপাজান। কারণ জেনারেল বাহাউদ্দীন সিরিয়ার আমির যে সব খবরাখবর প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠান, সেই খবরের ফাইল প্রথমে নাদিয়ার কাছে যায়।

নাদিয়ার সম্প্রতি আর একটি দুর্বলতা হয়েছে। সেই দুর্বলতা হলো নাদিয়া হালে হাসিস্ খেতে শুরু করেছেন। নাদিয়াকে তুমি নিয়মিতভাবে ড্রাগস সাপ্লাই করবে।

নাদিয়ার বর্তমান বয়ফ্রেণ্ডের নাম হলো জামাল। জামাল প্রচার বিভাগে বড়ো কাজ করেন এবং বহু টপ্ সিক্রেট খবরাখবর জানেন। জামাল বিবাহিত, তার দু'টি সন্তান আছে। জামাল এবং নাদিয়ার প্রেমলীলার রহস্য বাজারে কেউ জানে না। এই রহস্যের চাবি তোমার হাতের মুঠোয় রইলো। প্রয়োজন মতো তুমি এই ছবি ব্যবহার করবে।

এবার আমান ব্যাংকের বড়ো কর্তা নুরুদ্দীনের কথা কিছু বলা যাক। নুরুদ্দীন প্যালেষ্টাইনের বাসিন্দা এবং ধূর্ত লোক। পাঁচ বছর আগে এই নুরুদ্দীনের নাম আরব দেশে কেউ জানতো না। এককালে নুরুদ্দীন বেইরুটের বাজারে ঠেলা গাড়ি করে খেলনা বিক্রি করতেন। কিন্তু বর্তমানে নুরুদ্দীন হলেন এই মধ্যপ্রাচের একজন সমৃদ্ধশালী লোক। তার অঢেল পয়সা। কারণ তিনি হলেন আমান ব্যাঙ্কের বড়ো কর্তা। আমরা আমান ব্যাঙ্কের পতন চাই এবং নুরুদ্দীনকে

ফকির করতে চাই।

পাপাজান, তুমি নুরুদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। আমান ব্যাঙ্কে এ্যাকাউন্ট খুলবে। নুরুদ্দীনের সঙ্গে বিদেশী মুদ্রার বাজার সম্বন্ধে বেচা-কেনা করবে এবং তাকে বিদেশী মুদ্রার বাজার সম্বন্ধে খবর দেবে। তুমি নুরুদ্দীনকে ডলার কিনে মজুত রাখতে বলবে। পরামর্শ দেবে ডলারের দাম বাড়বে অর্থাৎ সময় এবং সুবিধে মতো তিনি এই মুদ্রা বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা করবেন।

নুরুদ্দীন যখন তোমার পরামর্শানুযায়ী অজস্র ডলার ব্যাঙ্কের সিন্দুকে রাখবেন তখন সেই খবর তুমি আমাদের দেবে। আমেরিকা এবং য়ুরোপে বিভিন্ন বড়ো ব্যাঙ্কে ইস্রাইলের অনেক বন্ধু আছে। আমরা এইসব বন্ধুদের সাহায্যে ডলার মার্কেটে এক গোলযোগের সৃষ্টি করবো। অর্থাৎ একদিনের জন্যে দুনিয়ায় ডলারের দাম কমে যাবে। এর দরুন নুরুদ্দীনের প্রচুর ক্ষতি হবে এবং ডলারের দাম যখন কমে যাবে তখন তিনি ডলার বিক্রী করে দেবেন। আমরা চাই ডলার বিক্রীর দরুন নুরুদ্দীনের ক্ষতির পরিমাণ হবে প্রায় পঞ্চাশ থেকে সত্তর মিলিয়ন ডলার। নুরুদ্দীন কি এই ক্ষতি সহ্য করতে পারবেন? না?

নুরুদ্দীনের ব্যাঙ্ক লণ্ডন, নু-ইয়র্ক সবং পারীতে কিস্তিবন্দীতে বহু সম্পত্তি ও বাড়ী কিনছেন। ব্যাঙ্কের এই ডলারের লেনদেন মারফৎ যখন প্রচুর ক্ষতি হবে তখন যারা তার কাছে কিস্তিবন্দীতে সম্পত্তি এবং বাড়ী বিক্রী করেছিলেন তারা টাকা চাইবেন। নুরুদ্দীন এই দেনা শোধ করবার জন্য খানিকটা সময় চাইবেন। এই সময়ে তুমি বাজারে একটি গুজব প্রচার করবে নুরুদ্দীনের হাতে টাকা নেই। শুধু তাই নয়, নুরুদ্দীন শীগ্‌গিরই দেনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য য়ুরোপ পালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যাঙ্কের ভাণ্ডার খালি।

তারপর একদিন ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার আধঘণ্টা আগে তুমি বেনামদারীতে নুরুদ্দীনের ব্যাঙ্কের উপর একটি দশ মিলিয়ন ডলারের চেক কাটবে। আমরা জানি যে, ব্যাঙ্ক বন্ধ হবার খানিক আগে কোনো ব্যাঙ্কের হাতে এতো লিকুইড ক্যাশ থাকে না। এই টাকা পেমেন্ট করবার জন্যে ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা খানিকটা সময় নেবেন। এই সময়ে তুমি ক্যাশ কাউন্টারে চীৎকারে করে বলবে যে নুরুদ্দীনের ব্যাঙ্কে টাকা নেই। কাউন্টারের অন্যান্য লোক দাঁড়িয়ে তোমার এই চীৎকার শুনবে। বাজারে আতঙ্ক সৃষ্টি হবে। সবাই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে চাইবে।

অবশ্যি খানিকবাদে জানা যাবে যে, তোমার এ্যাকাউন্টে এত টাকা নেই। অতএব ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা তোমার চেক ফেরত দেবেন। কিন্তু বাজারের লোকগুলো কি এই কথা জানবে? তাদের ধারণা যে আমান ব্যাঙ্কে টাকা নেই। তাই তোমাকে টাকা পেমেন্ট করতে পারছে না।

পরের দিন থেকে কুয়েট্ এবং সৌদি আরবিয়ার শেখরা আমান ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে শুরু করবেন। এর পরিণাম কী হবে আমরা জানি। ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হবে।

তোমাকে আর একটা কাজ করতে হবে পাপাজান। জেনারেল বাহাউদ্দীন যখন হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হবেন, তখন তুমি সিরিয়াতে এক রাজনৈতিক হাঙ্গামা সৃষ্টি করবে। তুমি বাজারে গুজব সৃষ্টি করবে যে, সিরিয়ান বাথ সরকার এবং আর্মি ইসলাম ধর্মের বিরোধী। মসজিদের মোল্লাদের টাকা দিয়ে বশ করবে। তারা শুক্রবার নামাজের সময় তোমার কথাকে সমর্থন করবে। সিরিয়াতে এই ধরনের হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে না পারলে আমরা সিরিয়ান নেতাদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারবো না।

এতক্ষণ শিক্ষক আমার কাজের হিসেব দিচ্ছিলেন। আমি শিক্ষকের কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আমি যাবার জন্য দরজার কাছে এলাম। আমার শিক্ষক আমাকে ডেকে বললেন, পাপাজান তোমাকে আরো দুটো কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। যদি সিরিয়ান সরকার তোমাকে গ্রেপ্তার করে, তাহলে ওরা তোমাকে ডবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করবে। যদি ডবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করো, তাহলে খবর পাঠাবার সময় সিকিউরিটি চেকের কথা ভুলো না। তোমার সিকিউরিটি চেক হলো—প্রতি তেরো অক্ষরের পর একটি অক্ষর থাকবে। তুমি যদি ধরা পড়ো, তাহলে এই অক্ষরটি পাঠাবে না। আমরা যদি তোমার এই সিকিউরিটি চেকের ভেতর কোনো ভুল পাই তাহলে বুঝতে পারবো যে, এজেন্ট পাপাজান ধরা পড়েছে এবং আমাদের অপারেশন ব্যর্থ হয়েছে।

আর একটা কথা—

আমি শিক্ষকের মুখের দিকে তাকালাম। কী ব্যাপার? উনি আর কী বলতে চান?

শিক্ষক আমার হাতে একটি টেবলেট দিলেন। বললেন, এইটে সদা সর্বদা কাছে রেখো। বিপদ-আপদে দরকার হবে।

শিক্ষকের কথা শুনে আমার মনের কৌতূহল, উত্তেজনা বাড়লো। আমি ছোট টেবলেটটি হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এটা কী?

পটাসিয়াম সায়নাড। স্পাইং-এর জীবনে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। গুড বাই পাপাজান। বেষ্ট লাক।

তারপর একদিন এলাম বুয়েনাস আয়ারসে

আসবার আগে তেলআভিভে প্লাষ্টিক সার্জারী করেছিলাম। এই সার্জারীর সাহায্যে আমার মুখের সঙ্গে বাল্যকালের ইউসুফ আব্বাসের মুখের খানিকটা সাদৃশ্য রেখেছিলাম।

বুয়েনাস আয়ারসে পৌঁছে প্রথমেই সিরিয়ান এম্বাসীতে গিয়ে ধর্না দিলাম।

: কি প্রয়োজন? কন্‌সুল অফিসার আমাকে দেখে বেশ খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর এবং মুখের হাবভাব দেখে বুঝতে পারলাম যে, আমাকে দেখে তিনি একেবারেই সন্তুষ্ট হন নি।

বললাম, আমি সিরিয়া দেশের নাগরিক। হোমস শহরে আমার জন্ম। আমি জন্মের একটি সার্টিফিকেট চাই।

বিস্মিত এবং কৌতূহলী কন্‌সুল অফিসার আমার মুখের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের এই বিস্ময় দেখে মনে হলো, যেন আমি অসম্ভব কিছু একটা কথা বলছি। জন্মের সার্টিফিকেট। এই সার্টিফিকেট দিয়ে কী করবেন? এই বলে উনি আমার হোমস্ শহরে জন্মের প্রমাণ চাইলেন।

আমি একগাল হেসে বললাম, আমার পাশপোর্টের দরকার এবং পাশপোর্টের জন্য আমার জন্মের সার্টিফিকেট প্রয়োজন।

: পাশপোর্ট। কেন আপনার পাশপোর্ট নেই? কন্‌সুল অফিসার আবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

: ছিলো। আমার পাশপোর্ট আমার মায়ের পাশেপোর্টের সঙ্গে জড়ানো ছিলো। আমার মায়ের মৃত্যু হয়েছে। তাই আমার নতুন পাশপোর্টের দরকার।

এই বলে আমি পকেট থেকে খুলে একটি ছিন্ন পাশপোর্ট দেখালাম। সেই পাশপোর্ট এতো জীর্ণ, মলিন ছিলো যে, এই পাশপোর্ট থেকে কোনো খবর উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এইখানে বলা দরকার যে, আমার এই পাশপোর্ট ছিলো জাল।

: স্যার, এই দেখুন আমার পাশপোর্ট। এতোদিন আমার পাশপোর্ট ব্যবহার করবার কোনো প্রয়োজন হয় নি। কিন্তু আমি আবার সিরিয়াতে ফিরে যেতে চাই। তাই আমার নতুন পাশপোর্টের দরকার।

কন্‌সুল অফিসার আর কোনো কিছু বললেন না। তিনি খস্ খস্ করে একটি কাগজে কী যেন লিখলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দুই পাউণ্ড এর মজুরী।

আমি পকেট থেকে দুটি পাউণ্ড বের করে কন্‌সুল অফিসারের হাতে দিলাম:

কন্‌সুল অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দু'মাস বাদে আসবেন। হোমস্ শহর থেকে এই বার্থ সার্টিফিকেট যোগাড় করতে খানিকটা সময় নেবে।

বার্থ সার্টিফিকেট পেলে পাশপোর্ট দেবো।

দেরী করতে আমার কোনো আপত্তি ছিলো না। কারণ এই সময়ের মধ্যে আমি বুয়েনাস আয়ারসে আরবদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করলাম।

প্রথমে লেবানীজ ক্লাবে যেতে শুরু করলাম। এখানে নিজেকে সিরিয়ান বলে পরিচয় দিলাম। তারপর আমি কে এবং কী আমার পেশা এই কথা সবাইকে বললাম।

আমার কাহিনী শুনে কেউ কেউ ভুরু তুলে আমার পানে তাকালেন বটে, কিন্তু তাদের এই মনের সন্দেহটা ছিলো ক্ষণিকের জন্য। কারণ আরবদের মধ্যে লেবানীজরা হলেন সব চাইতে উদার প্রকৃতির। এরা জাতধর্ম নিয়ে বাছবিচার করেন না। তাই আমার জীবন কাহিনী শুনে এদের মনে কোন কৌতূহল জাগলো না। আমার অতীত জীবনী নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্নও করলেন না।

কয়েকদিনের মধ্যে আমি লেবানীজ ক্লাবে বেশ আসর জাঁকিয়ে বসলাম। ক্লাবে আমার প্রচুর বন্ধু-বান্ধব জুটে গেলো। এইসব বন্ধুদের সঙ্গে আরব-ইস্রাইলী সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতাম।

এই লেবানীজ ক্লাবের আলোচনায় প্রায়ই সিরিয়ানরা যোগ দিতেন। একদিন এই লেবানীজ ক্লাবে এক সিরিয়ান ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। ভদ্রলোকের নাম হলো আব্দাল্লা। আমি সিরিয়ান, অথচ আজ অবধি সিরিয়ান ক্লাবে যাই নি। তিনি বেশ আশ্চর্য বোধ করলেন।

আব্দাল্লা বুয়েনাস আয়ারসে একজন সমৃদ্ধশালী ব্যবসায়ী ছিলেন এবং কটনের ব্যবসা করতেন। কথা প্রসঙ্গে আরো জানতে পারলাম আব্দাল্লার বাড়ী হলো হোমস্ শহরে। এই খবর শুনে আমি খানিকটা আতঙ্কিত হলাম। এই খবরের মধ্যে ভয় এবং উত্তেজনা দুটোই ছিলো। কারণ আব্দাল্লা যদি আমার আসল পরিচয় জানতে পারেন, তাহলে কী হবে? যদি জানতে পারেন আমি মিথ্যে কথা বলছি এবং হোমস্ শহর আমি আদৌ জীবনে দেখি নি তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম যদি আব্দাল্লার মনে বিশ্বাস জন্মাতে পারি যে আমার এই কাহিনী অলৌকিক নয় এবং আমি সত্যই হোমস্ শহরের বাসিন্দা তাহলে কাজকর্মের অনেক সুবিধে হবে এবং সিরিয়ান এম্বাসী থেকে অতি সহজে পাশপোর্টও যোগাড় করতে পারবো। হাজার হোক আব্দাল্লার কথার মূল্য আছে।

আমার এই অনুমান মিথ্যে ছিলো না। একদিন আব্দাল্লা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি সিরিয়ার কোন্ শহর থেকে এসেছি?

আমার জবাব দিতে খানিকটা কষ্ট হলো বটে, তবুও বেশ সহজ গলায় বললাম, হোমস্ শহর।

: হোমস্ শহর। আশ্চর্য আমার বাড়ীও হোমস্ শহরে। এর আগে তো তোমাকে কোনোদিন বুয়েনাস আয়ারস শহরে দেখি নি। আমরা দু'জনে সিরিয়ান। একই শহরে থেকে আমরা দুজনে এসেছি অথচ কেউ কাউকে দেখি নি। এ ব্যাপারটা সত্যি আশ্চর্যজনক।

বললাম,—আমি এতোদিন কলেজ হোষ্টেলে ছিলাম। সম্প্রতি কলেজ থেকে বেরিয়েছি। ইচ্ছে আছে ব্যবসা করবো।

: কী ধরনের ব্যবসা? আব্দাল্লা কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে তাকালেন।

: কটনের। অবশ্যি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসাই করবার ইচ্ছে। তবে আমার বাবার কটনের ব্যবসা ছিলো……

আমার জবাবটি আব্দাল্লা যেন লুফে নিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কটনের ব্যবসা। আশ্চর্য! কী নাম ছিলো তোমার বাবার?

: হাসান ইউসুফ। আমার জবাব ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত। আমি এই ছোট জবাব দিয়ে আব্দাল্লার মুখের দিকে তাকালাম। দেখবার চেষ্টা করলাম তার মুখের কোনো পরিবর্তন হয় কি না।

আব্দাল্লা আমার কথা শুনে যেন লাফিয়ে উঠলেন। প্রায় চীৎকার করে বললেন, হাসান ইউসুফ। আমি তো হাসান ইউসুফকে বেশ ভালো করে চিনতুম। হাসানের বউ আমার দূর সম্পর্কের আত্মীয়া ছিলো।

এই কথা বলে আব্দাল্লা আমার পানে বেশ খানিকক্ষণ তাকালেন। আমার মনে হলো যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমাকে যাচাই করছেন।

: হাসানের কোনো ছেলেপিলে ছিলো বলে তো জানতুম না…

তারপর কি যেন ভাবলেন। হ্যাঁ, তার একটি ছোট ছেলে ছিলো। শুনেছিলুম ছেলেটির একবার মারাত্মক টাইফয়েড রোগ হয়। অবশ্যি তখন হাসান রিও ডি জেনিরো শহরে থাকতো। আমি অবশ্যি হাসান কিংবা ছেলে বউকে অনেকদিন দেখি নি। শুধু কিছুদিন আগে শুনেছিলুম যে হাসান মারা গেছেন…

প্রথমে আব্দাল্লার জবাব শুনে বেশ একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলুম। ভেবেছিলুম আব্দাল্লা বেশ জোর গলায় বলবেন যে তিনি জানেন যে হাসানের ছেলে মারা গেছে—আমি হলুম হাসানের জাল ছেলে। কিন্তু আব্দাল্লা এই বিবরণের কোনো সন্দেহ প্রকাশ করলেন না। বরং আমাকে দেখে যেন খুশি হলেন।

আমি প্রথমে কোনো জবাব দিলুম না। চুপ করে রইলুম। আমি বললুম, আমার বাবা অনেক দিন আগে মারা গেছেন। মায়ের মৃত্যুও এই ঘটনার কিছুদিন বাদে হয়।

: আমিনার মৃত্যু হয়েছে···

আব্দাল্লা যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না।

: হ্যাঁ—আমি আবার ছোট জবাব দিলুম।

আমার জবাব শুনে আব্দাল্লার যেন সহানুভূতি বাড়লো। আমাকে আমার বাবা-মা সম্বন্ধে আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি যেন সরল মনে বিশ্বাস করলেন যে আমি হলুম হাসানের আসল ছেলে।

আব্দাল্লার কাছে আমার আদর যত্ন বাড়লো। উনি আমাকে তাঁর বাড়ীতে খাবার জন্যে নেমন্তন্ন করলেন।

আব্দাল্লা আমাকে তার বন্ধুমণ্ডলীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার সময় আব্দাল্লা বেশ বড়াই করে বলতেন, মরবার আগে হাসান ইউসুফ আমাকে বার বার বলছিলো, ছেলেটাকে একটু দেখো ভাই।

আমি জানতুম তার এই উক্তি মিথ্যে। আদৌ তার হাসান ইউসুফের সঙ্গে কোনো আলাপ পরিচয় ছিলো কি না এই বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিলো। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে তার এই মন্তব্য আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছিলো।

একদিন আব্দাল্লার বাড়ীতে সিরিয়ান এম্বাসীর কন্‌সুলার অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হলো।

তিনি আমাকে আব্দাল্লার বাড়ীতে দেখে একটু অবাক হলেন।

আব্দাল্লার শুধু বুয়েনাস আয়ারসে নয় দামাস্কাসে বাথ সরকারের মহলেও তার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো।

কন্‌সুলার অফিসার আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার মুখ আমার কাছে পরিচিত। বলুন তো, এর আগে কোথায় আপনাকে দেখেছি ?

বললাম, আমি আপনার কাছে আমার বার্থ সার্টিফিকেটের জন্যে গিয়েছিলাম। কন্‌সুলার অফিসার যেন তাঁর অতীতের স্মরণশক্তি খুঁজে পেলেন।

: হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আপনার হোমস্ শহরে জন্ম হয়েছে। পাশপোর্টের জন্যে আবেদন করেছিলেন।

আমাদের আলাপ আলোচনায় বাধা পড়লো। আব্দাল্লা আমাদের কথাবার্তায় যোগ দিলেন। তিনি আমাদের আলাপ আলোচনার কথা শুনে

বেশ দৃঢ় গলায় কন্‌সুলার অফিসারকে বললেন, কী যে বলো। আব্বাস আমারই এক বাল্যবন্ধু হাসান ইউসুফের ছেলে। হোমস্‌ শহরে ওর জন্ম হয়। ওর জন্মের সময় আমি তো ওদের বাড়ীতে উপস্থিত ছিলাম। তোমার জন্ম হয়েছিলো বিকেলবেলা…

এই কথা বলে আব্দাল্লা খানিকক্ষণ চুপ করলেন। কী যেন ভাববার চেষ্টা করলেন। তারপর নিজের কথাকেই প্রতিবাদ করে বললেন…না, না, বিকেলবেলা নয়! রাত বারোটার সময় তোমার জন্ম হয়েছিলো। পাশপোর্টের কথা কী বলছিলে?

আমি আবার আব্দাল্লার কাছে আমার বক্তব্য পেশ করলাম। বললাম, আমি সিরিয়ান বটে, কিন্তু আমার কোনো সিরিয়ান পাশপোর্ট নেই। এই কন্‌সুলার অফিসারের কাছে, একটি বার্থ সার্টিফিকেট এবং পাশপোর্টের জন্যে আবেদন করেছিলাম।

আমার কথা শুনে আব্দাল্লা একগাল হেসে বললেন, আরে এই পাশপোর্ট পাওয়া কী মুস্কিলের কথা? আমি কালই এম্বাসাডারকে তোমার পাশপোর্টের কথা বলবো…

কনসুলার অফিসার এম্বাসাডারের নাম শুনে একটু ভীত হয়ে বললেন, না! না! এই পাশপোর্ট দেবার আগে আমাদের দামাস্কাসের ফরেইন অফিসের অনুমতি নিতে হবে।

এবার আব্দাল্লা কন্‌সুলার অফিসারকে ধমক দিয়ে বললেন, বেশ কালই আমি ফরেইন মিনিষ্টার ডাঃ সুলতান হাফিজকে টেলিগ্রাম করবো। তিনি আমার বাল্যবন্ধু এবং হোমস্‌ শহরের বাসিন্দা। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই পাশপোর্ট ইস্যু করবার হুকুম আনা যাবে।

আব্দাল্লার কথা এবং কণ্ঠ শুনে কন্‌সুলার অফিসার একটু ভয় পেলেন। তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না আপনার ফরেইন মিনিষ্টারের কাছে কোনো তার পাঠাতে হবে না। আমরা ওকে পাশপোর্ট দেবো। আমরা শুধু ওর বার্থ সার্টিফিকেটের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলাম। যাক, মিঃ আব্দাল্লা যখন বলছেন যে উনি আপনার জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন, তখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে আপনাকে সিরিয়ান পাশপোর্ট ইস্যু করতে পারি।

তারপর কন্‌সুলার অফিসার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কাল আসবেন, আমার অফিসে। আপনাকে পাশপোর্ট দেবো।

আব্দাল্লার এই সাহায্যের জন্যে আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। এতো সহজে যে আমি সিরিয়ান পাশপোর্ট যোগাড় করতে পারবো, এ ছিলো আমার

কল্পনাশক্তির বাইরে।

এই ঘটনার পর আমার সিরিয়ান পাশপোর্ট পেতে বেশি দেরী হলো না। কারণ পরের দিন গিয়ে আমি সিরিয়ান এম্বাসীর কন্‌সুলার অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম। আমাকে দেখে কন্‌সুলার অফিসার বেশ খাতির যত্ন করলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমার নতুন পাশপোর্ট তৈরী হয়ে গেলো।

এবার আমাকে দামাস্কাসে যাবার জন্যে তৈরী হতে হবে।

কিন্তু আমার যাত্রায় বাধা পড়লো। আর এই বাধার কারণ ছিলো যৌনঘটিত। আব্দাল্লার দুটি মেয়ে ছিলো—লায়লা এবং বাসমা। দুটি মেয়ের বয়স ছিলো, কুড়ি একুশ। দেহের সৌন্দর্য ছিলো বটে। কিন্তু তারা ছিলো অতি শান্ত প্রকৃতির। এদের আসল রূপ আমি যাচাই করতে পারি নি।

কিন্তু তাদের এই প্রকৃতির পেছনে আর একটি রূপ লুকানো ছিলো। সে হলো তীব্র যৌন আকাঙ্ক্ষা। তাদের এই যৌনতৃষ্ণা সম্বন্ধে আভাষ প্রথমে টের পাই নি কিন্তু আব্দাল্লার বাড়ীর পরিবারের সঙ্গে যখন আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়লো, তখন তাদের আসল রূপ এবং জীবন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান বাড়লো।

বাসমা ছিলো ছোট মেয়ে। তার মুখের সরলতা দেখে একবারও কল্পনা করি নি যে এই মেয়েই আমাকে যৌনঘটিত কাজকর্মে তালিম দিতে পারবে।

একদিন আব্দাল্লার বাড়ীতে কেউ ছিলো না। আব্দাল্লার সঙ্গে আমার দামাস্কাসে যাওয়া সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করতে তার বাড়ীতে গিয়েছিলাম। আব্দাল্লাকে বলেছিলাম যে আমি দামাস্কাসে ফিরে যাবো। আব্দাল্লা বলেছিলেন, আমাকে তার দামাস্কাসের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে পত্র দেবেন। আমি এই পরিচয়পত্র যোগাড় করতে আব্দাল্লার বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলাম।

বাসমা দোর খুলে দিলো। বললো, বাড়ীতে কেউ নেই।

আমি ভাবতে লাগলাম এবার কি করবো। কিন্তু বাসমার চোখে প্রলুব্ধ দৃষ্টি দেখে আমার এ জায়গা ত্যাগ করবার কোনো ইচ্ছেই হলো না।

বাসমা আমাকে আবার মৃদু গলায় বললো, বাড়ীতে কেউ নেই। ভেতরে এসো। তবে বাবা এক্ষুনি বাড়ী ফিরে আসবেন।

যাক, বাড়ীতে ঢুকবার একটা ছুতো খুঁজে পেলাম। আমি আর কোনো ইতস্ততঃ করলাম না। আব্দাল্লার বাড়ীর ড্রয়িংরুমে ঢুকে বেশ আয়েস করে বসলাম।

বাসমা আমাকে দেখে আমার চারপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগলো।।

একবার এসে বললো, কফি খাবে? তারপরে মৃদুকণ্ঠে বললো, বিয়ার দেবো?

বাসমার কণ্ঠস্বর আরো মৃদু, নরম হলো। বাড়ীতে কেউ নেই। আর বাবাও তাড়াতাড়ি ফিরবেন না।

আমি এবার বাসমার মনের কথা বুঝতে পারলাম আর বাসমা আমার কাছ থেকে কি চায়।

আমি মনের কথা গোপন করে বললাম, এই যে খানিক আগে বললে, তোমার বাবা এক্ষুণি ফিরে আসবেন ?

বাসমা মিষ্টি হেসে বললো, তোমার সঙ্গে একটু দুষ্টুমি করেছিলাম।

আমি বুঝতে পারলাম আমার সান্নিধ্য বাসমাকে উত্তেজিত করেছে। আজ বাড়ীতে আব্বাজানের অনুপস্থিতির সুযোগ নিতে হবে।

বাসমা আমার কাছে এসে বসলো। আমি তার সঙ্গে দু'চারটে মামুলি কথা বললাম। আমি কথা বলবার সময় বাসমা বার বার আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো।

আমি বাসমাকে জড়িয়ে ধরলাম।

বাসমা তার মুখটা আমার মুখের কাছে নিয়ে এলো। আমি বাসমাকে চুমু খেলাম। বাসমা তার দাঁত দিয়ে আমার ঠোঁট কামড়ে ধরলো। যন্ত্রণায় হয়তো আমি চিৎকার করতাম কিন্তু আমার যৌন পরিতৃপ্তির জন্যে চিৎকার করবার সময় পাই নি।

আমার হাত দুটো ছিলো বাসমার ব্লাউজে। আমি যখন বাসমাকে বার বার চুমু খাচ্ছি, তখন বাসমা আমাকে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, কী করছো ?

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

বাসমা বললো, দাঁড়াও। তারপর আমার হাতটি ব্লাউজের বোতামের কাছে দিয়ে বললো, এই হলো—।

এর পরবর্তী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণী আমি দিতে চাই না। কারণ সেই কাহিনী ছিলো মানুষের আদিম রিপুর কাহিনী।

আমি ভেবেছিলাম আমি আর বাসমা একা বসে প্রেম করছি। কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম।

আমাদের এই প্রেমলীলার আর একজন দর্শক ছিলো। সে হলো বাসমার বোন লায়লা।

আমি ঘর থেকে বেরিয়েই দেখলাম, দরজার সামনে লায়লা দাঁড়িয়ে আছে ! তার চোখ মুখ উত্তেজিত। তাহলে কী লায়লা আমাকে প্রেম করতে দেখেছে ?

আমি এই নিয়ে চিন্তা করলাম না। জীবন উপভোগের ব্যাপার নিয়ে অনর্থক ভেবে কী হবে ?

সেদিন রাত্রে আরও একটা ঘটনা ঘটে গেলো।

আব্দাল্লা আমাকে তার বাড়ীতে ডেকে পাঠালেন। দামাস্কাসে তার কয়েকজন বন্ধুর কাছে আমার জন্যে পরিচয়পত্র লিখে দেবেন।

এরপর আমার জন্যে তিনি এনতার পরিচয়পত্র লিখে দিলেন। হাজার হোক তিনি সমৃদ্ধশালী সিরিয়ান ব্যবসায়ী। দামাস্কাসে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিলো। সবাইকে বললেন—আমি হলাম তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছেলে। আমি ওই সব চিঠির জন্যে আব্দাল্লাকে ধন্যবাদ জানলাম।

পরবর্তীকালে আমি আব্দাল্লার এই পরিচয়পত্রগুলো কাজে লাগিয়েছিলাম।

আব্দাল্লার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আমি যখন তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, তখন রাত প্রায় এগারোটা।

আব্দাল্লা তাঁর ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, বেশ রাত হয়েছে। বাড়ী ফিরবে কি করে। আমার এই পাড়ায় সহজে ট্যাক্সি পাওয়া যায় না।

তারপর কি যেন ভাবলেন। বললেন, দাঁড়াও। লায়লা, তোমাকে গাড়ি করে তোমার হোটেলে পৌছে দেবে।

রাস্তায় লায়লার সঙ্গে একা গাড়ী চড়তে বেশ সঙ্কোচ বোধ করলাম। কিন্তু লায়লার মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে, সে আমার সঙ্গে একা আসতে পেরে যেন খুশিই হয়েছে।

লায়লা প্রথমে বেশ জোর গাড়ী চালাচ্ছিলো। আর একটু নির্জন রাস্তায় এসে গাড়ীর স্পীড কমিয়ে দিলো।

তারপর একটা ছোট্ট গলির কাছে এসে, গাড়ী থামিয়ে দিলো।

: কি ব্যাপার ?

ব্যাপারটি কি বুঝবার আগেই লায়লা আমাকে জড়িয়ে ধরলো।

আমি লায়লাকে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম সে হলো সহজ সরল মেয়ে। কিন্তু তার বোন বাসমার মত সেও যে ক্ষুধার্ত প্রাণী একথা কখনো কল্পনা করি নি।

সময়ের অপব্যবহার করলাম না। আমি লায়লারও যৌনতৃষ্ণা মেটালাম।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! আমরা যখন প্রেমের কাজকারবার করছিলাম, তখন লায়লা একটা কথাও বলে নি। এমন কি আমাদের ভালোবাসা যখন শেষ হয়ে গেলো, তখনও লায়লা একটা কথা বললো না। শুধু মৃদু হাসলো। আমার মনে হলো ভারী মিষ্টি ওর ঐ হাসি।

তারপর আরো কয়েকটা দিন আমি বুয়োনাস আয়ারসে জীবন উপভোগ

করলাম। রুটীন করে আমি দুই বোন বাসমা এবং লায়লার সঙ্গে যৌনজীবন উপভোগ করলাম। দামাস্কাসে রওনা হবার জন্যে আর কোনো আগ্রহ দেখলাম না।

আব্দাল্লা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আমি দামাস্কাসে কবে যাবো।

একটা মিথ্যা জবাব দিলাম। বললাম, বেইরুটে আমার দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে কথাবার্তা বলতে হবে। তাই আমার এইসব বন্ধুরা আমেরিকার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে গিয়েছেন। ওরা লেবাননে ফিরে গেলেই আমি দামাস্কাসের দিকে রওনা দেবো।

আব্দাল্লা চুপ করে রইলেন। কোনো জবাব দিলেন না। আমার মনে হলো আমার এই জবাবে তিনি একেবারে খুশি হন নি। কিন্তু প্রকাশ্যে আমাকে কিছু বললেন না।

কিন্তু মিথ্যে কথা বলে আর কয়দিন বুয়েনাস আয়ারসে দিন কাটানো যায়। একদিন বাসমা এবং লায়লার চোখের জল মুছে দিয়ে, আমি দামাস্কাসের দিকে রওনা হলাম।

যাবার পথে দু,একটা দিন ন্যুইয়র্কে কাটালাম।

শেনবেতের কর্মচারীরা এখানে এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। তাদের মুখে শুনতে পেলাম যে, বুয়েনাস আয়ারসে থাকা-কালীন আমার আচার--ব্যবহারে ইসার হেরেল বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি শেনবেতের কর্মচারীদের কাছে তীব্র মন্তব্য করে বলেছেন যে, ডবল এজ পাপাজান স্পাই-এর কাজ করতে পারবে কি না এই বিষয়ে তার ঘোরতর সন্দেহ আছে। এমনকি তিনি অপারেশন সিক্রেট এজেন্টর সব প্ল্যান বাতিল করবার প্রস্তাবও করেছিলেন। কিন্তু আমার স্পাই স্কুলের শিক্ষক আমার কাজের তারিফ করবার পর ইসার হেরেল চুপ করে গিয়েছিলেন। আমি এই কথা শোনবার পর বুঝতে পারলাম যে, ইসার হেরেলের মনের সন্দেহ দূর করবার জন্যে আমার দামাস্কাসে অবিলম্বে যাওয়া একান্তই দরকার।

ন্যুইয়র্কে সহকর্মীদের সঙ্গে কিছু শলা-পরামর্শ করে আমি লণ্ডন প্যারী এবং বেইরুটের দিকে রওনা দিলাম।

লণ্ডনে এসে এই ধরনের কয়েকজন কটনের ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করলাম। এখানে ব্যবসায়ীদের কাছে বললাম যে, কটনের ব্যবসা করতে দামাস্কাসে যাচ্ছি। আমার এই লণ্ডনের ব্যবসায়ী বন্ধুরা ছিলেন শেনবেতের বন্ধু। কাজেই তাদের সঙ্গে ব্যবসার একটা আয়োজন বন্দোবস্ত করতে

আমায় বিশেষ বেগ পেতে হলো না। লণ্ডনেও আমার বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

তারপর প্যারী?

সব্বার শেষে এলাম বেইরুটে।

বেইরুট।

এই শহরে পা দিয়েই আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি মধ্য-প্রাচ্যের বিলাসনগরীতে এসেছি।

সকাল-দুপুর-রাত এমন কি শেষ রাত অবধি বেইরুটের রাস্তাগুলো লোকে লোকারণ্য। এখানে জনস্রোতের ভাঁটা কখনই পড়ে না।

হামরা, রোসে রাস্তার কফির দোকানে বসে আমি জনস্রোতের মেলা দেখতে লাগলাম। বিভিন্ন বিচিত্র ধরনের মানুষ। আরব, য়ুরোপীয় লোকজন সবাই রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে। এরা কে? এরা কী ব্যবসায়ী, কারণ বেইরুটে এতো বিদেশী লোক দেখতে পাবো আমি একেবারেই কল্পনা করি নি।

বেইরুটের আর একটা চাকচিক্য আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো।

রাস্তা দিয়ে সুন্দরী আরব মেয়ের দল মাইক্রো-মিনি স্কার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি অন্য কোনো শহরেই এতো রূপসীর ঝাঁক দেখি নি। এদের মাইক্রো-মিনি স্কার্ট দেখে ছেলের দল শিস্ দিচ্ছে। ইয়া আল্লা!—

এদিকে এসো। ছেলের দল মেয়েদের ডাকছে। মেয়েরা ছেলেদের দিকে তাকিয়ে হাসছে আর চোখের ভ্রূকুটি করে চলে যাচ্ছে।

বেইরুটে পৌছিবার দু'দিন বাদে আমি আমান ব্যাঙ্কে গেলাম। কাউণ্টারে গিয়ে বললাম, আমি ডলার এ্যাকাউণ্ট খুলবো।

: ডলার এ্যাকাউণ্ট? কাউণ্টার ক্লার্ক আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কতো ডলার দিয়ে এ্যাকাউণ্ট খুলবেন?

: দুশো হাজার ডলার। আমি বেশ সহজ সরল গলায় টাকার অঙ্কটা বললাম।

: দুশো হাজার ডলার!

কাউণ্টার ক্লার্ক দু'চারবার এই টাকার অঙ্ক পুনরুচ্চারণ করলেন। তারপর ভেতরে গিয়ে আর একজন কর্মচারীর সঙ্গে মৃদুস্বরে কি কথা বললেন।

এবার সেই ভদ্রলোকটি আমার কাছে এগিয়ে এলেন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন।

: আপনি ডলার এ্যাকাউণ্ট খুলবেন?

আমি বললুম, হ্যাঁ। দুশো হাজার ডলার। কোম্পানীর এ্যাকাউণ্ট।

আমার কোম্পানীর নাম হলো লুবানন ট্রেডার্স ।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কোম্পানী কী ধরনের ব্যবসা করেন ?

: কটনের ব্যবসা। এর সঙ্গে আমি বিভিন্ন ধরনের এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের ব্যবসা করি। অবশ্যি আমার ব্যবসার আর একটি বিশেষ কাজ হলো আমি ডলার বেচা-কেনা করি।

: ডলার বেচা-কেনা করেন ? ব্যাঙ্কের কর্মচারীর মুখের বিস্ময় যেন ক্রমেই বাড়ছিলো। উনি যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

: হ্যাঁ। আমার একটু ফরেইন এক্সচেঞ্জ বেচা-কেনা করবার ঝোঁক আছে। অবশ্যি আমি ডলার কিনি না—প্রয়োজন মতো আমি অন্যান্য বিদেশী মুদ্রার ব্যবসাও করি। জার্মান মার্ক, ব্রিটিশ ষ্ট্যার্লিং······

আমার কথা শেষ হবার আগেই ব্যাঙ্কের কর্মচারী একটি ব্যাঙ্কের কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন, এখানে সই করুন। আমরা আপনার সই চাই।

আমি খস খস করে নিজের নাম সই করলাম, ইউসুফ আব্বাস।

ইউসুফ আব্বাস! ব্যাঙ্কের কর্মচারী আমার হাতের সই দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন দেশের নাগরিক ?

: সিরিয়ান—আমার জবাব ছিলো অতি ছোট এবং সংক্ষিপ্ত।

আমার এই ছোট জবাব হয়তো ব্যাঙ্কের কর্মচারীকে বিস্মিত করলো। তিনি বেশ খানিকটা সময় আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোনো সিরিয়ান নাগরিক যে দুশো হাজার ডলার দিয়ে ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট খুলতে পারে এ ছিলো তার কল্পনা-শক্তির বাইরে।

এবার আমার প্রশ্ন করবার পালা।

জিজ্ঞেস করলাম, বড়ো কর্তার দেখা পাবো কি ?

: বড়ো কর্তা ? ব্যাঙ্কের কর্মচারীর মুখে বিস্ময়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট ভাবেই ফুটে উঠে।

: মিঃ নুরুদ্দীন ?

: তিনি কাজের মানুষ। সব সময়ে ব্যস্ত থাকেন। ক্লায়েণ্টের সঙ্গে প্রয়োজন না হলে দেখা করেন না। আর ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলে আগে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করতে হয়।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না। বুঝতে পারলাম যে, নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে হলে কিংবা তাকে আমার হাতের মুঠোয় আনতে হলে আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে।

দু'দিন বাদেই আমি সেই অন্য উপায় অবলম্বন করলাম।

আমার ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের কাছ থেকে একটি লেটার অব ক্রেডিট নিয়ে এসেছিলাম। এক মিলিয়ন ডলারের কটন বিক্রির লেটার অব ক্রেডিট।

আমি আবার আমান ব্যাঙ্কের দরজায় ধরনা দিলাম। ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট-টেণ্টকে বললাম, আমার কিছু ওভার ড্রাফট চাই। এক মিলিয়ন ডলার।

: এক মিলিয়ন ডলার! ভদ্রলোক যেন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না।

আমি হাসলাম। পকেট থেকে ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের লেটার অব ক্রেডিট দেখালাম। বললাম, মাল সাপ্লাই করলেই আপনারা টাকাটা পেয়ে যাবেন। এই ওভার ড্রাফট-এর জন্য আমি আপনাদের সাত পার্সেণ্ট সুদ দেবো।

: সাত পার্সেণ্ট! ব্যাঙ্কের কর্মচারী আবার বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, দাঁড়ান—এই বলে ভদ্রলোক ব্যাঙ্কের ভেতরে চলে গেলেন। ভদ্রলোক কোথায় এবং কার কাছে গেলেন এই কথা অনুমান করতে আমার অসুবিধে হলো না। কারণ আমি জানতাম এবার নুরুদ্দীনের ঘরে আমার ডাক পড়বে।

আমার অনুমান মিথ্যে ছিলো না। আমার চিন্তার রেশ ছিন্ন হবার আগেই ব্যাঙ্কের কর্মচারী এসে আমাকে বললেন, আপনি ভেতরে আসুন। চেয়ারম্যান আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

: চেয়ারম্যান! আমি কপটতার ভাণ করলাম।

: হ্যাঁ, মিঃ নুরুদ্দীন।

আমি আর কোনো প্রশ্ন করলাম না।

সোজা নুরুদ্দীনের ঘরে ঢুকে গেলাম।

একটা বড়ো গোল টেবিলের পেছনে আমান ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ নুরুদ্দীন বসেছিলেন। ছোট গোল চেহারা। চোখে রঙীন চশমা। মাথার চুল ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে। নুরুদ্দীনকে দেখেই আমি বুঝতে পারলাম যে, ন্যুইয়র্কের ব্যাঙ্কার মিথ্যে উক্তি করেন নি। ধূর্ত শেয়াল!

টেবিলের উপর চার-পাঁচটা টেলিফোন। কোনোটা ইণ্টারকম, কোনোটা বাইরের টেলিফোন। প্রতি মুহূর্তে নুরুদ্দীন টেলিফোনে কথা বলছেন। কখনও বা লণ্ডন প্যারীর সঙ্গে, কখনও বা তারই ব্যাঙ্কের কর্মচারীর সঙ্গে বিবিধ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন।

নুরুদ্দীনের ঘরে যখন আমি ঢুকলাম, তখন সেই ঘরে আর একজন বিদেশী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি আন্দাজ করলাম ভদ্রলোক গ্রীক। পরে কথাবার্তায় বুঝতে পারলাম যে, এই গ্রীক ভদ্রলোক হলেন নুরুদ্দীনের পরামর্শদাতা—আর্থিক এবং রাজনৈতিক। ভদ্রলোকের নাম জন।

আমি ব্যাঙ্কের কর্মচারীর সঙ্গে মুরুদ্দীনের কাছে গেলাম। মুরুদ্দীন শুধু একবার মুখের দিকে তাকালেন। কোনো কথা বললেন না। আমি একটা চেয়ার টেনে বসলাম।

: জন। মুরুদ্দীন গ্রীক ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে বললেন, ব্যাঙ্কের ক্যাশ কতো আছে?

: হেড অফিসে আছে প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড এবং কুড়ি মিলিয়ন ডলার। ব্রাঞ্চ অফিসে প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন ডলার।

মুরুদ্দীন মনে মনে কি যেন হিসেব করলেন। তারপর বললেন, আমাদের গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটি কতো?

: আমেরিকার এবং লণ্ডনের ট্রেজারীর বিল প্রায় পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার। তাছাড়া ফ্রান্সে এবং সুইজারল্যাণ্ডের সম্পর্কেও প্রায় পনেরো মিলিয়ন ডলার আটকে আছে! কোম্পানীর কাগজ প্রায় মিলিয়ে আমাদের সম্পত্তির মোট মূল্য প্রায় একশো মিলিয়ন ডলার।

: জন, আমাদের ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাশ আরো প্রয়োজন। এই সৌদী আরবীয়া এবং কুয়েটের শেখদের মতিগতি বলা যায় না। কখন এরা ঝট করে তিন-চার মিলিয়ন ডলার তুলে বসেন তার ঠিক-ঠিকানা নেই। আর একটা কথা। আমি ওখানের শেখ আবদুল হামিদের এ্যাকাউণ্ট এই ব্যাঙ্কে চেষ্টা করছি। আজ বিকেলে আমি ওকে আমার বিবলসের বাগানবাড়িতে নেমন্তন্ন করেছি। আবুদাবীর বড়ো শেখও আসছেন। আচ্ছা কাতারের আমারের ছেলের সঙ্গে তোমার কথা হয়েছিলো? আমি কাতারের গভর্ণমেণ্টের এ্যাকাউণ্ট চাই।

জন মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলো। আমার উপস্থিতি ওরা যেন একেবারেই ভুলে গেলেন। ওদের কথাবার্তা শুনে মনে হলো দু'জনে যেন নিভৃতে কথাবার্তা বলছেন।

জন বললো, ছোট শেখের ছেলের সঙ্গে কথা হয়েছিলো। ওর আমাদের ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট আছে। ওর কাছে কাতার সরকারের এ্যাকাউণ্টের কথাও বলেছিলাম। কিন্তু শেখ বর্তমানে ওর বিয়ের ঝামেলা মেটাতে ব্যস্ত আছেন।

: কি ব্যাপার? মুরুদ্দীনের চোখ দুটো বেশ বড়ো বড়ো হলো। বিয়ের কথা শুনে তার কৌতূহল হলো।

: আপনি শুনেছেন নিশ্চয়। ঐ ফরাসি বউকে উনি তালাক দিচ্ছেন। ঐ ভদ্রমহিলাকে তিনি মাত্র চার মাসের জন্যে বিয়ে করেছিলেন। এর জন্যে তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হচ্ছে এক মিলিয়ন ডলার। ঐ ভদ্রমহিলা পাকা মেয়ে।

বিয়ের আগে ঐ টাকার সর্ত করে নিয়েছিলেন। ঐ এক মিলিয়ন ডলারের চেক উনি আমাদের ব্যাঙ্কের উপর কাটছেন।

নুরুদ্দীন জনের কথা শুনে শিস দিয়ে উঠলেন এবং তিনিও তাঁর চেয়ারসমেত একপাক ঘুরলেন।

: ব্যাড লাক, জন। বর্তমানে আমার ক্যাশ ডলারের দরকার। বাহাউদ্দীন কাল আমাকে টেলিফোন করেছিলো। ওর অবিলম্বে দশ মিলিয়ন ডলার দরকার। মস্কো ওর কাছে কিছু মিলিটারী সরঞ্জাম, মানে রাডার বিক্রী করছেন। মস্কোর কর্তারা এই টাকাটা ক্যাশ ডলারে চান। বাহাউদ্দীন আমাদের কাছ থেকে দশ মিলিয়ন ডলার ওভার ড্রাফট নেবেন।

: কতো ইন্টারেষ্ট দিচ্ছেন বাহাউদ্দীন? জন কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো নুরুদ্দীনের মুখে। তিনি হেসে বললেন, না জন, এবার আমি বাহাউদ্দীনের কাছ থেকে কোনো সুদ নিচ্ছি না। প্রথমতঃ এ বছর সিরিয়া দেশে যে গম হবে সেই গমের খানিকটা অংশ আমি টাকার পরিবর্তে পাবো, বাজার দরের চাইতে প্রতি টন গম দুই ডলার কমে পাবো। তারপর……

নুরুদ্দীন, একটুখানি থামলেন।

কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, বাহাউদ্দীনের সঙ্গে আমি আর একটা চুক্তি করেছি জন। আর ছয় মাস বাদে লেবাননে ইলেকসন হবে। আমি এবার ইলেকসনে দাঁড়াব! বাহাউদ্দীন আমাকে এই ইলেকসনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ঠিক হয়েছে লেবাননে যে সমস্ত সিরিয়ান দ্রুজ সম্প্রদায় থাকেন তারা আমাকে ভোট দেবেন। এই দ্রুজ সম্প্রদায়ের সব ভোট যদি আমি পাই তাহলে আমার এই ইলেকসনে জয় সুনিশ্চিত।

জন চুপ করে নুরুদ্দীনের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। মুখে কিছু বললেন না। নুরুদ্দীন আবার কথা বলতে লাগলেন।

: আমরা যদি সিরিয়ান গম পাই তাহলে বেশ মোটা মুনাফায় এই গম বাজারে বিক্রী করতে পারবো। আমি ইরানের শাহর কাছে এই গম বিক্রী করতে চাই।

ইরানের শাহের সঙ্গে এই নিয়ে আমার একটা মৌখিক চুক্তি হয়ে গেছে। এই গম বিক্রী থেকে আমাদের মোট মুনাফা থাকবে পাঁচ মিলিয়ন ডলার। তাই আমাদের ক্যাশ ডলার দরকার। হ্যাঁ আর একটা কথা। বাজারে ডলারের দাম বাড়ছে না কমছে?

এই প্রশ্নের জবাব জন দিলেন। বললেন, সৌদী আরবিয়ার আমেরিকার

সঙ্গে আর্মস ডিলের পর ডলারের দাম বেড়েছে। কতোদিন ডলারের রেট বেশী থাকবে বলতে পারিনে।

: কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন ছিলো জন।

: কি ?

নুরুদ্দীন আবার চেয়ারে ঘুরপাক খেয়ে জনকে প্রশ্ন করলেন। বাজারের গুজব শুনেছেন ? কয়েকদিন আগে বেইরুটের আননাহার কাগজে খবরটি বেরিয়েছিলো।

: বাহাউদ্দীনের শরীরটা নাকি ভালো যাচ্ছে না। সম্প্রতি নাকি তার হার্ট এ্যাটাকও হয়েছিলো।

নুরুদ্দীন জনের কথা শুনে জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, আননাহার পত্রিকার সংবাদে তুমি একটুও বিশ্বাস কোরো না। ওটা আমেরিকার কাগজ। আমেরিকা বাহাউদ্দীনকে ক্ষমতা থেকে সরাবার চক্রান্ত করছে। কাল আমার জেনারেল রমাদানের সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে। আমি তাঁর কাছে জেনারেল বাহাউদ্দীনের মেডিকেল চেক-আপের কথা শুনেছি। হাজার হোক রমাদানের কথা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে। উনি হলেন সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স বিভাগের সর্বময় কর্তা। ওর বক্তব্য হলো বাজারের এই গুজব একেবারে মিথ্যে। জেনারেল বাহাউদ্দীন বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। কয়েকদিন আগে তিনি একবার ভালো করে মেডিকেল চেক-আপ করেছিলেন। নাথিং-রং।

এই কথা বলতে বলতে হঠাৎ নুরুদ্দীন আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমাকে ঘরের মধ্যে দেখে তার চোখে-মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। ঘরের মধ্যে যে আর একজন অপরিচিত বসে আছে একথা যেন তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তার কৌতূহলী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রশ্ন ছিলো, আমি কে এবং কি চাই ? ব্যাঙ্কের যে কর্মচারী আমার সঙ্গে নুরুদ্দীনের ঘরে ঢুকেছিলেন, তিনি এবার আমার পরিচয় দিলেন। বললেন, ইউসুফ আব্বাস। আমাদের ব্যাঙ্কের একজন বড়ো ক্লায়েন্ট। এখানে ডলার এ্যাকাউন্ট আছে। উনি আমাদের কাছ থেকে দুই মিলিয়ন ডলার ওভার ড্রাফট চান।

: দুই মিলিয়ন ডলার! নুরুদ্দীন যেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর কথাগুলো একেবারে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

এবার জন প্রশ্ন করলেন, দুই মিলিয়ন ডলার ? অনেকগুলো টাকা। আপনার এই ব্যাঙ্কে কতোদিন যাবৎ এ্যাকাউন্ট আছে ?

শেষের কথাগুলো আমাকে উদ্দেশ্য করে বলা। তাই আমি এই প্রশ্নের জবাব দিলাম :

: আমি হালে এই ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট খুলেছি। কিন্তু মিষ্টার এই দুই মিলিয়ন ডলারের লেটার অব ক্রেডিটও আমার কাছে আছে। ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের লেটার অব ক্রেডিট!

এই বলে আমি ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের লেটার অব ক্রেডিট জনের হাতে দিলাম। জন আমার এই লেটার অব ক্রেডিটটি পড়ে কাগজটি নুরুদ্দীনের হাতে দিলেন। নুরুদ্দীন বারবার লেটার অব ক্রেডিটটি পড়লেন। তারপর নিজের মনে অস্ফুট স্বরে বললেন, আশ্চর্য? এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমরা কতোবার ব্যবসা করবার চেষ্টা করেছি। আমাদের চেষ্টা সফল হয় নি। ওরা কোনো আরব ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবসা করতে চান নি। অথচ এখন দুই মিলিয়ন ডলারের লেটার অব ক্রেডিট খুলেছেন। মিষ্টার, এবাব আমাকে বলুন এই লেটার অব ক্রেডিট কেন খোলা হয়েছে?

আমি এই প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিলাম। বললাম, আমি কিছু সিরিয়ান কটন ল্যাঙ্কাশায়ার কটন মিলের কাছে বিক্রী করছি। এই দেখুন তাদের চিঠি।

আমি এবার ল্যাঙ্কাশায়ারেব কটন মিলের একটি চিঠি নুরুদ্দীনের হাতে দিলাম। লণ্ডনে থাকাকালীন আমি এই ল্যাঙ্কাশায়ার কটন মিলের কাছ থেকে চিঠি যোগাড করেছিলাম। শেনবেতের কর্মচারীরা আমার এই চিঠি যোগাড় করে দিয়েছিলেন।

নুরুদ্দীন ল্যাঙ্কাশায়ার মিলের চিঠি মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এই কটন কোথা থেকে কিনবেন?

: আমি জবাব দিলাম, সিরিয়া থেকে।

: সিরিয়া থেকে? বেশ, অবাক হয়ে নুরুদ্দীন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

: আশ্চর্য, সিরিয়া আপনার কাছে কটন বিক্রী করছেন। এই খবর আমি জানতাম না। আমরা খবর পেয়েছি এবার সিরিয়া মস্কোর কাছে কটন বিক্রী করছেন। কারণ মস্কো আর্মস্ বিক্রী বাবদ কটন দাবী করেছেন।

: কটন বিক্রী করবার কোনো চুক্তি আমি এখনও করি নি। সিরিয়ার জেনারেল ট্রেডিং কর্পোরেশনের সঙ্গে এই নিয়ে আমার কোনো কথা হয় নি। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলবার আগে আমি বাজার থেকে এই টাকা ধারের বন্দোবস্ত করতে চাই। তাই আপনার কাছে এসেছি।

আমার কথা শুনে নুরুদ্দীনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। এ হলো শয়তানের হাসি। আমি বুঝতে পারলাম উনি মনে মনে আমাকে দিয়ে কাজ করবার জন্যে এক শয়তানি বুদ্ধি আঁটছেন।

নুরুদ্দীন বললেন, আপনি সিরিয়ার কাছে কটন কিনবার চেষ্টা করতে

পারেন। কিন্তু আপনার চেষ্টা সফল হবে কি না জানিনে। কারণ আমি জানি এ বছর সিরিয়া তার কটন মস্কোর কাছে বিক্রী করবে। যাক, আমরা যদি এই টাকা ধার দিই, আপনি আমাদের কতো সুদ দেবেন?

: সাত পার্সেণ্ট! বাজারের বর্তমান সুদের রেট হলো সাড়ে ছয় পার্সেণ্ট। আমি আপনাকে আরো আধ পার্সেণ্ট বেশী সুদ দিতে প্রস্তুত আছি।

: নয় পার্সেণ্ট দিতে হবে মিষ্টার। আপনি জানেন আজকাল বাজারে ডলারের রেট খুব বেশী।

: অসম্ভব! আপনি অনেক বেশী সুদ চাইছেন। অন্য ব্যাঙ্ক আমাকে এই লেটার অব ক্রেডিটের পরিবর্তে বিনা সর্তে সাত পার্সেণ্ট রেটে টাকা ধার দেবে। আর একটা কথা—আজ বাজারে ডলারের রেট বেশী। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে দাম কমে যাবে। জার্মান মার্কের দাম বাড়ছে।

এবার নুরুদ্দীনের মুখে বিস্ময়ের ছাপ ফুটে উঠলো। উনি একটু হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ডলারের দাম কমবে এই কথা আপনাকে কে বললো?

: তার কারণ আমি বিদেশী মুদ্রার ব্যবসা করি। ডলার মার্ক বেচা-কেনা আমার ব্যবসার আর একটি অংশ।

: আপনি কোন দেশের? ইউসুফ আব্বাস লেবানীজ? নুরুদ্দীন কৌতূহলী হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

আমি জবাব দিলাম, না—আমি সিরিয়ান।

: আপনি সিরিয়ান, মিলিয়ন ডলারের কটনের এবং বিদেশী মুদ্রার ব্যবসা করছেন। অথচ আমি আপনাকে এর আগে কখনও দেখি নি। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার?

: আমার বয়স যখন চার, তখন আমি সিরিয়ান ত্যাগ করে বিদেশ চলে যাই। বুয়েনসে আয়ার্সে আমার বাবা ব্যবসা করতেন। কটনের ব্যবসা। বাবার মৃত্যুর পর আমি ব্যবসা দেখছি। দু'দিনের মধ্যে দামাস্কাস সরকারের কাছে প্রস্তাব করবো যে, আমি ডলারে কটন কিনতে চাই। বিলেতের কটন মিলগুলো মস্কোর চাইতে ভালো রেট সিরিয়াকে দেবে। কিন্তু কটন কেনবার জন্যে আমার ক্যাশ টাকার দরকার। তাই আপনার কাছে সাহায্য চাইছি।

নুরুদ্দীন মাথা নাড়লেন। বললেন, আজকাল আমার ডলারের বড্ডো বেশী প্রয়োজন। নয় পার্সেণ্ট সুদের কমে আপনাকে দুই মিলিয়ন ডলার ধার দিতে পারব না। আর একটা কথা।

আপনি বুয়েনাস আয়ার্সে কতোদিন যাবৎ এই কটনের ব্যবসা করছেন?

এবার আমি একটু রেগে উঠলাম। বললাম, দেখুন আমি আপনার কাছে

লেটার অব ক্রেডিট বন্ধক রেখে টাকা ধার চাইছি। আর যদি আমার ব্যবসা সম্বন্ধেও কিছু খবরাখবর জানতে চান তাহলে বুয়েনাস আয়ার্সের বিখ্যাত ব্যবসায়ী আব্দাল্লাকে এইসব প্রশ্ন করতে পারেন। উনি আপনার মনের কৌতূহল মেটাবেন।

নুরুদ্দীন এবার বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, আপনি আব্দাল্লাকে চেনেনে?

: হ্যাঁ। উনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। আমাকে সিরিয়ার কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের কাছে পরিচয়-পত্র দিয়েছেন। এই দেখুন তাঁর চিঠি।

আমি পকেট থেকে আব্দাল্লার লেখা একটি চিঠি বের করলাম। নুরুদ্দীন এই চিঠির দিকে তাকালেন না। আমাকে সংক্ষেপে বললেন, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু নয় পার্সেন্টের কমে আপনাকে আমি টাকা ধার দিতে পারব না।

আমি একটু ব্যঙ্গ করে বললুম—সেটা আপনার খুশি। কিন্তু যদি কখনও আপনি মত পরিবর্তন করেন তাহলে আমাকে জানাবেন। এই আমার হোটেলের নাম ঠিকানা। আমি দু'দিন বেইরুটে থাকবো। তারপর দামাস্কাসে যাবো। আপনার কাছ থেকে যদি কোনো মত পরিবর্তনের জবাব না পাই তাহলে অন্য ব্যাঙ্কের কাছে যাবো। গুডবাই।

আমি নুরুদ্দীনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। জন, নুরুদ্দীন এবং তার কর্মচারী ঘরে বসে রইলেন।

হোটেলে ফিরে এসে আমি তেলআভিভের সঙ্গে রেডিও মাধ্যমে যোগাযোগ করলাম। তেলআভিভের সঙ্গে এই আমার সর্বপ্রথম রেডিও মারফত কথাবার্তা হলো। আজ নুরুদ্দীনের ঘরে বসে সিরিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান খবর পেয়েছিলাম। আমি জানতাম এইসব মূল্যবান খবর ইসার হেরেল এবং শেনবেতের দরকার হবে।

আজ খবর পাঠাবার জন্যে আমি 'গামা' কোড ব্যবহার করলাম। আমার স্পাই স্কুলের শিক্ষক আমাকে বারবার সতর্ক করে বলেছিলেন, যেন খবর পাঠাবার সময় কৃষ্টাল পরিবর্তন করি এবং বিভিন্ন ওয়েভ লেন্থে খবর পাঠাই, নইলে দেশের সরকার ডিরেকশনাল ফাইণ্ডারের সাহায্যে আমার অস্তিত্ব জানতে পারবে।

আমি খবর পাঠালাম।

: লন চ্যানী ফ্রম পাপাজান।

লন চ্যানী ছিলো শেনবেত হেড কোয়ার্টারের কোড নাম।

: লন চ্যানী ফ্রম পাপাজান। আমি বেইরুটে এসেছি, দু' একদিনের মধ্যে দামাস্কাস যাবো। আমান ব্যাঙ্কের নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেছি। তাকে এখনও

বশ করতে পারি নি তবে আশা করি খুব শীঘ্রই তাকে হাত করতে পারবো।

আজ নুরুদ্দীনের কাছ থেকে কতগুলো মূল্যবান খবর পেয়েছি। সিরিয়া মস্কোর কাছ থেকে কতোগুলো বিশেষ ধরনের রাডার কিনছে। এই রাডার কিনবার জন্যে নুরুদ্দীন বাহাউদ্দীনকে দশ মিলিয়ন ডলার ধার দিচ্ছেন। এই টাকার পরিবর্তে নুরুদ্দীন খুব সস্তা দরে সিরিয়া থেকে গম কিনবেন। আর পরে এই গম ইরানের কাছে বিক্রী করা হবে। নুরুদ্দীন সিরিয়ার কাছ থেকে গম কেনবার পর আপনারা ইরানকে এই গম কেনবার চুক্তি বাতিল করতে বলবেন তাহলে নুরুদ্দীনের যথেষ্ট ক্ষতি হবে।

এবছর নুরুদ্দীন লেবাননের পার্লামেন্টের ইলেকসনের জন্যে প্রার্থী হবেন। বাহাউদ্দীন নুরুদ্দীনকে ড্রুজ ভোট সংগ্রহ করতে সাহায্য করবেন। নুরুদ্দীন বাহাউদ্দীনকে টাকা দেবার পর লণ্ডনের কাগজগুলোতে একটি খবর প্রকাশ করবেন যে সিরিয়া লেবাননের ইলেকসনে মাথা গলাচ্ছে এবং সমস্ত ড্রুজ ভোট কিনে নিয়েছে। এই খবর প্রকাশিত হবার পর লেবাননের রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়ন হবে। নুরুদ্দীনের বহু শত্রু সংখ্যা বাড়বে। ডলারের রেট কতো?

দু'ঘণ্টার মধ্যে আমি লন চ্যানীর কাছ থেকে জবাব পেলাম।

: পাপাজান ফ্রম লন চ্যানী।

: কনগ্রাচুলেশন। তোমার মূল্যবান খবরের জন্যে ধন্যবাদ। মস্কোর রাডার সিরিয়ার কোন কোন অঞ্চলে বসানো হবে আমরা জানতে চাই? আমরা ইরানকে অনুরোধ করছি যেন তারা নুরুদ্দীনের কাছ থেকে গম না কেনেন। আমরা ইরানকে আরো সস্তা দরের গম দেবো। লণ্ডনের কাগজে উপযুক্ত সময়ে সিরিয়া লেবাননের ইলেকসনে মাথা গলাচ্ছে—এই খবর প্রকাশিত করবো।

: পাপাজান বর্তমানে ডলারের রেট কম। দু'দিন বাদে বাড়বে, তারপর এই রেট কমবার সম্ভাবনা আছে।

: পাপাজান সিকিউরিটি চেক পাঠাতে ভুলো না।

লন চ্যানীর কাছ থেকে খবর পাবার পর মনটা খুশি হলো। ম্যাক ইসার হেরেল এবার জানতে পারবেন যে পাপাজান শুধু মেয়েমানুষ নিয়ে দিন কাটায় না। কাজও করে।

শেনবেতের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার খানিক বাদে আমার হোটেলের টেলিফোন বেজে উঠলো।

: আব্বাস ইউসুফ—অপরপ্রান্তে প্রশ্ন শুনে মনে হলো নুরুদ্দীনের পরামর্শদাতা জনের কণ্ঠস্বর। বুঝতে পারলাম নুরুদ্দীন আমার জালে পা দেবার

জন্যে এগিয়ে আসছেন।

: হ্যাঁ।

: আমি জন কথা বলছি—।

: বলুন আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি ?

: আপনি নুরুদ্দীনকে লেটার অব ক্রেডিটের অফার দিয়েছিলেন এই প্রস্তাব কী এখনও চালু আছে ?

: আমার তিন মিলিয়ন ডলার ওভার ড্রাফট চাই। সাত পার্সেণ্ট সুদ।

: আপনি এই টাকা পাবেন। তবে সুদের অঙ্ক নিয়ে নুরুদ্দীন আপনার সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করতে চান।

: আজ বিকেল পাঁচটার সময় নুরুদ্দীন আপনার সঙ্গে ইভস্ ক্লাবে দেখা করবেন। দেরী করবেন না। কারণ নুরুদ্দীন ব্যস্ত মানুষ। আজ বিকেল সাতটার সময় উনি ওমানের শেখ আবদুল হামিদকে ডিনারের নেমন্তন্ন করেছেন।

ইভস্ ক্লাব। আমি ঠিক পাঁচটার সময় ঐ ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। নিজের পরিচয় দেবার সঙ্গে সঙ্গে বেয়ারা আমাকে ক্লাবের ভিতর নিয়ে গেল।

আজ এই ইভস্ ক্লাবের ভেতর ঢুকে আমি তাজ্জব বনে গেলাম।

রূপসীরা সব দল বেঁধে বসে আছে। ঘরের বাতি খুব মৃদু। একেবারে সহজে কাউকে দেখা যায় না। ঘরের কোণে কোণে ছেলেমেয়েরা গলা জড়িয়ে বসে আছে—আর চুমু খাচ্ছে।

এই দৃশ্য দেখবার পর আমি মনে মনে বললাম, বিচিত্র বেইরুট। এই শহরে জীবনযাপন করবার সার্থকতা আছে।

একটা ছোট ঘরে নুরুদ্দীন আমার জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন। তার সঙ্গে আর এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন। অপূর্ব সুন্দরী কিন্তু চোখের নীচে কালির দাগ পড়েছে। বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলার বয়স হয়েছে। ভদ্রমহিলার সঙ্গে নুরুদ্দীন আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মাদাম রুকশানা—সিরিয়া সরকারের ক্যাবিনেট সেক্রেটারি সৈয়দ মুস্তাফার বউ।

মাদাম রুকশানা, সৈয়দ মুস্তাফার বউ। এই ভদ্রমহিলাকে যে আজ ইভস্ ক্লাবে নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখতে পাবো, এ আমি কল্পনা করি নি। অর্থাৎ আজ মাদাম রুকশানাকে দেখে বিস্মিত হলাম।

মাদাম রুকশানার দিকে আমি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম।

সুন্দরী এবং তার চোখ দেখলেই বোঝা যায়, তিনি জীবনকে উপভোগ করতে জানেন।

আমার দিকে তাকিয়ে রুকশানা একটু মিষ্টি হাসি হাসলেন। প্রলোভনের হাসি। পুরুষকে এই হাসি আকর্ষণ করে।

মিষ্টি গলায় রুকশানা আমাকে প্রশ্ন করলেন—নুরুদ্দীন বলছিলো তুমি সিরিয়ান। ব্যবসা করবার জন্যে তুমি দেশে ফিরে আসছো?

কিন্তু আমি কোনো জবাব দেবার আগেই রুকশানা আবার বললেন, কী ব্যবসা করবে তুমি?

এবার আমার জবাব দেবার পালা। শান্ত গলায় বললাম, আমি কটনের ব্যবসা করবো। আমার বাবা বুয়েনাস আয়ার্সে কটনের ব্যবসা করতেন। অবশ্যি এই কটনের ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গে আমার দামাস্কাসে ষ্টিবিও ক্লাব খুলবার ইচ্ছে আছে।

এবার নুরুদ্দীন মুখ খুললেন।

: ইউসুফ আব্বাস আব্দাল্লার পরিচিত। ওর কাছ থেকে অনেক পরিচয়পত্র নিয়ে এসেছে। ওর দামাস্কাসের কাজের জন্যে তোমার সাহায্যের দরকার হবে রুকশানা।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাদাম রুকশানার স্বামী সৈয়দ মুস্তাফ সিরিয়াতে খুবই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। উনি ইচ্ছে করলে আপনাকে এই কটনের ব্যবসায়ে সাহায্য করতে পারবেন। আর এই কাজের জন্যে মাদাম রুকশানার সাহায্য দরকার হবে—অবশ্যি এর জন্যে মাদাম রুকশানাকে কমিশন দিতে হবে।

: আমি রাজী। বলুন কতো কমিশন দিতে হবে। আমি কোনো চিন্তা ভাবনা না করে সহজ স্পষ্ট গলায় জবাব দিলাম। এতো সহজে যে মাদাম রুকশানার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবো এবং ব্যবসার লেনদেন নিয়ে কথা বলতে পারবো একথা কল্পনা করি নি। মনে মনে ভাবলাম ইসার হেরেল যদি আমার কর্মতৎপরতার কথা জানেন তাহলে নিশ্চয় আমার তারিফ করবেন।

মাদাম রুকশানা কিন্তু আমার মতো উৎসাহ দেখালেন না। আমার মনে হলো উনি তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ দিয়ে আমাকে যাচাই করছেন। হয়তো ওর মনের প্রশ্ন, আমাকে কী উনি বিশ্বাস করতে পারবেন? খানিক বাদে মিষ্টি মধুর গলায় বললেন, তোমার বয়স কতো?

আমার মাদাম রুকশানার চরিত্রের দুর্বলতার কথা মনে পড়লো। আজ ওর যৌবন বিগতপ্রায়। অল্প বয়সের পুরুষদের ভারী পছন্দ। আজ ওকে প্রেমের ফাঁদেই বাঁধতে হবে।

ইচ্ছে করে বয়েস কমিয়ে বললাম, আমার বয়স মাত্র ত্রিশ।

: মাদাম রুকশানা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যবসার অভিজ্ঞতা আছে ?

: আছে। আমি খুব ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। মনে হলো মাদাম রুকশানা খুব ফালতু কথা বলেন না।

: তাহলে কমিশনের ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তা না বলাই ভালো। কমিশন বিজনেসের উপর নির্ভর করবে। যাক, দামাস্কাসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে। মুরুদ্দীন আমার পুরোনো বন্ধু। উনি যখন বলছেন, তখন আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

তারপর মুরুদ্দীনের দিকে তাকিয়ে বললেন, মুরুদ্দীন আমি কাল সকালে দামাস্কাসে চলে যাচ্ছি। আজ রাত্রিবেলা কাসিনোতে যাবো। তুমি আসবে আমার সঙ্গে মুরুদ্দীন ?

এই প্রশ্ন শুনে মুরুদ্দীন যেন একটু অপ্রস্তুত বোধ করলেন। তার মুখে সব অনিচ্ছার ভাব ফুটে উঠলো।

: রুকশানা, আজ রাত্রে ওমানের শেখ হামিদের সঙ্গে একটা এনগেজমেন্ট আছে। উনি আমার ব্যাঙ্কে একটা বড়ো এ্যাকাউন্ট খুলতে চান। সুদের রেট নিয়ে একটু আলোচনা করতে চান।

আবার মাদাম রুকশানার মুখে মিষ্টি হাসি ফুটে উঠলো

: আমি ভেবেছিলাম তোমার শেখরা ব্যাঙ্কে টাকা জমা রেখে কোনো সুদ নেন না। কোরাণের নিষেধ আছে। মাদাম রুকশানা খুব ধীরে এই প্রশ্ন করলেন।

মুরুদ্দীন হেসে উঠলেন। বললেন, না নিজের হাতে কোনো সুদ নেন না। কিন্তু অন্যের বেনামদারীতে এ'টাকার সুদ কড়ায় গণ্ডায় আদায় করেন। আপনি ওর চরিত্রের দুর্বলতা জানেন তো ?

: হাঁ শুনেছি ভদ্রলোক 'হমো'।

: এককালে ছিলেন। ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছেন অল্পবয়সী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে। তাহলে হয়তো ওর 'হমো'র ব্যারাম কেটে যাবে। তাই আজকাল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েদের দিকেই উনি ঝোঁক দিয়েছেন। যাক, রুকশানা তুমি কাসিনোতে যাবার কথা বলছিলে।

ইউসুফ আব্বাস সদ্য দেশে এসেছে। কাসিনোর জুয়ো খেলা ওর নিশ্চই ভালো লাগবে। আমি প্রস্তাব করি ইউসুফ তোমাকে আজ রাত্রে কাসিনোতে নিয়ে যাবে।

এই বলে মুরুদ্দীন আমার দিকে তাকালেন। আমি মুরুদ্দীনের প্রস্তাব শুনে একটু অবাক হলাম। এসেছিলাম মুরুদ্দীনের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলাপ

আলোচনা করতে আর এখন কি না আমাকে কাসিনোতে জুয়ো খেলতে যেতে বলা হচ্ছে। কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে নুরুদ্দীনের প্রস্তাব আমার কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত। কারণ আজ রাত্রে যদি আমি মাদাম রুকশানার সঙ্গে কাসিনোতে যাই তাহলে আমি তাকে আরো ভালো করে জানতে পারবো। হয়তো মাদাম রুকশানার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা আরো নিবিড় হবে। এই বন্ধুত্বের ভিত্তি করে আমার কার্য উদ্ধার করতে হবে।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো সিরিয়া মস্কোর কাছ থেকে বিশেষ ধরনের রাডার কিনছেন। কী ধরনের রাডার এবং সিরিয়ার কোন অঞ্চলে এই রাডার বসানো হবে, এই খবর জানা আমার একান্ত আবশ্যক। কারণ রাডারের অস্তিত্বে খবর জানা থাকলে বোম্বার বাহিনীর আক্রমণের নক্সা-প্ল্যানিং করা সম্ভব। হ্যাঁ, আজ আমাকে মাদাম রুকশানার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে হবে। আমি একবার মাদাম রুকশানার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। সুন্দরী। এখনও তার চোখে যৌবনের উন্মাদনা লেগে আছে। ভাবলাম হয়তো আমি তাকে বশ করতে পারবো।

আমি নুরুদ্দীনের প্রস্তাব শুনে হাসলাম। বললাম, আপনার আদেশ শিরোধার্য। আমি মাদামের সঙ্গে আজ রাত্রে কাসিনোতে যাবো।

ঠিক হলো রাত দশটার সময় মাদাম রুকশানা আমাকে হোটেল থেকে তুলে নিয়ে কাসিনোতে যাবেন।

মাদাম রুকশানা চলে গেলেন। এবার নুরুদ্দীন আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, মাদাম রুকশানাকে আপনার বিশেষ দরকার হবে। আজ দামাস্কাসে ওর স্বামী সৈয়দ মুস্তাফার চাইতে মাদাম রুকশানা অনেক ক্ষমতাশালী। বাথ পার্টির কর্তারা এবং বড়ো বড়ো কর্মচারীরা মাদাম রুকশানার কথায় ওঠেন বসেন। এমন কী জেনারেল বাহাউদ্দীন রুকশানাকে স্নেহ করেন। মাদাম রুকশানা যদি কাউকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে উনি তার কথার খেলাপ করেন না। ইউসুফ আব্বাস, আপনাকে আর কটনের ব্যবসা নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হবে না। মনে রাখবেন ওর শুধু দুটো জিনিষের খাই আছে। টাকা আর যৌবন। উনি যৌবন এবং জীবনকে উপভোগ করতে বড্ড বেশী ভালোবাসেন। তার প্রমাণ হয়তো আজ রাত্রে পাবেন। একটা কথা আপনাকে বলা দরকার মনে করি। আজ রাত্রে নিজের হাতে কিছু ক্যাশ টাকা রাখবেন। রুলেট টেবিলের কথা তো আর বলা যায় না। হয়তো মাদাম রুকশানার টাকা প্রয়োজন হবে। তখন ওকে টাকা এ্যাডভান্স করবেন। হ্যাঁ, আপনি দামাস্কাসে একটি ট্রিও ক্লাব খুলবার প্রস্তাব

করেছিলেন। ঐ রিবিও ক্লাব খুলবার জন্য আপনার লাইসেন্স দরকার হবে। মাদাম রুকশানা আপনাকে এই লাইসেন্স সংগ্রহ করতে সাহায্য করবেন।

এই বলে নুরুদ্দীন একটু থামলেন। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যাক ইউসুফ আব্বাস, এবার আমাদের ব্যবসার কথা বলা যাক। বলুন আপনি ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের যে লেটার অব ক্রেডিট নিয়ে এসেছেন, আপনি কোন দরে আমাদের কাছে ঐ লেটার অব ক্রেডিট বিক্রী করবেন? ঐ লেটার অব ক্রেডিটের পরিবর্তে আমরা আপনাকে টাকা এ্যাডভান্স করতে প্রস্তুত আছি। শুধু আমাদের দাবী হলো এই ওভার ড্রাফটের জন্যে আমাদের ন'য় পার্সেন্ট সুদ দিতে হবে।

আমি সজোরে মাথা নাড়লাম। বললাম, ন'য় পার্সেন্ট টু-মাচ মিষ্টার নুরুদ্দীন। আজকাল বাজার রেট হলো সাত পার্সেন্ট।

নুরুদ্দীন আমার জবাব শুনে হাসলেন। বললেন, জানি, বাজার রেট আমার জানা আছে। সাত পার্সেন্ট সুদ আর দুই পার্সেন্ট হলো আমার কমিশন।

: কমিশন? আমার এই প্রশ্নে শুধু কৌতূহল ছিলো না, বিস্ময়ের রেশও লেগে ছিলো।

: আজ্ঞা! এই যে আজ আপনার সঙ্গে মাদাম রুকশানার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলাম এর জন্যে কী আমি কমিশন দাবী করতে পারি নে? মাদাম রুকশানার সঙ্গে পরিচয় করা চাট্টিখানি কথা নয়। এই বেইরুটের বাজারে অনেকেই মাদাম রুকশানাকে জানবার জন্য লালায়িত হয়ে আছেন। না, তার দেহ-সৌন্দর্যের প্রলোভনে নয়। মাদাম রুকশানা যে-কোনো ব্যবসায়ীর জন্য একজন মূল্যবান কন্ট্রাক্টর। ওর মারফত আপনি সিরিয়াতে অনেক ব্যবসা করতে পারবেন। এবার বলুন আপনার সঙ্গে যে আজ মূল্যবান যোগাযোগ করিয়ে দিলাম এর জন্য দুই পার্সেন্ট কমিশন দাবী করা কী অন্যায়? না, ব্যবসার বাজারে, এই দুই পার্সেন্ট কমিশন খুব বেশী নয়?

জন এসে এবার আমাদের আলোচনায় যোগ দিলো। এতোক্ষণ সে পাশের ঘরে বসে হুইস্কি টানছিলো এবং ওয়েটারের সঙ্গে বসে গল্প করছিলো।

নুরুদ্দীন জনকে বললেন, ইউসুফ আব্বাস আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে রাজী আছেন। ঐ ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের লেটার অব ক্রেডিট ন'য় পার্সেন্ট সুদে আমাদের কাছে বিক্রী করবেন। আমার আর একটা প্রস্তাব আছে মিঃ ইউসুফ আব্বাস। ঐ ন'য় পার্সেন্ট সুদের পুরো টাকা আপনাকে ব্যাঙ্কে দিতে হবে না। ব্যাঙ্কের খাতায় লেখা থাকবে যে আমরা আপনাকে পাঁচ পার্সেন্টেই টাকা ধার দিচ্ছি। বাকী চার পার্সেন্ট সুদ আপনি আমার নামে লুসান ব্যাঙ্কে সুইজারল্যাণ্ডে

জমা দেবেন।

নুরুদ্দীনের প্রস্তাবে আমি বিস্মিত হলাম। লোকটা বলছে কী? ব্যাঙ্কের টাকা উনি আমাকে ধার দেবেন। আর সুদের আংশিক টাকা ওর পার্সোনাল এ্যাকাউণ্টে সুইজারল্যাণ্ডে জমা দেবো। এ যে প্রতারণা। কিন্তু যাক এই প্রতারণা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে কি লাভ? আমি ভগবান যীশু নই। ন্যায়, অন্যায় নিয়ে চিন্তা করে লাভ কি? আমি নুরুদ্দীনের প্রস্তাবে রাজী হলাম।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের শেষ ছিলো না। কারণ আমি নুরুদ্দীনের প্রস্তাবে সম্মতি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে নুরুদ্দীন বললেন, মিঃ ইউসুফ আব্বাস, এবার ডলার মার্কেটের কথা বলুন। আজ সকালে আপনি বলেছিলেন যে আপনি বিদেশী মুদ্রার ব্যবসা করেন। আপনার এই ব্যবসা কার মারফত করেন?

আমি এই প্রশ্নের জবাবের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। বললাম, বেলজিয়ামের ব্যাঙ্ক অ্য বেলজিকের মারফত আমি বিদেশী মুদ্রার ব্যবসা করি।

: বেশ, ডলারের ভবিষ্যৎ কী বলুন? ডলার কী কিনবো না বেচবো?

নুরুদ্দীন এই প্রশ্ন করে আমার মুখের দিকে তাকালেন।

: বর্তমান বাজারে ডলারের রেট কম, আমি জবাব দিলাম। কিন্তু আমার জবাব শেষ হবার আগেই জন বলে উঠলো, ডলারের দাম কমবে। ডলার নিয়ে আজকাল সবাই চিন্তা করছে।

: না। ডলারের রেট আর দু'দিনের জন্য কম থাকবে। তারপর বাড়বে। যদি জবাব বেচা-কেনা করে আপনি মুনাফা করতে চান আপনি তাহলে বেশ কিছু ডলার এখনই কিনে রাখুন।

জন আবার আমার কথার প্রতিবাদ করলো। বললো, মার্কেটের দাম বাড়ছে। ডলার মাসখানেক যাবৎ কম রেটে বিক্রী করা হবে।

কিন্তু নুরুদ্দীন আমার কথাকে সমর্থন করলেন। বললেন, আমি মিঃ ইউসুফের কথা বিশ্বাস করি। আজ ডলারের রেট কম আছে। কিন্তু দু-একদিনের মধ্যে ডলারের দাম বাড়বে। আমাদের এই ডলারের দাম কমা ও বাড়তির সুযোগ নিতে হবে। জন, আমি কুড়ি মিলিয়ন ডলার কম দামে কিনতে চাই। বাজারের রেট বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই ডলার বিক্রী করে দেবো।

: কুড়ি মিলিয়ন ডলার! জন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়ে বিষম খেলো!

: হ্যাঁ, জন, বাহাউদ্দীনকে দশ মিলিয়ন ডলার ধার দিয়ে আমি সেই ডলারের মুনাফা থেকে ওকে এই টাকা ধার দিতে চাই।

জন কোনো কথা বললো না। কিন্তু তার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলাম যে, নুরুদ্দীনের প্রস্তাবে সে একটুও খুশি হয় নি। নুরুদ্দীন কি জানে যে তিনি

আগুন নিয়ে খেলা করছেন। জন এবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক আমাদের কাছে পঞ্চাশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড ডিপোজিট চাইছেন। বলছেন প্রতি ব্যাঙ্কের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে কিছু টাকা জমা রাখতে হবে। আমাদের ডিপোজিট মাত্র দশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড। এই অল্প টাকায় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তারা একেবারেই সন্তুষ্ট নন। ওরা আমাদের কাছ থেকে আরো বেশী টাকা ডিপোজিট চাইছেন।

জনের কথা শুনে নুরুদ্দীন বিরক্তি প্রকাশ করলেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে তার অহি-নকুল সম্পর্ক। অনেকদিন ধরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তারা তাকে ব্যাঙ্কের গদী থেকে সরাবার চেষ্টা করছে। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ ধোপে টেকে নি! এবার অভিযোগের পরিবর্তে তাকে নাস্তানাবুদ করবার জন্য ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তারা জানেন যে আমার ব্যাঙ্কের লিকুইড ক্যাশের টানাটানি চলছে। এই লিকুইড ক্যাশের অভাবের সুযোগ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তারা নিতে চান। কিন্তু নুরুদ্দীন তাদের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবেন।

নরুদ্দীন হেসে জবাব দিলেন, জন, আমার ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তি একশো মিলিয়ন ডলার। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মোট ডিপোজিট প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড! এই আড়াইশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড মানে প্রায় নব্বুই মিলিয়ন ডলার। হ্যাঁ, জন অবাক হয়ো না। আমার ব্যাঙ্কের সম্পত্তি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের চাইতে বেশী। আমি যদি সিরিয়ার গম ইরানের কাছে বিক্রী করতে পারি এবং এই বিদেশী মুদ্রা বেচা-কেনাতে সাকসেসফুল হই, তাহলে আমি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে উপেক্ষা করবো। আসল কথা কি জানো জন, ঐ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিস আমার শত্রু। উনি ব্যাঙ্কের গভর্ণর হবার আগে আমার কাছে ওর সুগার মিলের জন্য পাঁচ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড ওভার ড্রাফট চেয়েছিলেন। আমি ঐ টাকাটা ওকে ধার দিই নি। তাই আমার উপর ওর রাগ। রাগের আর একটা কারণ আছে। সেদিন পার্টিতে আমার বউ আর মেয়ে দুটো নতুন ডায়মণ্ডের ব্রেসলেট পরে গিয়েছিলো। ঐ ডায়মণ্ড দেখে ইদ্রিসের বউ-এর বড্ডো হিংসে হয়। সেদিন থেকে ঐ লোকটা আমাকে অপদস্থ করবার চেষ্টা করছে। একবার আমার সিরিয়ার গম কেনা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে ঐ ইদ্রিস ব্যাটাকে আমি ঐ গভর্ণরের পদ থেকে হটাবো।

জন নুরুদ্দীনের কথা শুনে মৃদু হাসলো। নুরুদ্দীন শুধু ক্ষমতাশালী বিত্তবান ব্যাঙ্কার নয়। তিনি যদি কাউকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে সহজেই তাকে

ধ্বংস করতে পারেন।

জন আবার বললো, আর একটা খবর আমি পেয়েছি। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের এ্যাকাউন্ট থেকে বেশ মোটা অঙ্কের টাকা আমাদের ব্যাঙ্ক থেকে তোলা হচ্ছে। আর এই টাকাটা অর্গানাইজেশনের ট্রেজারার তার নিজের নামে সুইজারল্যাণ্ডে ট্রান্সফার করছেন।

আবার শয়তানের হাসির রেখা দেখা দিলো নুরুদ্দীনের ঠোঁটে। তিনি বিদ্রূপ করে বললেন, স্কাউণ্ড্রেল! যখন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের অর্থের প্রয়োজন ছিলো তখন আমি ওদের প্রচুর টাকা ওভার ড্রাফট দিয়েছিলাম। আজ আমার দুঃসময়ে ওরা আমাকে নাজেহাল করবার চেষ্টা করছে।

: কিন্তু ট্রেজারার নিজের নামে পার্টির হয়ে ট্রান্সফার করছেন এই কথা যদি পার্টির অন্যান্য মেম্বারদের জানাই তাহলে এই ট্রান্সফার হয়তো বন্ধ হবে।

নুরুদ্দীন জনের কথা শুনে মৃদু হাসলেন। বললেন, না, মনে রেখো এই ট্রেজারার প্রেসিডেন্ট নাসেরের ডান হাত। ওকে চটালে নাসের আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন। শুধু তাই নয়। আমি খবর পেয়েছি যে, দু-একমাসের মধ্যে পিকিং সরকার প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনকে দশ মিলিয়ন ডলার দেবে। আমি পিকিং সরকারের এই ডলার ড্রাফট আমার ব্যাঙ্কে জমা রাখতে চাই। কিছুদিনের জন্য যদি এই টাকাটা পাই তাহলে আমার আর্থিক সমস্যার সমাধান হবে।

: যাক এ নিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। জন, তুমি কাল সকালে কুড়ি মিলিয়ন ডলার জুরিখের বাজার থেকে কিনবে। আমাদের বন্ধু মিঃ ইউসুফ আব্বাসকে ন্যুইয়র্ক ব্যাঙ্কের লেটার অব ক্রেডিটের পরিবর্তে তিন মিলিয়ন ডলার ধার দেবে। ন'য় পার্সেণ্ট সুদ। এর মধ্যে চার পার্সেণ্ট সুদ আমার নামে লুসান ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্টে জমা হবে। আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। ওখানে শেখ আবদুল হামিদের সঙ্গে নতুন এ্যাকাউণ্ট খোলা নিয়ে কথা বলতে হবে।

: জন, তোমার সেই সুন্দরী অপ্সরা মেয়েটি কোথায় থাকে? আমি আবদুল হামিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো।

: ইজ-সী-এ-বিউটি? কী নাম তার? মাগদা···। যাই মাগদাকে নিয়ে আবদুল হামিদের ফ্লাটে যাই। জন ব্যাঙ্কিং ইজ এ ডিফিকাণ্ট বিজনেস।

এই বলে নুরুদ্দীন চলে গেলেন। আমি হোটেলে ফিরে এলাম।

জন হুইস্কির গ্লাস নিয়ে ইভস্ ক্লাবে বসে রইলেন।

হোটেলে এসে ঘড়ির দিকে তাকালাম। প্রায় আটটা।

দশটার সময় রুকশানার সঙ্গে আমাকে কাসিনোতে রুলেট খেলতে যেতে হবে। এখনও হাতে দু'ঘণ্টা সময় আছে। আমি আবার তেলআভিভের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করলাম।

: লন চ্যানী ফ্রম পাপাজান।

আজ বিকেলে সৈয়দ মুস্তাফার বউ মাদাম রুকশানার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই পরিচয়ের জন্য নুরুদ্দীনকে দুই পার্সেন্ট কমিশন দিতে হবে। নুরুদ্দীন আমাকে তিন মিলিয়ন ডলার দিতে রাজী হয়েছেন। নয় পার্সেন্ট সুদ। এর মধ্যে চার পার্সেন্ট নুরুদ্দীনের নামে লুসান ব্যাঙ্কে পার্সোনাল এ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। আমান ব্যাঙ্কের লিকুইড ক্যাশের টানাটানি চলছে। নুরুদ্দীন কাল জুরিখের বাজার থেকে কুড়ি মিলিয়ন ডলার কিনছেন। এই ডলার থেকে তিনি মোটা মুনাফা করতে চান। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক নুরুদ্দীনের কাছ থেকে পঞ্চাশ লেবানীজ পাউণ্ড ধার চেয়েছেন। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিসের সঙ্গে নুরুদ্দীনের ঝগড়া আছে। ওদের বউদের মধ্যে ঝগড়া। মাদাম রুকশানা আজ কাসিনোতে রুলেট খেলতে যাবেন। আমি ওর সঙ্গে কাসিনোতে যাচ্ছি।

এই খবর পাঠাবার খানিক বাদেই লন চ্যানী আমাকে খবর পাঠালেন, পাপাজান ফ্রম লন চ্যানী। ইসার হেরেল তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছেন। বেষ্টলাক্ পাপাজান।

আমি এই খবর পেয়ে খুশি হলাম। গত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি নুরুদ্দীনের কাছ থেকে অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করেছিলাম। এবার আমার মাদাম রুকশানার কাছ থেকে গোপনীয় খবর সংগ্রহ করতেই হবে। মস্কো কি ধরনের রাডার দামাস্কাসের কাছে বিক্রী করছেন। এছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র কি দামে বিক্রী করা হচ্ছে—এই খবর আমার দরকার। অবশ্যি খবর সংগ্রহ করতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হলো না।

রাত দশটার সময় আমি হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় মাদাম রুকশানা এলেন।

মাদাম রুকশানা নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। আমি গাড়ীর দরজা খুলে মাদাম রুকশানার পাশে গিয়ে বসলাম। দামী সেন্টের গন্ধে গাড়ী ভরপুর। আমি মাদাম রুকশানার দিকে প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে তাকালাম।

চোখে সুর্মা মেখেছেন মাদাম রুকশানা। আর চুলের বিন্যাস এমন করে

করেছেন যে আজ তাকে দেখলেই মনে হবে যে মাদাম রুকশানা একেবারে ষোড়শী তন্বী নব-যৌবনা-সুন্দরী। না! মাদাম রুকশানার পরপুরুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে।

আজ আমি মাদাম রুকশানার প্রেমে পড়লাম। কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলে গেলাম যে এই সুন্দরী মহিলার কাছ থেকেই আমাকে আরো অনেক মূল্যবান খবর সংগ্রহ করতে হবে।

গাড়ী চালাবার সময় মাদাম রুকশানা অনেক কথা বললেন। আমি মাদাম রুকশানার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম। হয়তো মাদাম রুকশানা আমার চোখে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি দেখতে পেলেন। মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছো ইউসুফ ?

: আপনি ভারী সুন্দরী। আজ আপনাকে দেখলে মনে হবে আপনার বিয়েই হয় নি।

মাদাম রুকশানা আমার এই স্তুতিবাক্যে সন্তুষ্ট হলেন!

বললেন, তোমার প্রশংসার জন্য ধন্যবাদ ইউসুফ। আমার মনে হয় আমি তোমার সঙ্গে বিজনেস করতে পারবো। আমার কাছে এসো ইউসুফ।

আমি মাদাম রুকশানার কাছে ঘেঁসে বসলাম।

: ইউ আর ডার্লিং ইউসুফ। তুমি যে আরব একথা আমার বিশ্বাস করতেই ইচ্ছে করে না। আরবদের মন ভারী জটিল। পেট ভর্তি হিংসে।

: আমি আরব কিন্তু আজ অবধি জীবন কেটেছে বিদেশে জবাব দিলাম।

: জানি। সেইজন্যেই তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করেছি। ইউসুফ, আমার শত্রুর অভাব নেই। সবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কেন জানো? কারণ আমি হলাম ধনী-সুন্দরী। আমি জীবন উপভোগ করতে জানি। এছাড়া সিরিয়ার বড়ো কর্তারা আমার বন্ধু। কিন্তু দামাস্কাসে একদল আছেন যাঁরা আমার সর্বনাশ করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বাজারে বলে বেড়াচ্ছেন আমি হলাম আমেরিকান স্পাই। আমি আমেরিকান স্পাই হতে যাবো কোন দুঃখে? আমার কি টাকার অভাব আছে! আমার অঢেল টাকা। সিরিয়ার সঙ্গে কেউ কোনো ব্যবসা করতে হলেই আমার সঙ্গে তাকে যোগাযোগ করতেই হবে। আমার সুপারিশ ছাড়া কোনো ব্যবসাই সিরিয়ার সঙ্গে করা সম্ভব নয়। তুমি কি ভাবছো? এই কমিশনের লাভ আমি একা ভোগ করি। অসম্ভব। আমার লাভের বখরা প্রতি মন্ত্রীকে দিই, বাথ পার্টির ফাণ্ডে চাঁদা দিই। এই সব দেনাপত্র মিটিয়ে যা থাকে সেই টাকা আমার। আমার লাভের অংশ প্রায় মাসে পাঁচ মিলিয়ন সিরিয়ান পাউণ্ড।

মানে এক মিলিয়ন ডলার।

: এক মিলিয়ন ডলার! আমি এই কথা শুনে গাড়ীতে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। সত্যিই! মাদাম রুকশানা যে প্রতিমাসে এক মিলিয়ন ডলার মুনাফা করেন, এই কথা আমাকে তখন অবাক করেছিলো।

আমি কোনো জবাব দেওয়ার আগেই মাদাম রুকশানা আবার বললেন, আমার সঙ্গে ব্যবসা করলে লাভ হবে। আমার লাভের বখরা থেকে তোমাকে একটা মোটা অংশ দেবো। বুঝলে, শুধু আমার কথানুযায়ী কাজ করো।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, আপনার নির্দেশানুসারেই কাজ করবো। শুধু আপনাকে বলতে হবে আমাকে কি করতে হবে।

: একটা কথা মনে রেখো ইউসুফ! সিরিয়াতে আমার সব চাইতে বড়ো শত্রু হলো জেনারেল রমাদান। আর জেনারেল রমাদান হলেন সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স বিভাগের বড়ো কর্তা। আমি হলাম ভদ্রলোকের দু'চোখের বিষ। উনি আমার নামে অনেক কুৎসা রটিয়ে বেড়ান। ওর লোক সদা সর্বদাই আমার পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জানতে চাইছে আমি কি করছি? ঐ ভদ্রলোকের দুর্বলতা কি জানো? না, মেয়েদের প্রতি তার কোনো আসক্তি নেই। ওর চরিত্রের বদভ্যাস ঠিক তার বিপরীত।

কথা বলতে বলতে আমরা কাসিনোতে এসে পৌঁছুলাম। হয়তো মাদাম রুকশানা আমাকে জেনারেল রমাদান সম্বন্ধে আরো কিছু বলতেন, কিন্তু আজ বলবার কোন সুযোগ পেলেন না।

আমরা রুলেট ঘরে ঢুকে ব্যাঙ্ক থেকে প্রচুর টাকার চীপস্ কিনলাম। মাদাম রুকশানা পঞ্চাশ হাজার লেবানীজ পাউণ্ডের চীপস্ কিনলেন। আমি কিনলাম দুই হাজার লেবানীজ পাউণ্ড। আজ রুলেট টেবিলে বেশ উত্তেজনা ছিলো। অনেক মোটা টাকার খেলা হচ্ছিলো।

আমি হুঁশীয়ারী খেলোয়াড়। আমার সতর্ক হয়ে খেলবার বিশেষ কারণ ছিলো। রুলেট টেবিলে টাকা ঢেলে আমি কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইনে। আমার স্পাই স্কুলের শিক্ষক আমাকে বলেছিলেন, পাপাজান. জনসাধারণের দৃষ্টি যেন তোমার উপর না পড়ে। তাহলে লোকে তোমাকে নিয়ে নানা কথা বলবে। প্রশ্ন করবে, হাজার কথা জানতে চাইবে। তুমি কে এবং কী তোমার পেশা? এতো টাকা তুমি কোথায় পেলে? এইসব প্রশ্নের কৌতূহল তোমার সর্বনাশ করবে।

মাদাম রুকশানা প্রতি খেলাতে বেশ মোটা টাকা হারছিলেন। আমি টাকা জিতছিলাম, এক ঘন্টার মধ্যে মাদাম রুকশানার চীপস্ শেষ হয়ে গেলো।

আমি হিসেব করে দেখলাম আমি দশ হাজার লেবানীজ পাউণ্ড জিতেছি।

খেলাতে এতো টাকা হারবার পর মাদাম রুকশানা উত্তেজিত হলেন। তাঁর খেলার নেশা যেন বাড়লো। উনি রুলেট টেবিল থেকে সরে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাছে টাকা আছে ইউসুফ?

আমাকে নুরুদ্দীন বলেছিলেন যে আজকের কাসিনোতে মাদাম রুকশানাকে টাকা দিতে হবে। মাদাম রুকশানা যে রুলেট খেলায় হারবেন, একথা যেন নুরুদ্দীনের জানা ছিলো। তাই তিনি মাদাম রুকশানার সঙ্গে কাসিনোতে আসেন না। হয়তো মাদাম রুকশানাকে টাকা ধার দেবার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না।

আমি ব্যাঙ্ক থেকে দশ হাজার ডলার ক্যাশ করলাম। এই টাকা মাদাম রুকশানাকে দিলাম। আবার দ্রুতবেগে খেলা চললো। কিন্তু রুকশানার ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না।

রাত তিনটের সময় মাদাম রুকশানা রুলেট টেবিল থেকে উঠে চলে এলেন। তাঁর হাতে তখন পুঁজি ছিলো মাত্র দশ লেবানীজ পাউণ্ড।

আমি রুলেট ঘরের বারে বসে হুইস্কি খাচ্ছিলাম।

মাদাম রুকশানা বারের কাছে এসে ওয়েটারকে বললেন, ডবল ব্রাণ্ডি।

আমি এবার মাদাম রুকশানার মনের উত্তেজনা বুঝতে পারলাম। আমার মনে হলো সামান্য ব্রাণ্ডি গলায় ঢেলে মাদাম রুকশানা তাঁর দেহ-মনের উত্তেজনা মেটাতে পারবেন না। এই উত্তেজনা মেটাতে তার আরো কড়া ওষুধ চাই। আর সেই ওষুধ হলাম—আমি।

দু'তিনটে ব্রাণ্ডি গলায় ঢেলে দিয়ে মাদাম রুকশানা আমাকে বললেন, ব্যাড লাক্ ইউসুফ। গতকাল আমি একশো হাজার পাউণ্ড জিতেছিলাম।

: আমি খুবই মৃদুস্বরে মাদাম রুকশানাকে জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ী যাবেন?

: বাড়ী? খুব অন্যমনস্ক হয়ে মাদাম রুকশানা জবাব দিলেন। হ্যাঁ চলো। বাড়ী ফিরে যাওয়া যাক। রাত ক'টা বেজেছে? তিনটে। লেট আস গো হোম। না, ইউসুফ বাড়ী নয়, অন্য কোথাও যাওয়া যাক। আমি ক্ষুধার্ত।

: তা হলে চলুন রেস্তোরাঁয় বসে কিছু খাওয়া যাক। আমি ভাবলাম আমার জবাবে মাদাম রুকশানা সন্তুষ্ট হবেন।

মাদাম রুকশানা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ ইউসুফ। প্রেম জিনিষটি যে কি, তুমি জানোই না। আমি পেটের খিদের কথা বলছি নে। আমার দেহের খিদের কথাই বলছি। এই দেহের খিদে মেটাতে হলে আমাকে আজ কারো শয্যাসঙ্গিনী হতে হবে।

আমি এবার মাদাম রুকশানার মনের কথা বুঝতে পারলাম।

আমার স্পাই স্কুলের শিক্ষক বলেছিলেন, পাপাজান, কোনো মেয়ের কাছ থেকে যদি কোনো মূল্যবান খবর বার করতে চাও, তাহলে এই খবর জানবার সবচাইতে উৎকৃষ্ট সময় হলো প্রেম করবার সময়। ঐ সময়ে চুমু খাবার ফিকিরে, কিংবা যখন তুমি তার ব্লাউজের বোতাম খুলবে তখন তুমি তোমার প্রশ্ন করবে। ঐ মেয়ে দেহের উত্তেজনায় পাগল হয়ে থাকবেন এবং তোমার কথার জবাব দেবেন। হ্যাঁ, মেয়েদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মুহূর্তে তুমি ওদের পেটের খবর বার করবে।

কাসিনো থেকে আমরা বেইরুটের পথে রওনা হলাম। বেশ নির্জন রাস্তা, তার পাশেই সমুদ্র। দূর থেকে ঢেউয়ের গর্জন ভেসে আসছে। গাড়ী চালাবার সময় মাদাম রুকশানা কোনো কথা বললেন না। শুধু দু' একবার প্রলুব্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালেন। ক্ষুধার্ত পশুর দৃষ্টি ছিলো তার চোখে-মুখে।

শহরে পৌছুবার খানিক আগে মাদাম রুকশানা এক কাণ্ড করে বসলেন। গাড়ীটা সমুদ্রের আরো কাছে নিয়ে গেলেন। তারপর তিনি রাস্তা ছেড়ে বালির উপর দিয়ে গাড়ী চালাতে লাগলেন। হঠাৎ খানিকটা দূরে এসে মাদাম রুকশানা গাড়ী থামালেন। তারপর আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন।

এই সমস্ত ঘটনা কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো। মোট ব্যাপারটি আঁচ করে নিতে আমার খানিকটা সময় নিলো বটে, কিন্তু যখন মাদাম রুকশানার অভিসন্ধি টের পেলাম তখন আমিও ক্ষুধার্ত। পশু হয়ে উঠেছি। আমি সময় এবং সুযোগের অপব্যবহার করলাম না।

কিন্তু আজ আমার মাদাম রুকশানার সঙ্গে প্রেম করবার একটা গৌণ উদ্দেশ্য ছিলো। দামাস্কাস যাবার আগে আমার কয়েকটি মূল্যবান খবর সংগ্রহ করবার প্রয়োজন ছিলো। আজ এই খবর লন চ্যানীর বিশেষ দরকার।

ঃ রাশিয়া সিরিয়াকে কী ধরনের অস্ত্র দিচ্ছে। নতুন রাডার যন্ত্র সিরিয়ার কোন অঞ্চলে বসানো হবে? দামাস্কাস কি কায়রোর সঙ্গে ফ্রেণ্ডসীপ করবে?

আমার আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে বাদাম রুকশানা যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন। আমাকে তিনি আরো জোরে আঁকড়ে ধরলেন। আমি আমার ঠোঁট তার ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেলাম।

মৃদুস্বরে মাদাম রুকশানা বললেন, আরো কাছে এসো।

আমি মুখটি আরো কাছে নিয়ে গেলাম। মাদাম রুকশানা তার ঠোঁটটি আমার ঠোঁটের উপর ঘষতে লাগলেন। বুঝতে পারলাম যে, মাদাম রুকশানা খুবই উত্তেজিত হয়েছেন এবং এবার আমার খবর সংগ্রহ করবার সুযোগ এসেছে।

আমি মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, রুকশানা।

মাদাম রুকশানা আমার মৃদু প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না, শুধু অস্ফুট স্বরে বললেন,—কি ?

: রুকশানা ?

মাথা নেড়ে মাদাম রুকশানা বললেন, বিরক্ত কোরো না।

আমার কণ্ঠস্বর আরো দৃঢ় হলো, রুকশানা।

আমার মনে পড়লো আমার স্পাই স্কুলের শিক্ষকের কথা। পাপাজান, মনে রেখো যখন মেয়েরা যৌন-আকাঙ্ক্ষায় পাগল হয়ে ওঠে তখন তুমি তাদের কাছ থেকে যে-কোনো মূল্যবান খবর বার করতে পারবে। এই সময়ে নিজেদের দেহ তৃপ্তি মেটাবার জন্য তাঁরা যে কোনো স্বার্থ ত্যাগ করতে পারবেন। প্রেমের সময় তাঁরা বড়ো দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তুমি সেই দুর্বলতার সুযোগ নেবে।

: প্রেমের সময় মেয়েরা বড়ো দুর্বল হয় এবং তুমি এই দুর্বলতার সুযোগ নেবে।

শিক্ষকের এই কথা বার বার আমার মনে পড়তে লাগল।

আমি আবার মৃদুস্বরে ডাকলাম, রুকশানা।

আধো আধো কণ্ঠস্বরে মাদাম রুকশানা জবাব দিলেন, কি ?

আমি আর একবার ঠোঁটটি মাদাম রুকশানার মুখের উপর রাখলাম।

: রুকশানা আমি একটি খবর চাই।

: কী খবর ? মাদাম রুকশানার কণ্ঠস্বর আনন্দে ভেজানো ছিলো।

: মস্কো কি ধরনের রাডার দামাস্কাসকে দিচ্ছেন ?

মাদাম রুকশানা আমার প্রশ্ন শুনে যেন পাগল হয়ে উঠলেন। আমাকে খুব জোরে আঁকড়ে ধরে বললেন, আমি রাডার চাইনে—চুমু চাই।

আমি নাছোড়বান্দা। এমন সুযোগ হয়তো আর আমি পাবো না। মাদাম রুকশানা যেটুকু মূল্যবান খবর জানেন, সেই খবর আমাকে বার করতেই হবে। কিন্তু মাদাম রুকশানাকে তুষ্ট করবার জন্য আবার আমাকে চুমু খেতে হলো। আমি বললুম, রাডার।

: চুমু খেতে খেতে মাদাম রুকশানা পাগলের মতো প্রশ্ন করলেন—রাডার কি ?

: রাডার কি আমি জানি নে—মাদাম রুকশানা এবার তার দেহ এলিয়ে দিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কয়টি রাডার মস্কো দিচ্ছেন ? আবার চুমু খাবার ফাঁকে জবাব এলো। রাডার কি আমি জানি নে।

: আমি জিজ্ঞেস করলাম। এই রাডারের বেচা-কেনা ব্যাপার নিয়ে আপনার স্বামী সৈয়দ মুস্তাফার কাছে নিশ্চয়ই কোনো টপসিক্রেট ফাইল এসেছে। নিশ্চয়ই আপনি সেই ফাইল দেখেছেন?

এই একটা মস্ত বড়ো ভুল করলাম। কারণ সৈয়দ মুস্তাফার নাম শোনবার সঙ্গে সঙ্গে মাদাম রুকশানা যেন তার জ্ঞান ফিরে পেলেন। আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলেন। বললেন, ফরগেট দ্যাট ষ্টুপিড্ ম্যান। আমার কাছে ওর নাম উচ্চারণ কোরো না।

মাদাম রুকশানার ধমক শুনে আমি চমকে উঠলাম। কি বলছেন মাদাম?

: ফরগেট দ্যাট ষ্টুপিড্ ম্যান।

নিজের স্বামী সৈয়দ মুস্তাফাকে ষ্টুপিড্ ম্যান বলছেন কেন? তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো বনিবনা নেই। অবশ্যি এই ধরনের একটা কানাঘুষো আমি তেলআভিতে শুনেছিলাম বটে কিন্তু আমাকে মাদাম রুকশানা আজ নিজে বললেন যে, তিনি তাঁর স্বামীকে ভালোবাসেন না। এমন কি তাঁর স্বামীর নাম পর্যন্ত শুনতে তিনি প্রস্তুত নন।

আমাকে আবার জড়িয়ে ধরে মাদাম রুকশানা শান্ত গলায় বললেন, ইউসুফ আমি তোমাকে চাই। আমার স্বামীর কথা বোলো না। আর রাডারের খবর নিয়ে তুমি কি করবে?

আমি বললাম, আমি ব্যবসায়ী রুকশানা। ঐ রাডার সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বসাবার কণ্ট্রাক্ট আমি চাই।

: রাডার কি আমি জানি নে। মস্কোর কাছ থেকে দামাস্কাস সরকার কি পাচ্ছেন এ খবরও আমার জানা নেই।

: আমার এই খবর দরকার। আমি এই কণ্ট্রাক্ট চাই। আমি জোর গলায় বললাম।

মাদাম রুকশানা আবার উঠে বসলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইউসুফ তুমি এমন ভাবে আমাকে প্রশ্ন করছো যে, তোমার কথা শুনলে মনে হয় তুমি ইস্রাইলী স্পাই।

আমি রুকশানার কথা শুনে চমকে উঠলাম। তাহলে আমার প্রশ্ন এবং কৌতূহল শুনে মাদাম রুকশানা কী সন্দেহ করেছেন? না। ওর মনের সংশয় দূর করতে হবে।

আমি আর দেরী করলাম না। এবার মাদাম রুকশানার বডিজের জীপটা একটানে খুলে দিলাম। তারপর অর্ধনগ্না মাদাম রুকশানাকে জড়িয়ে……।

মাদাম রুকশানা গভীর আনন্দের সঙ্গে বললেন, ইউসুফ তুমি রাগ কোরো

না। আমি ঠাট্টা কোরে তোমাকে ইস্রাইলী স্পাই বলেছি। আমি রাডারের কোনো খবর রাখি না। তবে তুমি দামাস্কাসে এসে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। আমি তোমাকে এই খবর যোগাড় করে দেবো। আর ঐ রাডার বসাবার কণ্ট্রাক্ট যদি তুমি পাও, তাহলে আমাকে কিন্তু মোটা কমিশন দিতে হবে।

আমি রুকশানাকে গভীরভাবে চুমু খেলাম। বললাম, ডার্লিং তুমি এই খবরের পরিবর্তে যা চাইবে তাই পাবে।

: মাদাম রুকশানা বললেন, আমি তোমাকে চাই ইউসুফ।

এতোক্ষণ আমার দু'জনে গাড়ীতে বসে আপন মনে প্রেম করছিলাম। বাইরের দিকে তাকাই নি। তাকাবার সুযোগও পাই নি। হঠাৎ আমার মনে হলো দূর রাস্তা থেকে যেন এক গাড়ীর হেডলাইট দেখতে পেলাম। খুবই ছোট হেডলাইট। প্রথমে ভেবেছিলাম গাড়ীটি বড়ো রাস্তা দিয়ে শহরে যাচ্ছে। কিন্তু পরে দেখতে পেলাম হেডলাইটটি ক্রমেই বড়ো আর উজ্জ্বল হচ্ছে। আমার মনে হলো এই গাড়ীটি যেন আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

আমি এবার তৈরী হলাম। মাদাম রুকশানাকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে তার ব্লাউজের জীপটি টেনে দিলাম।

আমাকে ব্যস্ত হয়ে উঠতে দেখে মাদাম রুকশানা অবাক হলেন। কী ব্যাপার? আমি উঠে বসলাম কেন? কী ব্যাপার?

আমি খুব নীচু গলায় বললাম, রুকশানা আমাদের দিকে একটি গাড়ী এগিয়ে আসছে। মাদাম রুকশানা এবার নিজের ব্লাউজ সামলে নিয়ে উঠে বসলেন এবং দূরের গাড়ীটির দিকে তাকালেন। হ্যাঁ, একটি গাড়ী আমাদের দিকে লক্ষ্য করেই এগিয়ে আসছে। গাড়ীর হেডলাইট ক্রমেই উজ্জ্বল হচ্ছে।

আমি আবার বললাম, পুলিশের গাড়ী।

মাদাম রুকশানা কী যেন ভাবলেন। তারপর বললো, না, ইউসুফ পুলিশের গাড়ী নয়। এ হলো শয়তান জেনারেল রমাদানের কোনো চেলার গাড়ী। আমি যেখানেই যাই ওর চর আমার পেছনে ছোটে। চলো, আর এখানে দেরী করা উচিত হবে না।

এই কথা বলে মাদাম রুকশানা গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন।

বালীর মধ্যে দিয়ে দুটো গাড়ী চলতে লাগলো। মাদাম রুকশানা একবার গাড়ীতে স্পীড দিলেন।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা বড়ো রাস্তায় এসে পৌঁছুলাম।

আমাদের পেছনের গাড়ীটি বড়ো রাস্তায় এলো।

তারপর মাদাম রুকশানা গাড়ীর এক্সিলেটার আরো জোরে চেপে ধরলেন।

গাড়ী হাওয়ার মতো ছুটে চললো।

পেছনের গাড়ীটি তার স্পীড বাড়ালো। কিন্তু শহরের সমস্ত অলিগলি যেন মাদাম রুকশানার মুখস্থ ছিলো। তিনি শহরে ঢুকেই একটি ছোট গলিতে ঢুকে গেলেন। পেছনের গাড়ীটি আমাদের দেখতে পেলো না। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সেদিনকার রাত্রের কথা আমি ভুলিনি।

পরের দিন আমি আবার লন চ্যানীর সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করলাম এবং গত রাত্রির পুরো খবর লন চ্যানীকে দিলাম। বললাম, কাল দামাস্কাসে যাচ্ছি। এবার দামাস্কাস থেকে তোমাদের কাছে খবর পাঠাবো।

লন চ্যানী আমাকে সতর্ক হয়ে কাজ করতে বললেন। আরো বললেন, জেনারেল রমাদানকে যেন এড়িয়ে চলি। এই ধূর্ত লোকটি যে কখন আমাকে কামড়াবে বলা যায় না।

দামাস্কাসের দিকে রওনা হবার আগে আমি একবার নুরুদ্দীনকে টেলিফোন করলাম।

আমার গলার স্বর শুনে নুরুদ্দীন খুব খুশি হলেন। বললেন, ইউসুফ, আজ আপনার কথাই আমি বার বার মনে করেছিলাম। আপনি ঠিকই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। ডলারের দাম বেড়েছে। আমি এবার প্রায় তিন মিলিয়ন ডলার মুনাফা করেছি। এবার আমি মার্ক কিনবো।

: না মিঃ নুরুদ্দীন, আপনি আবার সাতদিন বাদে ডলার কিনতে শুরু করবেন। দাম কম। প্রায় একমাস বাদে ঐ ডলার বিক্রী করে দেবেন। তখন দাম বাড়বে। নুরুদ্দীন একটু মৃদু প্রতিবাদের গলায় বললেন, কিন্তু জন বলছিলো…

আমি হেসে বললাম, মাপ করবেন মিঃ নুরুদ্দীন। আপনার চেলা জন ফরেইন এক্সচেঞ্জ মার্কেটের কোনো খবরা-খবরই রাখে না। আজ আমি আমার বেলজিয়াম ব্যাঙ্কার ব্যাঙ্ক দ্য বেলজিককে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার কিনতে বলেছি। সাতদিন বাদে ঐ ডলার কিনতে শুরু করবে। আপনিও ডলার কিনতে শুরু করুন।

আপনিই ঠিক বলেছেন। আমি এবার পনেরো মিলিয়ন ডলার কিনবো।

আমি নুরুদ্দীনের জবাব শুনে মনে মনে হাসলাম!

নুরুদ্দীন কি টের পেয়েছেন যে, তাকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে আমি কি বিরাট জাল পেতেছি।

আমি টেলিফোন ছেড়ে ছিলাম।

তারপর দামাস্কাসে এলাম।

আজ দামাস্কাসের ইমিগ্রেশন অফিস থেকে বেরিয়ে আমি অতীতের এইসব স্মৃতি রোমন্থন করছিলাম। আজ আমার মণ্ডল শহরের কথা মনে পড়লো। তারপর ভাবলাম বাগদাদের বাল্যজীবনের কথা। আমি পাশপোর্ট জাল করতাম। বাগদাদ থেকে পালিয়ে সাইপ্রাসে এলাম। তারপর আমার ঠাঁই হলো তেলআভিভে।

জীবনের কি বিচিত্র রহস্য। কোথায় ছিলাম। আর আজ কোথায় এলাম।

তারপর গেলাম বুয়েনাস আয়ারসে এবং সেখান থেকে দামাস্কাসে।

আজ এই শহরে কেউ আমার অতীতের জীবনীর কথা জানে না। কেউ আমাকে বলতে পারবে না যে আমি হলাম ইস্রাইলী স্পাই। আমি এই সিরিয়া শহর থেকে গোপন খবর চুরি করতে এসেছি। আমার একটি প্রধান কাজ হলো এই মধ্যপ্রাচ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা।

জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করতে হবে। সাধারণ খুন নয়। তাকে মৃত্যুর পথে টেনে নিয়ে যেতে হবে। আমান ব্যাঙ্কে আর্থিক গোলযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ইমিগ্রেশন অফিস থেকে দামাস্কাস শহর প্রায় কুড়ি মাইল। এই দূরত্ব অতিক্রম করতে আমার প্রায় আধঘণ্টা লাগলো। এই সময়টা আমি বসে বসে আমার কাজকর্মের প্ল্যান করতে লাগলাম।

আমার কাজকর্মের প্ল্যান এমন নিখুঁত হবে যেন ইসার হেরেল আমার কাজকর্মের তারিফ করেন এবং স্পাই জগতের ইতিহাসে অপারেশন সিক্রেট এজেন্ট এবং ডবল এক্স পাপাজানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে।

দামাস্কাস।

আমি যখন শহরে গিয়ে পৌঁছুলুম তখন রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠেছে। কিন্তু রাস্তার ভীড় কমে নি। 'মাতাহাম' (রেস্তোরাঁ) লোকজনে গিস্‌গিস্‌ করছে। বুড়োর দল রাস্তার উপর চেয়ার টেবিল পেতে পাশা খেলছে আর নারগিলে খাচ্ছে।

আমি ঠিক করেছিলুম যে ভালো বাড়ী না পাওয়া পর্যন্ত 'সেমিরামিস' হোটেলে থাকবো।

শহরের মধ্যিখানেই 'সেমিরামিস' হোটেল। পুরানো তবু এর আভিজাত্য,

নাম-ডাক আছে। রিসেপশন কাউন্টারে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলুম।

ইউসুফ আব্বাস?

'রিসেপশনিষ্ট' আমার মুখের পানে তাকালো। আমার মনে হলো তার এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ছিলো সন্দেহের রেশ। ইউসুফ আব্বাস? কোন দেশের? কী তার পরিচয়? আমি পকেট থেকে তিন সিরিয়ান লিরা বের করে দিয়ে বললুম, সিঙ্গল রুম চাই। সঙ্গে স্নানের ঘর যেন থাকে।

: আপনি লেবানীজ? রিসেপশনিষ্ট তার পকেটে তিনটি লিরা ভরে আমাকে প্রশ্ন করলো।

: সিরিয়ান! এই বলে আমি পাশপোর্টটি রিসেপশনিষ্টের কাউন্টারের উপর রাখলুম। এবার তার সন্দেহ ভাঙলো। মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

: স্যরি! প্রশ্ন করা আমাদের পেশা।

তারপরে গলার স্বর খাটো করে বললো, কী করবো বলুন? প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় জেনারেল রমাদানের লোক এসে খোঁজ করে যায় কে এলো, কে গেলো? আর কোনো বিদেশী লোক যদি আমাদের হোটেলে এসে আস্তানা নিলো তাহলে তার হাজার খবর রমাদানের লোকদের দিতে হবে। সাপকে বিশ্বাস করবেন কিন্তু জেনারেল রমাদানকে কস্মিনকালেও বিশ্বাস করবেন না।

সেদিন রিসেপশনিষ্টের কথা শুনে আমি মৃদু হেসেছিলুম। তার জবাবের পুরোপুরি অর্থ এবং গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু কিছুদিন দামাস্কাস শহরে থাকবার পর বুঝতে পারলুম যে জেনারেল রমাদানের চোখে ধুলো দিয়ে দামাস্কাসে কোনো কাজ করা কঠিন। একেবারেই অসম্ভব।

আমার আগে ইস্রাইলী স্পাই এলি কোহেন এই শহরে জেনারেল রমাদানের চোখে ধুলো দিয়ে গোপন খবর সংগ্রহ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলো। পরে এলি কোহেন রমাদানের কাছে ধরা পড়লো এবং বিচারে তার সাজা হলো ফাঁসি। আমি হোটেলে থেকে বাইরে রাস্তার পানে তাকালুম। রাস্তার পাশেই হলো এক বিরাট চত্বর। সবাই বলে এ হলো শহীদ স্কোয়ার। এলি কোহেনকে ঐ শহীদ স্কোয়ারে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেয়া হয়েছিলো।

কথাটা ভেবেই আমি প্রথমে একটু আতঙ্কিত হলুম। ভাবলুম আমি কি রমাদানের চোখে ধুলো দিতে পারবো? কাজটা কঠিন, কিন্তু আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে, এলি কোহেন যে ভুলগুলো করেছিলো আমি সে ভুলগুলো করবো না।

শহর এবং সমাজের সম্ভ্রান্ত লোকদের এলি কোহেন তার বাড়ীতে নেমন্তন্ন করতো। আর্মির বড়ো বড়ো জেনারেলরা এলি কোহেনের বাড়ীতে আসতেন

এবং লুকিয়ে তার বাড়ীতে বসে পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতেন। তাই একদিন এলি কোহেন রমাদানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে। কারু মনে যেন সন্দেহ না হয় আমি হলুম ইস্রাইলী স্পাই—আমি সিরিয়ান নই।

সেদিন আমি হোটেলের রুমে বসে আমার স্পাই নেটওয়ার্ক কী করে তৈরী করবো তার একটা পরিকল্পনা করলুম। আগেই ঠিক করেছিলুম যে আমি হবো বাথ পার্টির একজন সমর্থক। শুধু তাই নয়। আমি হবো একজন বামপন্থী নীতির সমর্থক। বামপন্থী হলে কেউ সন্দেহ করবে না যে, আমার সঙ্গে আমেরিকান এবং ইস্রাইলীদের সম্পর্ক কিংবা যোগাযোগ আছে। আমাকে পার্টির কিছু নেতা, কিছু সমর্থকদের হাত করতে হবে। একবার পার্টির নেতাদের হাত করতে পারলে সরকারী কর্মচারী কিংবা আর্মির সৈন্যদের ভেতর প্রভাব বিস্তার করতে আমার অসুবিধে হবে না। পার্টির ফাণ্ডে মোটা টাকা চাঁদা দিতে হবে এবং ফাণ্ডের জন্যে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। শুধু তাই নয়। ইস্রাইলী বিদ্বেষী গরম গরম বক্তৃতা এবং সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখতে হবে।

পার্টির সবচাইতে বড়ো নেতা হলেন জেনারেল বাহাউদ্দীন। তিনি শুধু সৈন্যবাহিনীর বড়ো কর্তা নন তিনি হলেন বাথ পার্টির হর্তাকর্তা বিধাতা। আর বাহাউদ্দীনের ডান হাত হলেন জেনারেল রমাদান। তিনি হলেন একেবারে কেউটে সাপ।

আমি জানতুম যতোদিন বাহাউদ্দীন জীবিত থাকবেন ততোদিন জেনারেল রমাদানকে ক্ষমতা থেকে কেউ সরাতে পারবে না। তাই আমার প্রথম কাজ হবে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করা। খুন করবার পন্থা তেলআভিভের কর্তরা আমাকে আগেই ঠিক করে দিয়েছিলেন। জেনারেল বাহাউদ্দীন ভালো পুষ্টিকর খাওয়া-দাওয়া করবেন এবং ক্লরোষ্টরল বৃদ্ধির জন্যে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হবে।

তারপর আমি বাথ পার্টির কর্তাদের হাত করবো। এই কাজের জন্য আমাকে মাদাম রুকশানার সাহায্য নিতে হবে। মাদাম রুকশানা আজ আমার জন্যে সব কিছুই করবেন। কারণ বেইরুটে একরাত্রে আমার দেহের সম্পর্ক তাকে উত্তেজিত করে তুলেছে। তিনি আজ আমার হাতের মুঠোয়।

আমার আর একটি শিকার হলো মাদাম নাদিয়া—প্রাইভেট সেক্রেটারী টু দি প্রাইম মিনিষ্টার। মাদাম নাদিয়ার কাছে অনেক গোপনীয় ফাইল ডকুমেন্ট আছে। আমাকে প্রতিদিন এই গোপনীয় ফাইল ডকুমেন্টগুলো দেখতে হবে এবং তার ফটো কপি করতে হবে।

মাদাম নাদিয়াকে হাত করবার প্রধান উপায় হলো তাকে নিয়মিতভাবে ড্রাগস—অর্থাৎ হাসিস সাপ্লাই করা। আর হাসিস এমন একটা জিনিষ যে একবার খাবার অভ্যেস করলে সহজে তার নেশা ছাড়া যায় না।

নাদিয়ার বয়ফ্রেণ্ড জামালকে আমার স্পাই নোটওয়ার্কে রিক্রুট করতে হবে।

আমি মনে মনে আরো ঠিক করলুম যে আবার কটন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান এবং ষ্টিরিও ক্লাব রেস্তোরাঁ খুলবো। এই রেস্তোরাঁয় প্রতিদিন জেনারেল বাহাউদ্দীন এবং বাথ পার্টির বড়ো বড়ো কর্তাদের নেমন্তন্ন করবো। ষ্টিরিও ক্লাবের পেছনে থাকবে প্রাইভেট চেম্বার। ঐ চেম্বারে বসে পার্টির কর্তারা মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করতে পারবেন। নাদিয়া হাসিস খেতে পারবে। ঐ চেম্বারে আমি খুব শক্তিশালী মাইক্রোফোন বসাবো। চেম্বারে যে সব কথা টেপ রেকর্ড করা হবে এবং প্রতিদিন রাত্রে ঐ সব আলাপ আলোচনার সারাংশ তেলআভিতে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে রেডিও করে পাঠাতে হবে।

আমি কি তখন জানতুম যে, আমি যখন আমার স্পাই-এর জাল বিস্তার করবার চেষ্টা করছিলুম তখন জেনারেল রমাদানও আমার সম্বন্ধে একটি ফাইল খুলেছিলেন। আর ফাইলের উপর বড়ো বড়ো লাল কালীতে লেখা ছিলো: অপারেশন সিক্রেট এজেন্ট।

: ইনফরমার—ডবল এক্স পাপাজান।

পাপাজান কে একথা তিনি তখনও জানতে পারেন নি। কিন্তু জেনারেল রমাদান শুধু আমার নামে একটি টপ সিক্রেট ফাইল খোলেন নি। তার ডায়েরীতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে লিখে রেখেছিলেন : ইউসুফ আব্বাস কে? তার পরিচয় আমাদের জানতে হবে।

সেদিন আমি জানতে পারি নি—পরে খবর পেয়েছিলুম যে আমি সিরিয়ার মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল রমাদান বিচলিত হয়েছিলেন।

বিচলিত হবার কারণ ছিলো। কারণ সাইপ্রাসের নিকোসিয়া শহর থেকে তার কাট আউট, স্পাই এবং আমার পুরাতন বান্ধবী পাপিয়া রমাদানকে সতর্ক করেছিলো : মধ্যপ্রাচ্যে শীগ্‌গিরই যুদ্ধ শুরু হবে। ইস্রাইল সিরিয়ার অভ্যন্তরে গোলযোগ সুরু করবার জন্য একজন দক্ষ স্পাই দামাস্কাসে পাঠাচ্ছে। স্পাই-এর আসল নাম হলো এলি আব্রাহাম। কোড নেম পাপাজান। তার কাজ হলো সিরিয়ার বড়ো বড়ো নেতাদের খুন করা, বেইরুট এবং সিরিয়ার ভেতর অর্থনৈতিক হাঙ্গামা ও বিপদ সৃষ্টি করা। পাপাজান সিরিয়ার আর্মির গোপন খবর এবং রাশিয়া সিরিয়াকে কী ধরনের রাডার এবং মিসাইল অস্ত্র দিচ্ছে তার খবর বের করতে চেষ্টা করবে। আপনারা সতর্ক হবেন এবং সিরিয়ার নতুন

লোকদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন।

রমাদান প্রতিদিনই আমার আগমনের জন্যে প্রতীক্ষা করছিলেন।

যেদিন আমি দামাস্কাসের ইমিগ্রেশনের বেড়াজাল কাটিয়ে সেমিরামিস হোটেলে গিয়ে আশ্রয় নিলুম, সেদিন তার বেইরুটের ইনফরমারের কাছ থেকে আরো দুটি খবর পেয়ে রমাদান বিচলিত হলেন।

প্রথম খবর হলো : আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের কাছ থেকে প্রেসিডেন্ট নাসের কিছু বিদেশী মুদ্রা ধার চেয়েছেন।

: আমান ব্যাঙ্কের লিকুইড ক্যাশের অভাব হয়েছে। কারণ সৌদী আরবীয়রা এবং কুয়েটের শেখরা আমান ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে শুরু করছেন।

: নুরুদ্দীন সন্দেহ করছেন যে জেনারেল বাহাউদ্দীনের শরীরের অবস্থা ভালো নয়। জেনারেল বাহাউদ্দীন মারা গেলে সিরিয়াতে গোলমাল শুরু হবে। অতএব নুরুদ্দীন সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ সুবিধে নিয়ে অল্প টাকা ধার দিয়ে তার পরিবর্তে সস্তা দরে গম কিনে নেবেন। তার এই গম তিনি বেশি দামে ইরানের কাছে বিক্রী করবেন।

প্রথম খবরটির চাইতে দ্বিতীয় খবরটি পেয়ে জেনারেল রমাদান চিন্তিত হলেন। দ্বিতীয় খবরটি হলো : মাদাম রুকশানার একটি নতুন বন্ধু জুটেছে। কাল কাসিনো ডু লিবাতে মাদাম রুকশানা এবং তার নতুন বন্ধু রুলেট খেলেছেন। রুলেট খেলবার টাকা দিয়েছেন মাদাম রুকশানার নতুন বন্ধু। শুধু তাই নয়। কাসিনো থেকে ফেরবার সময় মাদাম রুকশানা সমুদ্রের বালির ধারে বসে তার নতুন বন্ধুর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেছেন।

জেনারেল রমাদানের জানবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হলো। রুকশানার নতুন বন্ধুটি কে? কী তার নাম? কী তার পরিচয়?

তিনি যখন মাদাম রুকশানার নতুন বন্ধুর কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন তখন তাঁর টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলো সিরিয়া প্রান্তের ইমিগ্রেশন অফিসার।

জাইম, ইউসুফ আব্বাস বলে একটি লোক এসেছে। পাশপোর্ট সিরিয়ান। বুয়েনাস আয়ার্সে আমাদের এম্বাসী থেকে পাশপোর্ট ইস্যু করা হয়েছে। তার জন্ম হোমস্ শহরে। বাল্যকাল কেটেছে আলেকজান্দ্রিয়াতে। পরে বুয়েনাস আয়ার্স শহরে গিয়ে আমাদের এম্বাসী থেকে নতুন পাশপোর্ট নিয়েছেন। পেশা : কটনের ব্যবসায়ী।

: কী করবো ?

ইমিগ্রেশন অফিসারের প্রশ্ন শুনে জেনারেল রমাদান কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন। তারপর তাঁর মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো। রমাদান সাপ নিয়ে খেলা করতে ভালোবাসেন। আমি যে সাপ এ বিষয়ে তার মনে কোনো সন্দেহ রইলো না! দীর্ঘকাল সিরিয়ান নাগরিক পাশপোর্ট না নিয়ে কী করে আর্জেন্টিনা শহরে বসবাস করেছে একথা তিনি চট্ করে ভেবে উঠতে পারলেন না। তার মনে সন্দেহ হলো। সেই সন্দেহ কতোদূর সত্যি সেইটে তিনি পরীক্ষা করতে চান। তিনি কিছুক্ষণ পরে ইমিগ্রেশন অফিসারকে হুকুম দিলেন: ইউসুফ আব্বাসকে আসতে দাও মুহম্মদ। ওর সঙ্গে মিষ্টি গলায় কথা বলো। দেখো, যেন ওর মনে সন্দেহ না হয় যে আমরা ওকে সন্দেহ করেছি।

ইমিগ্রেশন অফিসারকে এই হুকুম দিয়ে তিনি স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডিউটি অফিসারকে ডেকে বললেন: আজ শহরের প্রতিটি হোটেলে যে সব অতিথি আসবে তাদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করবে। হ্যাঁ, আর একটি কথা। আমি মাদাম রুকশানার বাড়ীর সামনে দু'জন ইনফরমার মোতায়েন করতে চাই। কিন্তু খবরদার মুস্তাফা যেন টের না পান যে আমরা ওর বাড়ীর সামনে লোক মোতায়েন করেছি। মাদাম রুকশানা টেলিফোনে কার কার সঙ্গে কথা বলেন তার নাম ঠিকানা চাই! প্রয়োজন হলে প্রতিটি কথা টেপ রেকর্ড করবে।

স্পেশাল ব্রাঞ্চে নির্দেশ দেবার পর রমাদান জেনারেল বাহাউদ্দীনকে টেলিফোন করলেন।

: কি খবর রমাদান ?

: স্যার আপনি একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

: কেন ? বিস্মিত হয়ে জেনারেল বাহাউদ্দীন তার সিকিউরিটি চীফকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি চট্ করে বুঝে উঠতে পারলেন না যে রমাদান কেন তাকে সাবধানে চলাফেরা করতে বলেছেন। বাহাউদ্দীন জানেন যে মধ্য প্রাচ্যের প্রতিটি খবর, ষড়যন্ত্রের খবর রমাদান জানেন। বিনা কারণে রমাদান তাঁকে নিশ্চয় সতর্ক করবে না।

: আমরা খবর পেয়েছি যে ইস্রাইল শীগ্‌গিরই এই এলাকায় যুদ্ধ শুরু করবে। আর যুদ্ধ সুরু করবার আগে সিরিয়ার ভেতর গোলমাল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার জন্যে ইস্রাইলী এজেন্ট পাঠাবে। হয়তো আপনাকে খুন করবার চেষ্টাও করা হবে।

: তোমার খবরের জন্যে অশেষ ধন্যবাদ রমাদান। না আমাকে সহজে খুন

করতে পারবে না। তুমি চিন্তা কোরো না।

বাহাউদ্দীনকে টেলিফোনে সতর্ক করবার পর রমাদান তার বেইরুটের এজেন্টের কাছে খবর পাঠালেন : আমান ব্যাঙ্কের এবং নুরুদ্দীন-এর উপর আরো তীক্ষ্ণ নজর রাখো। আমি জানতে চাই ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাশ কতো আছে এবং প্রতিদিন কতো টাকা আরব শেখরা ব্যাঙ্ক থেকে তুলছেন ?

খবরটি শেষে আর একটি লাইন রমাদান জুড়ে দিলেন : মাদাম রুকশানার সঙ্গে নুরুদ্দীনের কী সম্পর্ক আমি জানতে চাই।

বেইরুটের এজেন্টকে নির্দেশ দিয়ে জেনারেল রমাদান রুকশানার কথা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন।

বহুদিন যাবৎ রমাদান বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর পেয়েছেন যে মাদাম রুকশানা তার জীবন উপভোগ এবং বিলাসিতার জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকেন। তার রোজগারের টাকা দিয়ে নতুন ড্রেস, সেন্ট এবং প্রতি সপ্তাহে প্লেনে করে প্যারীতে যাওয়া সম্ভব নয়। রুকশানার অর্থ যোগাচ্ছে কে ? আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীন—না রুকশানার প্রতিদিনের নতুন বয়ফ্রেণ্ড। না সি. আই. এ ?

রুকশানার জীবনের প্রতিটি খবর রুচি অভ্যেসের কথা ভালো করে জেনারেল রমাদান জানেন।

জীবনে একদিন রমাদান ঘনিষ্ঠভাবে রুকশানার সাথে মেলামেশা করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। সেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে তিনি বেশ কষ্ট এবং আঘাত পেয়েছিলেন।

তিনিই কী রুকশানার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছিলেন ? না রুকশানা একদিন তার হাতের মুঠো থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ? রুকশানাই তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করেছিলেন। কারণ বাজারের আর কেউ না জানলেও রমাদান রুকশানার জীবনের দুটি গোপন কথা জানতেন।

দীর্ঘ কয়েক বছর আগে রমাদান এবং রুকশানার ছিলো উন্মত্ত যৌবন এবং রুকশানার রূপ, দেহ-সৌন্দর্য। যখন দামাস্কাসে রুকশানার রূপ আলোড়ন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলো তখন রমাদান গোপনে কোরাণ শপথ করে রুকশানাকে বিয়ে করেছিলেন। না, সেদিন বিয়ের সময় কোনো কাজী উপস্থিত ছিলেন না কিংবা রমাদান এবং রুকশানা কোনো চুক্তিপত্র সই করেন নি। তারা দু'জনে আল্লার নাম শপথ করে সহৃদয়ের এবং দেহের বিনিময় করেছিলেন।

রুকশানার জীবনের দ্বিতীয় গোপন খবরটি হলো যে, রুকশানা হলেন : নিম্ফোম্যানিয়াক। অর্থাৎ প্রতিমাসে নতুন পোষাক পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর

একটি নতুন পুরুষ প্রয়োজন হয়। তাই রমাদান রুকশানাকে হৃদয় দিয়ে তার হাতের মুঠোয় ধরে রাখতে পারেন নি। প্রতিদিন রুকশানার জীবনে আসতো নবীন যুবক। তাই রুকশানা রমাদানের সঙ্গ ত্যাগ করলেন।

রুকশানার জীবনে কতো নতুন বন্ধু এসেছিলো তার হিসেব রমাদান রাখেন নি। কিন্তু পরে যখন শুনতে পেলেন যে, বাথ পার্টির বুদ্ধিজীবি এবং পার্টির বিশিষ্ট পরামর্শদাতা সৈয়দ মুস্তাফাকে রুকশানা বিয়ে করেছেন তখন রমাদাম কিছুটা বিস্মিত এবং কিছুটা বিচলিত হয়েছিলেন। বিস্মিত হবার কারণ ছিলো। কারণ যখন সৈয়দ মুস্তাফা রুকশানাকে বিয়ে করলেন তখন বাজারে তাঁর স্ত্রীর যথেষ্ট দুর্নাম ছিলো।

রমাদান ইতিমধ্যে সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের প্রধান কর্তা হলেন। এই সময় থেকে তাঁর সৈয়দ মুস্তাফার সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ শুরু হলো। কারণ সৈয়দ মুস্তাফা পার্টির কর্মকর্তাদের বুঝিয়েছিলেন যে রমাদানের ইনটেলিজেন্স নির্ভরশীল নয় এবং তাঁর পরামর্শানুযায়ী কোনো কিছু কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

সৈয়দ মুস্তাফার এই মন্তব্য রমাদানের কানে এসে পৌছলো। তিনি বুঝতে পারলেন যতোদিন মুস্তাফা বাথ পার্টির পরামর্শদাতার পদে আসীন থাকবেন ততোদিন তিনি তার ইচ্ছানুযায়ী কোনো কাজ করতে পারবেন না।

ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সৈয়দ মুস্তাফা রুকশানাকে বিয়ে করলেন। বিয়ের খবর পেয়ে রমাদান বিস্মিত হলেন এবং তাঁর মনে বেশ হিংসার রেশও জেগে উঠলো। রুকশানা ছিলো তাঁর প্রেমিকা। কতোদিন কতো রাত্রে রমাদান রুকশানার সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন। আজ তারই প্রেমিকা হয়েছে তার শত্রুর স্ত্রী। কথাটা ভাবতে রমাদানের মন হিংসায় ভরে উঠলো। কী করবেন তিনি ? প্রতিশোধ নেবেন। না, সৈয়দ মুস্তফা কিংবা রুকশানার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেয়া সহজ কাজ হবে না। কারণ সৈয়দ মুস্তাফা পার্টির কর্ণধারদের বশ করে রেখেছেন। এমন কি জেনারেল বাহাউদ্দীনও স্বামী-স্ত্রীকে সমীহ শ্রদ্ধা করেন। এছাড়া পার্টির বিভিন্ন স্তরে সৈয়দ মুস্তাফার বেশ প্রভাব এবং প্রতিপত্তিও আছে। আজ সৈয়দ মুস্তাফাকে বিব্রত করতে হলে তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করতে হবে। প্রমাণ করতে হবে যে সৈয়দ মুস্তাফার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা এবং নিম্ফোম্যানিয়াক। শুধু তাই নয়। বিদেশী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের সঙ্গে রুকশানার যোগাযোগ আছে এবং এই বিদেশী শক্তির কাছ থেকে রুকশানা অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন।

তাই সৈয়দ মুস্তাফার সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে রমাদান রুকশানার

গতিবিধি এবং তার জীবনের প্রতিটি কার্যকলাপের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন।

সম্প্রতি রমাদান খবর পেয়েছিলেন যে প্রতি শুক্রবার শনিবার রুকশানা বেইরুটে বাজার করতে যান এবং সেখানে বিভিন্ন স্তরের লোকজনের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে থাকেন। আজ মধ্যপ্রাচ্যের সবাই জানে যে বেইরুট হলো এই অঞ্চলের সি. আই. এ-র হেড-কোয়ার্টার। নিশ্চয় রুকশানা সি. আই. এ-র এজেন্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছেন। আর সি. আই. এ-র চক্র মানে হলো ইস্রাইলী স্পাই নেটওয়ার্ক।

রমাদান আর একটি খবরে বিচলিত হয়েছেন। আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীন রুকশানার সঙ্গে অতো ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করছেন কেন? এ কী সামান্য যৌন-আকাঙ্ক্ষা না নুরুদ্দীন রুকশানার কাছ থেকে সিরিয়ার অভ্যন্তরের খবর বার করতে চান।

আজ ইউসুফ আব্বাসের সিরিয়াতে আগমনের খবর পেয়ে রমাদান পুরানো দিনের স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে লাগলেন।

রমাদান যখন তার স্পেশাল ব্রাঞ্চকে সতর্ক করছিলেন তখন আমি পরিকল্পনা করছিলুম শহরের কোথায় গিয়ে আস্তানা গাড়বো। আমাকে এমন জায়গায় গিয়ে থাকতে হবে যেখানে থেকে আমি অতি সহজে ওয়ারলেসে খবর তেলআভিভে পাঠাতে পারবো। শুধু তাই নয়। আমার বাড়ীটা হবে এমন জায়গায় যেখান থেকে শহরের কোথায় কী ঘটছে অতি সহজে জানতে পারবো।

জেনারেল রমাদানের ফেউ যে শীগ্‌গিরই আমার পেছু নেবে একথা আঁচ করে নিতে আমার অসুবিধে হয় নি। কারণ আমি জানতুম যে, সৈয়দ মুস্তাফা এবং রমাদানের মধ্যে আহি-নকুল সম্পর্ক। এছাড়া রুকশানাকে রমাদান দু'চোখে দেখতে পারেন না। আমাকে যদি উনি রুকশানার সঙ্গে বেশী ঘোরাফেরা করতে দেখেন তাহলে স্পেশাল ব্রাঞ্চ সদা সর্বদা আমার উপর নজর রাখবে। আমি এ শহরে নবাগত। এখনও শহরের আদব-কায়দা হালচালের সঙ্গে রপ্ত হই নি। কাজ সুরু করবার আগেই যদি আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করি তাহলে কয়েকদিনের মধ্যে আমার আসল পরিচয় প্রকাশিত হবে। তাহলে আমি বিপদে পড়বো।

কিন্তু আজ মাদাম রুকশানাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিলো। ওর মাধ্যমে আমি পার্টির বড়ো কর্তাদের এবং আর্মির জেনারেলদের সঙ্গে আলাপ পরিচয়

করবো। শুধু তাই নয়। খবর সংগ্রহ করবার জন্যে আমি যে স্পাই নেটওয়ার্ক তৈরী করবো, তার জন্যে মাদাম রুকশানার সাহায্যও দরকার হবে। আমার ষ্টিরিও ক্লাবের উনি হবেন প্রধান অংশীদার। ওকে আমার ব্যবসার কাজকর্মে জড়িত করলে কোন লাইসেন্স কিংবা পারমিট পেতে অসুবিধে হবে না।

একটা কথা আমি জানতুম যে, মাদাম রুকশানার সঙ্গে জড়িত থাকলে আমি স্পেশাল ব্রাঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো বটে কিন্তু কোনো বিপদে পড়লে মাদাম রুকশানাই আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। কারণ জেনারেল রমাদানকে তুচ্ছ অবহেলা করবার মতো ক্ষমতা একমাত্র মাদাম রুকশানারই আছে। জেনারেল রমাদান কখনই ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে যাবেন না। মাদাম রুকশানাকে তিনি কখনই চটাবেন না। তবু আমাকে সতর্ক হয়ে চলতে হবে, বিপদকে আমি এড়াতে পারবো।

স্পাইয়ের শিক্ষার প্রথম নির্দেশ হলো জীবনে কাউকে বিশ্বাস করবে না। সেদিন আমি মাদাম রুকশানার উপর বেশী নির্ভর করে মস্ত ভুল করেছিলুম। এই ভুলের জন্যে আমি জেনারেল রমাদানের কাছে প্রায় ধরা পড়ে গিয়েছিলুম। কারণ মেয়েদের সন্দিগ্ধ মন। রুকশানার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা যখন বেশ গভীর হলো তখন থেকে দেখতে পেলুম যে, সে আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছে। কারণ রুকশানা কখনও আমার ভালোবাসা প্রেমকে অভিনয় বলে মনে করে নি। ভেবেছিলো আমি সত্যি সত্যি ওর সঙ্গে প্রেম করছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন রুকশানা যখন দেখতে পেলো যে আমি তার প্রতি খানিকটা উদাসীন হয়েছি তখন তার মনে হিংসার রেশ জাগলো। রুকশানা কী কখনও বুঝতে পেরেছিলো যে আমার এই প্রেমের পেছনে আর একটা গৌণ উদ্দেশ্য আছে। আমার মনে আছে যে কিছুদিন পরে ষ্টিরিও ক্লাবে আমি জামালের বান্ধবী নাদিয়ার সঙ্গে মিষ্টি গলায় কথা বলছিলুম। রুকশানা দূর থেকে আমাদের দু'জনকে কথা বলতে দেখলো। তার মনে তীব্র হিংসার রেশ জেগে উঠলো। রুকশানা আমাদের কাছে এসে বিশ্রী ভাষায় গালমন্দো দিতে লাগলো। বললো : ইউসুফ তোমার চরিত্র এমন নোংরা যে দেখলে মনে হয় তুমি হলে স্পাই, সিক্রেট এজেন্ট। আর একদিন রুকশানা আমাদের এই ধরনের কথা বলেছিলো। তার কথা শুনে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। আমি বিপদের আশঙ্কা করলুম। জেনারেল রমাদান যদি শুনতে পান যে রুকশানা আমাকে স্পাই বলে গালমন্দো দিয়েছে তাহলে কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে সিরিয়ার জেলখানায় গিয়ে বাকী জীবনটা কাটাতে হবে।

কিন্তু সেদিন রমাদানের কোন অনুচর ষ্টিরিও ক্লাবে উপস্থিত ছিলো না।

শুধু বারম্যান আর নাদিয়া ছিলো।

সেদিন নাদিয়া চুপ করে রুকশানার ধমক গালমন্দোকে হজম করলো। কারণ তখন দামাস্কাসে মাদাম রুকশানার মুখের উপর কথা বলবার সাহস কারো ছিলো না। আমি মনে মনে শঙ্কিত হলেও রুকশানাকে আর চটালুম না। নাদিয়াকে বারম্যানের কাছে রেখে রুকশানাকে নিয়ে বাইরে চলে গেলুম। নাদিয়াও এর প্রতিশোধ কিছুদিন পরে নিয়েছিলো।

আমার কপাল ভালো ছিলো। কিছুদিন সেমিরেমিস হোটেলে থাকবার পর আমি দামাস্কাসের আবু রুমানা অঞ্চলে একটা ভালো বাড়ী পেলুম। বেশ বড়ো বাড়ী, লোকালয়ের খ্যাতি যশ আছে। পাড়া-প্রতিবেশীরা সবাই প্রায় বিদেশী ডিপ্লোম্যাট। ঠিক আমার বাড়ীর সামনে ছিলো আর্মি হেড কোয়ার্টার। এই হেড কোয়ার্টারের পাশেই ছিলো জেনারেল বাহাউদ্দীনের অফিস এবং বাড়ী।

আমাকে বাড়ী ভাড়া দিতে বাড়ীর মালিক প্রথমে ইতস্ততঃ বোধ করলেন। কারণ ডিপ্লোম্যাট পাড়ায় তিনি সিরিয়ান নাগরিকদের বাড়ী ভাড়া দিতে চান না। প্রথমতঃ তিনি জানতেন সিরিয়ান নাগরিকদের কাছ থেকে মোটা টাকা ভাড়া আদায় করতে পারবেন না। কিন্তু আমি যখন বিনা প্রতিবাদে ওর দাবীর টাকা দিতে রাজী হলুম তখন তিনি আর কোন প্রতিবাদ করতে পারলেন না। শুধু তাই নয়, পরে যখন শুনতে পেলেন যে, মাদাম রুকশানা আমার পরিচিতা এবং দু' একদিন যখন মাদাম রুকশানার গাড়ী এসে আমার বাড়ীর সামনে দাঁড়াল তখন থেকে বাড়ীওয়ালা তার কথার সুর পাল্টালেন। তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করলেন।

বাড়ীতে ঢুকে আমি আমার রেডিও ট্রান্সমিটার বসালুম। ছোট ব্রাউনী মিক্সারের ভেতর ট্রান্সমিটার বসানো ছিলো। বাইরে থেকে বুঝবার জো নেই। আসলে এটা ব্রাউনী মিক্সার নয়। এ হলো রেডিও ট্রান্সমিটার।

তেলআভিভ থেকে খবর ধরবার জন্যে সাধারণ রেডিও হলেই চলবে। আমি বাজার থেকে একটি ভালো ফিলিপস রেডিও রিসিভার কিনে নিলুম। তারপর ছাদে ডিরেকশনাল এ্যান্টেনা বসালুম। আর এই শক্তিশালী এ্যান্টেনার সাহায্যে তেলআভিভ থেকে পাঠানো প্রতিটি খবর আমি অতি সহজে ধরতে পারতুম। আমার রেডিও ট্রান্সমিটারের সঙ্গে পিলিপস রেডিওর স্পীকারের তারটি জুড়ে দিলুম। এবার রেডিওটি রিসিভার এবং ট্রান্সমিটার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

সেদিন রাত্রে আমি লন চ্যানীর কাছে খবর পাঠালুম।

বাড়ী পেয়েছি। আমি হেড কোর্টার এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনের বাড়ীর উল্টোদিকে। দু' একদিনের মধ্যে আমি কাজ সুরু করবো। ষ্টিরিও ক্লাব খোলা নিয়ে রুকশানার সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ষ্টিরিও ক্লাবের লাইসেন্স আমাকে সংগ্রহ করে দেবেন। কিন্তু একটি শর্তে। বারের অল্পবয়সী বারম্যানদের রুকশানা নিজে নিয়োগ করবেন।

জেনারেল রমাদানের সঙ্গে আমার এখনও আলাপ পরিচয় হয় নি। তবে শীগ্‌গিরই আমার কটন বিজনেস ফার্মের কাজ সুরু করবার আগে ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করতে হবে। কারণ দামাস্কাসে কোনো বিজনেস ফার্ম খুলতে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দরকার হয়। জেনারেল রমাদান আমাকে সহজে কোনো কাজ করবার অনুমতি দেবেন না। তবে সৈয়দ মুস্তাফা বলেছেন যে, তিনি জেনারেল বাহাউদ্দীন এবং পার্টির বড়ো কর্তাদের কাছে আমার জন্য সুপারিশ করবেন। তবে এর পরিবর্তে পার্টির ফাণ্ডে আমাকে মোটা টাকা চাঁদা দিতে হবে। আর বিজনেস ডিল থেকে শতকরা দশ পার্সেন্ট সৈয়দ মুস্তাফাকে দিতে হবে।

আমি দু'দিনের জন্য হোমস শহর থেকে ঘুরে আসছি। আমি জেনারেল রমাদানের মনের সন্দেহ ঘোচাতে চাই।

নিজের দপ্তরে বসে জেনারেল রমাদান পুরানো ফাইলগুলো খুলে দেখতে লাগলেন। কিন্তু ইউসুফ আব্বাসের চেহারা এবং চরিত্রের সঙ্গে মিল আছে এমন কোন রিপোর্ট ফাইলে দেখতে পেলেন না। বিভিন্ন আরব দেশের ইনটেলিজেন্স বিভাগ সিরিয়ান ইনটেলিজেন্সের কাছে ইস্রাইলী স্পাইদের কাজকর্মের খবরাখবর পাঠিয়ে থাকেন। ইজিপ্ট ইনটেলিজেন্স বিভাগ তার কাছে এলি কোহেনের ছবি পাঠিয়েছিলো। সেই ছবি দেখে জেনারেল রমাদান এলি কোহেনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। ইউসুফ আব্বাস দামাস্কাসে এসে পৌছুবার পর জেনারেল রমাদান তার প্রতিটি কার্যকলাপ, কার কার সঙ্গে তিনি দেখা সাক্ষাত করেছেন এবং কী বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন, তার মোটামুটি বিবরণী তিনি পেয়েছেন। কিন্তু সন্দেহ করবার মতো কারণ খুঁজে পান নি।

ইউসুফ আব্বাসের পাশপোর্ট নিখুঁত। তিনি হোমস শহরে ইউসুফ আব্বাসের পরিবার সম্বন্ধে খবরাখবর নিয়েছেন। ইউসুফ আব্বাস তার পরিবার সম্বন্ধে বুয়েনাস আয়ারসে সিরিয়ান এম্বাসীতে যে বিবৃতি দিয়েছেন সেই বিবৃতির কোনো ভুল ত্রুটি নেই। ইউসুফ আব্বাসের বাবার নাম হাসান

ইউসুফ। তিনি কিছুকাল আলেকজান্দ্রিয়া শহরে কাজ করবার পর আর্জেন্টিনার বুয়েনাস আয়ারস শহরে চলে যান। তার একমাত্র ছেলে ছিলো ইউসুফ আব্বাস।

দুদিন আগে ইউসুফ আব্বাস হোমস শহরে গিয়ে তার মাসীর সঙ্গে দেখা করেছে। মাসী বোনপোকে দেখেই চিনতে পেরেছে এবং আনন্দ প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয় পুরানো পারিবারিক প্রশ্নের প্রতিটি জবাব নিখুঁত ঠিক মতো দিয়েছে।

না, আজ ইউসুফ আব্বাসের ফাইল পড়ে জেনারেল রমাদানের মনে হলো যে সমস্ত ঘটনা এতে ছকবাঁধা, যে তিনি আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে লাগলেন : ইউসুফ আব্বাস হলো ইস্রাইলী স্পাই। কিন্তু এলি কোহেনের প্রাণদণ্ডের পর তেলআভিভ যে আবার আর একজন স্পাই দামাস্কাসে পাঠাতে সাহস করবে একথা জেনারেল রমাদানের মন বিশ্বাস করতে চাইলো না।

আজ তাঁর মনে হলো তিনি যেন কেউটে সাপ নিয়ে খেলা করছেন। কেউটে সাপ হলো ইউসুফ আব্বাস। তার বিষদাঁত হলো মাদাম রুকশানা। যে-কোন মুহূর্তে সাপ তাকে কামড় দিতে পারে। দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। কারণ নিকোসিয়া থেকে তার এজেন্ট পাপিয়া খবর দিয়েছে যে, শীগ্‌গির মধ্যপ্রাচ্যে আরব ইস্রাইলী যুদ্ধ হবে। যুদ্ধের অবস্থা তৈরী করবার জন্যে তেলআভিভ দামাস্কাসে তাদের একজন দক্ষ স্পাই পাঠাচ্ছে। স্পাইয়ের নাম পাপাজান। খবরটি পাপিয়া নিকোসিয়া সরকারের এক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে পেয়েছে। কিছুদিন আগে তিনি তাঁর বেইরুটের ইনফরমারের কাছ থেকে খবর পেয়েছেন। দামাস্কাসে যাবার আগে ইউসুফ আব্বাস আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করেছেন। এবং ঐ ব্যাঙ্কে ডলার এ্যাকাউন্ট খুলেছেন। তার মনে পড়লো যে, রুকশানা-ইউসুফ আব্বাস সবাই আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করছে। সবাই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার চেষ্টা করছে। কেন? কিছুদিন আগে নুরুদ্দীন সিরিয়াকে দশ মিলিয়ন ডলার ধার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। এই টাকা দিয়ে সিরিয়া মস্কো থেকে রাডার কিনবে। এর পরিবর্তে সিরিয়া নুরুদ্দীনের কাছে কিছু গম বিক্রী করবে। কিন্তু নুরুদ্দীন এই টাকা ধার দিতে বেশ টালবাহানা করছেন। এইসব কথা চিন্তা ভাবনা করতে জেনারেল রমাদানের মাথা বেশ গরম হয়ে গেলো।

এমনি সময় তার আর্দালী এসে টেবিলের উপর একটি টপ সিক্রেট কাগজ রেখে গেলো। টপ সিক্রেট টেলিগ্রাম ফ্রম বেইরুট। পাঠিয়েছে জেনারেল

রমাদানের বেইরুটের এজেন্ট। এই রিপোর্টে আমান ব্যাঙ্কের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির খবরাখবর দেওয়া হয়েছে। এজেন্ট আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে, প্রতিদিনই নুরুদ্দীনের ব্যাঙ্কের লিকুইড ক্যাসের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। হয়তো শেষ পর্যন্ত আমান ব্যাঙ্ক সিরিয়াকে প্রতিশ্রুত দশ মিলিয়ন ডলার দিতে পারবে না।

আর একটি খবরে জেনারেল রমাদান বিচলিত হলেন। খবরটি হলো—নুরুদ্দীনের প্রধান রাজনৈতিক এবং আর্থিক পরামর্শদাতা হলো এক গ্রীক ভদ্রলোক। তার নাম হলো জন। জন নুরুদ্দীনকে পরামর্শ দিচ্ছে যে, সিরিয়াকে দশ মিলিয়ন ডলার দেওয়া ব্যাঙ্কের বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ আমান ব্যাঙ্কের টাকা দিয়ে সিরিয়া রাশিয়া থেকে রাডার কিনবে। আমেরিকা তখনই রাশিয়া থেকে সিরিয়ার রাডার কেনাকে পছন্দ করবে না। আমেরিকা যদি আমান ব্যাঙ্কের উপর চটে যায় তাহলে সৌদী আরবিয়া এবং কুয়েতের শেখরা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে সুরু করবে।

জেনারেল রমাদানের এজেন্টের সব খবর সত্যি না হলেও এর মধ্যে বেশ খানিকটা খবর সত্যি ছিলো।

কারণ আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনও জেনারেল রমাদানের মতো তার ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন।

বেশ কয়েকবার আমার পরামর্শানুযায়ী জুরিখের বাজার থেকে ডলার বেচাকেনার পর নুরুদ্দীনের আমার প্রতি বেশ অগাধ বিশ্বাস জন্মে গেলো। তিনি দু'বার আমার কাছে তাঁর এক বিশ্বস্ত লোককে পাঠিয়েছিলেন। ডলারের বাজারের খবর চাই। আমি দু'একটা খবর দিলুম। আমি যেসব খবরগুলো নুরুদ্দীনকে দিয়েছিলুম সে খবর তেলআভিতে লন চ্যানীকে জানিয়েছিলুম। লন চ্যানীও আমার পরামর্শানুযায়ী জুরিখ হংকংয়ের ডলারের বাজার কম রাখলো। কিন্তু এবার ডলার বেচাকেনা করে নুরুদ্দীন বেশী টাকা লাভ করতে পারলেন না। কারণ তিনি যে টাকার ডলার কিনেছিলেন, বিক্রী করবার সময় দেখা গেলো যে, নুরুদ্দীনের ব্যাঙ্ক এই ব্যবসার লেনদেনে কোন লাভ তো করেন নি বরং তার বেশ কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ বেশী নয় তবু আমি নুরুদ্দীনকে চিন্তা করতে দেখে খুশী হলুম। আমান ব্যাঙ্কে চিন্তা সুরু হয়েছে। এ কী সহজ কথা! একবার যদি ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে আলোড়ন হৈ-হল্লা সুরু হবে। জেনারেল বাহাউদ্দীন এবং নাসের রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনবার জন্যে কোন বিদেশী মুদ্রা পাবেন না।

আমি খবরটা লন্ চ্যানীকে জানালুম।

আমার খবর পেয়ে লন চ্যানী খুশী হলেন।

নিজের ব্যাঙ্কে বসে নুরুদ্দীনও তাঁর এবং ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছিলেন।

চিন্তা ভাবনা করবার কারণ ছিলো বৈকি ? সম্প্রতি তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে বেশ মোটা টাকা তোলা হয়েছে।

কিছুদিন আগে প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশন থেকে তাদের টাকা তুলে নিয়েছে। টাকা বেশী নয়। কিন্তু তবু বাজারে কথাটা ছড়িয়ে পড়বার পর অনেক প্যালেষ্টাইন ক্লায়েণ্ট ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিয়েছে।

প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানিজেশনের ট্রেজারার সমীর ফতাল্লা নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পি. এল. ও. যে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেবে একথাটা বলতে সমীর ফতাল্লা বেশ খানিকটা সময় নিলো।

: কিছু মনে করবেন না। টাকাটা আমাদের প্রয়োজন। কারণ আমরা আশা করেছিলুম যে, পিকিং সরকারের কাছ থেকে কিছু মোটা টাকা পাবো। কিন্তু পিকিং সরকার তাদেব প্রতিশ্রুতির খেলাপ করেছেন। অথচ মস্কো প্রতিদিন আমাদের কাছে অস্ত্র হাতিয়ারের জন্যে টাকা চাইছে। বলছে ক্যাস টাকা না পেলে ওরা আর মাল সাপ্লাই করতে পারবে না। বর্তমান রাজনৈতিক পবিস্থিতি জানেন তো ? যে-কোনদিন মধ্যপ্রাচ্যে লড়াই সুরু হতে পারে।

নুরুদ্দীন সমীর ফতাল্লার কথা শুনে মাথা নাড়লেন। বললেন : আমি তো ভেবেছিলুম কুয়েত, সৌদী আরবিয়া আজকাল আপনাদেব টাকা দিচ্ছে। সমীর ফতাল্লা নুরুদ্দীনের কথা শুনে ম্লান হাসলো ?

: প্রতিশ্রুতি দেওয়াকে যদি পেমেণ্ট বলে গণ্য করেন তবে বলবো টাকা পেয়েছি। কিন্তু কুয়েত কিংবা সৌদী আরবিয়া আজ অবধি আমাদের কোন চেক দেয় নি। তাইতো আপনার ব্যাঙ্ক থেকে আমাদের টাকা তুলতে হচ্ছে।

আপনারা টাকা তোলেন আমার আপত্তি নেই। কিন্তু বাজারে কথাটা রটে গেলে আমাদের ব্যাঙ্কের সুনাম ক্ষুণ্ণ হবে।

আবার ম্লান হাসলো সমীর ফতাল্লা। বললো : কী করবো বলুন। পার্টির হাই কম্যাণ্ডের নির্দেশ। অস্ত্র কিনতে হবে। অস্ত্র কিনবার জন্যে টাকার দরকার।

: পি. এল. ও-র এ্যাকাউণ্ট বন্ধ করতে বেশীক্ষণ সময় নিলো না। ব্যাঙ্কের কাজ শেষ করে সমীর ফতাল্লা চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখালো না।

: আপনার সঙ্গে একটি বিশেষ জরুরী কথা আছে—সমীর ফতাল্লা মৃদুকণ্ঠে বললো।

নুরুদ্দীন সমীর ফতাল্লার কথা শুনে চমকে উঠলেন। পি. এল. ও-র এ্যাকাউন্ট বন্ধ করবার পর তার প্রতিনিধি তার কাছ থেকে কী চায়?

: আমি আপনার কাছ থেকে পার্সনাল লোন চাই।

: সমীর ফতাল্লার প্রশ্ন শুনে নুরুদ্দীন অবাক হয়ে বললেন, লোন! ব্যাঙ্কের বর্তমান পরিস্থিতিতে লোন দেওয়া যে একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তবু চট করে প্রস্তাবকে অবহেলা করতে পারলেন না।

: কিন্তু টাকা ধার নেবার জন্য কিছু সম্পত্তি ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখতে পাববেন কী?

আবার মৃদু হাসলো সমীর ফতাল্লা। বললো: দেখুন আমি হলুম সামান্য ছা-পোষা মানুষ। পি. এল ও. অফিসে কাজ করে অল্প কিছু টাকা পাই। ঐ টাকা দিয়ে সংসার চলে না। ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখবার মতো আমাব কোন সম্পত্তি নেই। তবে—

সমীর ফতাল্লা তার কথা শেষ করলো না। কৌতূহলের দৃষ্টিতে নুরুদ্দীনের মুখের পানে তাকালো। নুরুদ্দীন যেন তার অর্থপূর্ণ দৃষ্টির মানে বুঝতে পারলো।

: তবে কী?

সম্পত্তি বন্ধক রাখতে পারবো না বটে তবে তার চাইতে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য জিনিস দিয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবো।

: দুষ্প্রাপ্য জিনিষটি কী শুনি?

: খবর।

নুরুদ্দীন যেন এবার সমীর ফতাল্লার হাসির অর্থ বুঝতে পারলেন। হ্যাঁ, আজকাল এই মধ্যপ্রাচ্যের খবরই হলো সব চাইতে মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য জিনিষ। উপযুক্ত খবর সংগ্রহ করতে পারলে আজ তার জন্য চিন্তা করতে হবে না। খবর বিক্রী করে তিনি কোটিপতি হতে পারেন। শুধু জানতে হবে কোন খবর কখন কার কাছে বিক্রী করতে হবে।

নুরুদ্দীন মৃদু হাসলেন। সমীর ফতাল্লাকে বেশী আগ্রহ দেখাতে চান না। খবর, দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান হয় যখন সে খবর হয় দুর্লভ। নুরুদ্দীন মন্তব্য করলেন।

: আমার এই খবর দুর্লভ। বাজারে উপযুক্ত লোকের কাছে আপনি চড়া দামে বিক্রী করতে পারবেন। আর আমার এই খবরের প্রতিটি অক্ষর সত্যি।

নুরুদ্দীন শুধু সমীর ফতাল্লার পানে তাকালেন। কোনো কথা বললেন না।

: আমাকে আপনি বাজিয়ে দেখতে পারনে। আমি আপনাকে একটা

ফালতু খবর দিচ্ছি। এর জন্য আমাকে কোনো পয়সা দিতে হবে না। শুনবেন খবর ?

: বলুন। এবার নুরুদ্দীন আগ্রহ দেখাতে সুরু করলেন না। তার মন বলতে লাগলো : সমীর ফতাল্লা তার কাছে সত্যি কথাই বলছে।

: আপনি বিপদে পড়েছেন মিঃ নুরুদ্দীন। না, আপনি মানে আপনার ব্যাঙ্ক। আজ আপনার ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাস নেই। আপনার বাজারে দেনার পরিমাণ সত্তর মিলিয়ন ডলার। কিন্তু আপনার ব্যাঙ্কের মোট সম্পত্তি হলো একশো মিলিয়ন ডলার। আপনার ব্যাঙ্ক থেকে আরব শেখরা যখন টাকা তুলবার জন্য কাউন্টারে চেক পেশ করবে তখন আপনি ক্যাস টাকা সংগ্রহ করতে পারবেন না। কারণ আপনার সম্পত্তির অধিকাংশই বাড়ী, হোটেলে, এয়ারওয়েজ, ফ্যাক্টরীর শেয়ারে ইনভেস্ট করা আছে। আপনি নিশ্চয় খবরটা শুনেছেন যে, আমেরিকা সৌদী আরবিয়া এবং কুয়েতকে আপনার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেবার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ওদের বক্তব্য হলো যে, আপনি প্রেসিডেন্ট নাসের এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনকে টাকা এ্যাডভান্স করবার পরিকল্পনা করেছেন। ঐ টাকা দিয়ে ওরা রাশিয়া থেকে মিসাইল এবং রাডার কিনবার প্ল্যান করেছে। টাকার পরিবর্তে সিরিয়া আপনাকে গম দেবার প্রস্তাব করেছে। আর ঐ গম আপনি ইরানের কাছে বিক্রী করবেন। কিন্তু ইরান সরকার আপনার কাছ থেকে গম কিনবে না। আমেরিকা ওদের গম দিচ্ছে।

: আপনাকে বাঁচাতে পারে লেবানীজ সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক। কিন্তু সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ ইদ্রিস আপনার শত্রু। উনি আপনার কাছে পাঁচ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড ওভারড্রাফট চেয়েছিলেন। আপনি সে টাকা ওকে দেন নি। সম্প্রতি আপনি ডলার বেচাকেনা নিয়ে জুয়ো খেলছেন। কিন্তু আপনি জানেন না যে, আপনি কার ফাঁদে পা দিয়েছেন। এ লেনদেনের ফলাফল হবে আপনার লোকসান। বলুন, আমি যে সব কথাগুলো বললুম এ খবর সত্যি কিনা ?

স্তম্ভিত হয়ে নুরুদ্দীন সমীর ফতাল্লার কথাগুলো শুনলেন। সমীর প্রতিটি কথা সত্যি বলেছে। আশ্চর্য সমীর তার ব্যাঙ্কের গুপ্ত খবর জানলো কী করে ?

নুরুদ্দীনের মুখের কোনো পরিবর্তন হলো না। তিনি সমীরের কাছে কোনো আভাষ দিতে চান না যে সমীরের কথাগুলো শুনে তিনি বিস্মিত হয়েছেন।

: বেশ ধরে নিলুম আপনি সত্যি কথা বলেছেন। কিন্তু এসব খবর আমি ভালো করে জানি। নতুন কিছু খবর দিন।

সমীর মৃদু হাসলো।

বললো : আপনি আমাকে বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন। এবার নিশ্চয় আপনার মনের সন্দেহ দূর হয়েছে। নতুন খবর চান, তাহলে টাকা বের করুন। দু'শো হাজার ডলার। ক্যাস নোট। আমি আবার-চেক নিই না।

নুরুদ্দীন সমীর ফতাল্লার মুখের পানে তাকালেন। সমীর প্যালেষ্টাইনের ছেলে—ধুরন্ধর। কী করে লোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করতে হয় তার কায়দা কানুন ভালো করে সে জানে। নুরুদ্দীনের মনে পড়লো তার বিগত-যৌবনের কথা। এমনি করে তিনি বহুলোকের কাছ থেকে পয়সা আদায় করেছেন। আজ তাকে সে পাপের প্রায়শ্চিত করতে হচ্ছে।

তিনি বুঝতে পারলেন যে, সমীর ফতাল্লাকে মিষ্টি কথায় ভেজাতে পারবেন না। আজ তার পেট থেকে বের করতে হলে তাকে পয়সা দিতে হবে। দুশো হাজার ডলার না দিলেও নিদেনপক্ষে একশো হাজার ডলার দিতেই হবে।

তিনি আবার খানিকক্ষণ কী জানি চিন্তা করলেন। এই ধরনের বিপদে তিনি এর আগেও বহুবার পড়েছেন কিন্তু প্রতিবারই বিপদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। এবারও তিনি সমীর ফতাল্লাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবেন।

নুরুদ্দীন কিছুক্ষণের জন্যে উঠে পাশের ঘরে গেলেন। তারপর একটা ছোটো এটাচি কেস বের করে এনে টেবিলের উপর রাখলেন। বললেন : এটাচি কেসের ভেতর একশো হাজার ডলার আছে। কিন্তু এই টাকা দেবার আগে আপনাকে একটা শর্ত মেনে নিতে হবে। আপনি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে সাময়িক টাকা ধার চেয়েছিলেন। তাই নয় কী? কিন্তু আমাদের টাকা লোন দেবার একটা প্রধান শর্ত হলো আপনাকে একটা আই-ও-ইউ, অর্থাৎ ঋণপত্রে সই করে দিতে হবে।

: বেশ আপনার শর্ত গ্রহণ করলুম। বলুন, কী লিখতে হবে?

: শর্ত লিখবার আগে আপনি আপনার দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ খবরটি কী বলুন?

: আমার প্রথম খবর হলো যে একমাসের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ সুরু হবে। প্রেসিডেন্ট নাসের এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনকে যুদ্ধে জোর করে টেনে আনবার জন্যে ইস্রাইল এক বিরাট ফাঁদ পেতেছে। দু'টি দেশই তাদের অজ্ঞাতসারে প্রতিদিন এই ফাঁদে জড়িয়ে পড়বার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছেন।

: আমার দুই নম্বর খবর হলো যে জর্ডনের সম্রাটকে খুন কিংবা বলতে পারেন কিডন্যাপ করবার জন্যে চেষ্টা করা হচ্ছে। এই চেষ্টার পেছনে আছেন আমান রাজ প্রাসাদের কয়েকজন বড়ো বড়ো আর্মি অফিসার। এই খুন কিংবা কিডন্যাপ করবার চক্রান্ত করেছেন সিরিয়ার আর্মি ইনটেলিজেন্সের কর্তা জেনারেল রমাদান। কারণ জেনারেল রমাদানের বহুদিনের অভিযোগ যে জর্ডন আমেরিকা সিরিয়ার নির্দেশানুযায়ী আরব বিরোধী কাজকর্ম করে থাকে।

নুরুদ্দীন সমীর ফতাল্লার কথাগুলো মন দিয়ে শুনলেন। তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন: বেশ আপনার এই খবর যদি সত্যি হয় তাহলে আমার কী লাভ হবে? আমি আপনাকে এই খবরের পরিবর্তে একশো হাজার ডলার দিচ্ছি।

সমীর ফতাল্লা হেসে উঠলো।

: টাকাটা আপনি ব্যাঙ্কের ক্যাস থেকে নিচ্ছেন। কিন্তু এই খবর বিক্রী করে আপনি প্রায় এক মিলিয়ন ডলার আপনার সুইস ব্যাঙ্কের একাউন্টে জমা রাখতে পারবেন।

তারপর ফতাল্লা গলার স্বর একটু নীচু করে বললো: মিষ্টার নুরুদ্দীন আমার প্রথম খবরটি প্রেসিডেন্ট নাসের এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনের কাছে বিশেষ মূল্যবান। ওরা দু'জনে যদি জানতে পারেন যে ইস্রাইল শীগ্‌গিরই এই অঞ্চলে যুদ্ধ সুরু করবার পরিকল্পনা করছে তাহলে ওরা দু'জনে এক্ষুণি মস্কোর কাছে গিয়ে আর্মস চাইবে। উপযুক্ত সময়ে হাতিয়ার এসে না পৌঁছুলে ওরা বিপদে পড়বেন।

: আমার দ্বিতীয় খবরটি আরো মূল্যবান। আপনার জর্ডনে বেশ মোটা টাকার ইনভেষ্টমেণ্ট আছে। যদি জর্ডনের রাজার অমঙ্গল হয় তাহলে দেশে বিপ্লব হাঙ্গামা হবে। আপনার ইনভেষ্টমেণ্ট জলে যাবে। আপনি ইচ্ছে করলে এই খবরটি জর্ডনের সম্রাটের কাছে বিক্রী করতে পারেন। কিংবা যদি জেনারেল রমাদানকে বলেন যে আপনি তার গোপন চক্রান্তের আভাস পেয়েছেন তাহলে উনি নিশ্চয় টাকা দিয়ে আপনার মুখ বন্ধ করবার চেষ্টা করবেন। আর একটা পার্টির কাছে আপনি এ খবর চড়া দামে বিক্রী করতে পারবেন।

: বলুন পার্টির নাম কী? উৎসুকী হয়ে নুরুদ্দীন প্রশ্ন করলেন। কারণ সমীর ফতাল্লার কথাবর্তায় তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

: ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিস শেনবেত। ওরা যদি জানতে পারে যে জর্ডনের রাজাকে কিডন্যাপ করবার চেষ্টা করা হচ্ছে কিংবা দু'এক সপ্তাহের মধ্যে বাহাউদ্দীন, নাসের মস্কোর দরবারে গিয়ে আর্মসের জন্যে হানা দেবেন তাহলে এ খবরের জন্যে এরা যে কোন মূল্য দিতে রাজী থাকবেন।

: আপনার খবরের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু মিষ্টার ফতাল্লা আমি জর্ডনের রাজার কাছে কিংবা নাসের বাহাউদ্দীন এমন কি জেনারেল রমাদানের কাছে হতো সহজে আপনার খবরগুলো বিক্রী করতে পারবো ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে অতো সহজে আমার কোন খবর বিক্রী করতে পারবো না। মনে রাখবেন যে আরব দেশে বসে ইস্রাইলীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা মানে

আগুন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। অতো বিপদের ঝুকি আমি নিতে পারবো না।

সমীর ফতাল্লা মৃদু হেসে বললো : ধরুন আমি যদি বলি আপনার ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টের মধ্যে একজন ইস্রাইলী স্পাইর এ্যাকাউন্ট আছে তাহলে আমার কথা বিশ্বাস করবেন কী?

সমীর ফতাল্লার কথা শুনে নুরুদ্দীন চমকে উঠলেন। তার ব্যাঙ্কের ক্লায়েন্টের মধ্যে একজন ইস্রাইলী স্পাইর একাউণ্ট আছে। অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। আজ নুরুদ্দীন যেন তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। সমীর ফতাল্লা বলছে কী? আজ তার ইস্রাইলী ক্লায়েন্টের নাম জানবার প্রবল ইচ্ছে হলো।

: সেই ক্লায়েন্টের নাম আমাকে বলবেন কী?

সমীর ফতাল্লা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো : আমি দু' একটা উড়ো খবর পেয়েছি। কিন্তু ইস্রাইলী স্পাইর আসল নাম এখনও সঠিক জানতে পারি নি। তাই দুঃখিত আপনাকে আর বেশী কিছু বলতে পারবো না।

নুরুদ্দীন বুঝতে পারলেন যে সমীর ফতাল্লার কাছ থেকে আর বেশী খবর পাওয়া যাবে না। হয়তো সমীর ইস্রাইলী স্পাইর নাম জানে কিন্তু আজ সে তার নাম প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নয়।

নুরুদ্দীন আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। তিনি এবার একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে সমীর ফতাল্লাকে বললেন : টাকাটা দেবার আগে আপনাকে একটা কাগজে কয়েকটি কথা লিখে দিতে হবে। আমি বলছি, আপনি লিখুন।

: আমি সমীর ফতাল্লা, প্যালেষ্টাইন লিবারেশন অর্গানিজশনের সদস্য, ট্রেজারার আজ আমান ব্যাঙ্ক থেকে একশো হাজার ডলার ধার দিচ্ছে। এই টাকার জন্যে আমি শতকরা পাঁচ পার্সেণ্ট সুদ দেবো। আর যে কোনো মুহূর্তে দাবীর সঙ্গে সঙ্গে তিন মাসের মধ্যে এ ঋণ পরিশোধ করবো। এ ঋণের পরিবর্তে আমি আমান ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান নুরুদ্দীনকে কতোগুলো মূল্যবান গোপনীয় রাজনৈতিক খবর দিয়েছি। আমি জানি যে আমার প্রতিটি কথা মিষ্টার নুরুদ্দীন টেপ রেকর্ড করে রেখেছেন।

এই কথা বলে নুরুদ্দীন টেবিলের ডানদিকের ড্রয়ার খুললেন। তারপর একটি ছোটো ক্যাস্টে টেপ রেকর্ডার বের করে বললেন : কিছু মনে করবেন না। সর্তকতার দরুন আমাকে আজ প্রতিটি কথাটা টেপ রেকর্ড করতে হয়েছে। বলুন আপনার এই কাগজে সই করতে কোনো আপত্তি আছে কী?

সমীর ফতাল্লা জোরে মাথা নাড়লো। বললো : না। আমি জানতুম যে এক ধূর্ত শেয়ালের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু আমিও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছি। শুধু যদি একবার আপনার ইস্রাইলী ক্লায়েন্টের নামটি জানতে পারি

তাহলে আপনার ব্যাঙ্কের জীবনের মেয়াদ মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা। কারণ মধ্যপ্রাচ্যে আপনি প্রকাশ্যে ইস্রাইলীর সঙ্গে ব্যবসা করছেন—এ কথা কেউ জানতে পারলে আপনার ব্যাঙ্ক দু'দিনের মধ্যে ফেল পড়বে।

সমীর ফতাল্লা এবার এটাচী কেসটি হাতে নিয়ে বললো : এতোগুলো টাকা নিয়ে যাবার জন্য আমার কোন ব্যাগ নেই। ব্যাগটি আপনি আমাকে ফ্রী দিতে পারেন। এর পরিবর্তে আপনাকে একটি ছোট খবর দিচ্ছি। আর খবরটি হলো : আপনার ব্যাঙ্কের জীবনের মেয়াদ মাত্র ত্রিশ দিন। আজ থেকে দিন গুনুন। গুডবাই মিষ্টার নুরুদ্দীন।

মিঃ নুরুদ্দীন কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। ইস্রাইলী স্পাই তার ব্যাঙ্কে একাউণ্ট খুলেছে। খবরটি প্রয়োজনীয়। এ ব্যাপার নিয়ে একবার জনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা দরকার। শুধু তাই নয়। আজ রাত্রে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর ইদ্রিস এবং তার বন্ধুদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের লোনের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে হবে। জুরিখের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার করবার জন্য জনকে সুইজারল্যাণ্ডে পাঠাবেন। কিন্তু তার আগে তিনি নাসের, বাহাউদ্দীন এবং জেনারেল রমাদানকে বাজিয়ে দেখতে চান যে সমীর ফতাল্লার কাছ থেকে প্রাপ্ত খবরটির জন্য ওরা কতো টাকা দিতে চান। জর্ডনের সম্রাট মালেক হোসেনের মামা শরীফ নাসের তার ব্যক্তিগত বন্ধু। সময়ে অসময়ে তিনি শরীফ নাসেরের কাছে গোপন খবর দিয়ে থাকেন। এর পরিবর্তে শরীফ নাসের তাকে রাজবাড়ীর বহু একাউণ্ট দিয়েছেন। শরীফ নাসেরের ডান হাত হলো ইনটেলিজেন্স চীফ মুহম্মদ রসুল কীলানি। আজ তিনি তাঁর মূল্যবান খবরগুলো শরীফ নাসের এবং কীলানিকে দেবেন। এর পরিবর্তে তিনি চান ক্যাস—সুইস ব্যাঙ্কের উপর চেক। তিন মিলিয়ন ডলার।

এসব কথা চিন্তা করতে করতে নুরুদ্দীন বেশ আত্ম-তৃপ্তি লাভ করলেন। একবার ঘড়ির পানে তাকালেন—ছ'টা। তার বিবলসের বাগানবাড়ীতে বান্ধবীরা নিশ্চয় তার জন্য প্রতীক্ষা করছে। আজ তিনি তাদের নিরাশ করতে চান না। কিছুটা মদ, কিছু মেয়েমানুষ, আর অজস্র অর্থ নিয়ে তো সুখের জীবন। নুরুদ্দীন তার জীবনকে উপভোগ করতে চান।

এদিকে আমি কাজ করে যাচ্ছিলুম দ্রুত বেগে।

ইস্রাইলের কর্তারা বলেছিলেন যে, ১৯৬৭ সালের জুন মাসের মধ্যে তাঁরা মধ্যপ্রাচ্যে হাঙ্গামা সুরু করতে চান। বছরের গোড়ার দিকে আমাকে আমার

স্পাই নেটওয়ার্ক গুছিয়ে নিতে হবে। হোমস শহরে গিয়ে মাসীর সঙ্গে দেখা করেছিলুম। মাসীর কাছে গিয়ে মায়ের গল্প করলুম। মাসী আমাকে দেখে এবং আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলে আনন্দ লাভ করলেন। আমার মাসতুতো বোনের সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটির নাম হলো মারিয়াম। বয়স বেশী নয় কিন্তু তার চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম যে তার দেহভতি রয়েছে দুরন্ত যৌবন।

মারিয়াম আমাকে আড়ালে ডেকে বললো : শুনলুম তুমি নাকি দামাস্কাসে ষ্টিরিও ক্লাব খুলছো ?

: ইচ্ছে তো আছে। আমি মারিয়ামের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললুম। মারিয়ামের ঠোঁটের পানে তাকিয়ে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে তার দেহ-প্রাণে রয়েছে অতৃপ্ত যৌন-আকাঙ্ক্ষা।

হঠাৎ আমার মনে হলো যদি মারিয়ামকে আমার সঙ্গে দামাস্কাসে নিয়ে যাই তাহলে জেনারেল রমাদান হয়তো আমার মাসীর গল্প এবং আমি যে হোমস শহরের ছেলে একথা বিশ্বাস করবেন। জেনারেল রমাদানের মনে বিশ্বাস জন্মানোই যে আমার প্রধান কাজ। কারণ আমি জানতুন যে জেনারেল রমাদান আজ নয় কাল আমার পিছু নেবেন। জেনারেল রমাদানকে ধোঁকা দেওয়াই হবে আমার প্রধান কাজ।

কয়েকদিন দামাস্কাসে থাকবার পর আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে জেনারেল রমাদানকে ধোঁকা দেওয়া সহজ কাজ হবে না। কারণ তার রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা ছিলো অপরিসীম। তিনি ছিলেন প্রেসিডেণ্ট নাসেরের ভক্ত। অতএব ইজিপশিয়ান প্রেসিডেণ্ট তার কথার সঙ্গে সুর মেলাবেন। যারা নাসেরের বিপক্ষে তাদের তিনি বিরোধিতা করবেন এবং প্রয়োজন হলে তাদের খুন করতেও তার কোনো আপত্তি নেই। তাই জেনারেল রমাদান বার্থ পার্টির অনেক নেতাদের দু'চোখে দেখতে পারতেন না। সৈয়দ মুস্তাফা ছিলেন তার মধ্যে একজন। রুকশানার সঙ্গে সৈয়দ মুস্তাফার বিয়ে হবার পর জেনারেল রমাদানের রাগ যেন আরো বেড়ে গিয়েছিলো।

ইতিমধ্যে আমি সৈয়দ মুস্তাফা এবং বার্থ পার্টির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গভাবে মিশতে সুরু করেছিলুম। পার্টির জন্য চাঁদা কালেকশনও আরম্ভ করেছিলুম। আমার কাজকর্মের খবর এবং আমি সৈয়দ মুস্তাফার বন্ধু এবং রুকশানার প্রেমিক একথা আঁচ করতে জেনারেল রমাদানের অসুবিধে হয় নি।

আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম যে, জেনারেল রমাদানের দপ্তরের অর্থাৎ সিরিয়ান ইনটেলিজেন্সের গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করতে হবে। রমাদানের

ডান হাত হলো মেজর ফরীদ। যদিও সে রমাদানের প্রতিটি কাজের চালচলনের খবর রাখে। কিন্তু ফরীদের অল্প বয়স। জীবন উপভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা আছে। আমি আজ মারিয়ামকে দেখে ঠিক করলুম যে, ফরীদকে হাত করবার জন্য মারিয়ামের সাহায্য নিতে হবে।

: আমি এর পরে একদিন এসে তোমার ষ্টিরিও ক্লাবে নাচবো—মারিয়াম খুব মিষ্টি গলায় আমাকে বললো।

আমি মারিয়ামের প্রস্তাবে সায় দিলুম। বললুম: তোমার মতো সুন্দরী মেয়ের দরকার আমার আছে।

: আমি সুন্দরী? মারিয়াম আমার পানে ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো।

: অপূর্ব। আমি মারিয়ামের রূপের প্রশংসা আর একমাত্রা বাড়িয়ে বললুম।

: তুমি ঠিক বলেছো ইউসুফ। এই হোমস শহর একেবারে পাড়াগাঁ। জীবন উপভোগ করবার জন্য কোনো আয়োজন বন্দোবস্ত নেই। কথা বলতে বলতে মারিয়াম আমার কাছে এগিয়ে এলো। তারপর খুব মৃদু স্বরে বললো: তোমাকে একটা কথা বলবো। কাউকে বলবে না?

: না—আমি ছোট জবাব দিলুম।

: আমার ছেলেদের খুব ভালো লাগে। আই লাইক মেন—

বুঝতে পারলুম যে মারিয়ামকে দিয়ে আমার শিকার ধরতে পারবো। আর আমার শিকার হবে— জেনারেল রমাদানের ডান হাত ফরীদ।

আমি মাসী আর মারিয়ামকে বললুম যে আমার ষ্টিরিও ক্লাব খোলা হলে ওদের দু'জনকে দামাস্কাসে নিয়ে আসবো। জেনারেল রমাদানও বিশ্বাস করবেন আমি যে গল্প বুয়েনাস আয়ারসে সিরিয়ান এম্বাসীর কর্তাদের বলেছিলুম, তা একেবারে মিথ্যে নয়।

হোমস শহরে আব্দাল্লার কয়েকজন পুরানো বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা করলুম। সবাই আমাকে খুব আদর যত্ন করলেন। আমি যে আমার জন্মভূমিতে ফিরে এসেছি এ খবর শুনে তাঁরা খুব আনন্দ লাভ করলেন।

আমি দামাস্কাসে ফিরে এলুম।

তারপর লন চ্যানীকে জানালুম: আমার কাজ এগিয়ে যাচ্ছে।

লন চ্যানী আমাকে দু'তিনটে প্রশ্ন করলেন: আমরা খবর পেয়েছি নাসের সিরিয়ার সঙ্গে একটি ডিফেন্স ট্রিটি করছেন। এই ট্রিটির আলাপ-আলোচনা কতোদূর এগিয়েছে? জেনারেল বাহাউদ্দীনের শরীর কেমন আছে?

আমি জানতুম যে সিরিয়াতে আমার প্রথম কাজ হলো আমির প্রধান কর্তা জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করা।

কাজটা আমাকে খুব সন্তর্পণে করতে হবে। কেউ যেন টের না পায় যে তার খুনের সঙ্গে আমি জড়িত আছি। কারণ জেনারেল বাহাউদ্দীনের মৃত্যু হবে স্বাভাবিক অর্থাৎ ন্যাচারাল ডেথ। আর তার স্বাভাবিক মৃত্যুর জন্য তাকে নেমন্তন্ন খাওয়াতে হবে। তাই দামাস্কাসে ফিরে এসে আমার কাজ হবে ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব খোলার বন্দোবস্ত করা।

মাদাম রুকশানা আমার প্রস্তাব শুনে অতি সহজে রাজী হলেন। বললেন: বেইরেটে ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব থাকলে দামাস্কাসে ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব থাকবে না কেন? আমি তোমার প্রস্তাবে সায় দিচ্ছি ইউসুফ। কিন্তু বলো: এই ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাবের কতোটা শেয়ার আমাকে দেবে?

: পঞ্চাশ ভাগ—আমি ক্লাবের শেয়ার নিয়ে রুকশানার সঙ্গে তর্ক করতে চাইলুম না।

: চমৎকার! কিন্তু ষ্ট্রিপ্টিজ খুলবার জায়গা কোথায় পাবে? রুকশানা তার ঠোঁটের লিপষ্টিক আমার ঠোঁটে ঘষতে ঘষতে বললো।

: একটা ভালো জায়গা আমি দেখেছি। সেমিরামিস হোটেলের দু'টো বড়ো রুম আমরা ভাড়া নেবো। তোমার স্বামী যদি হোটেলের কর্তাদের বলেন তাহলে রুম ভাড়া পেতে আমাদের কোন কষ্ট হবে না—এই কথা বলতে বলতে আমি রুকশানার ব্লাউজের বোতাম খুলতে সুরু করেছিলুম। আমি জানতুম যে মেয়েদের ব্লাউজের বোতাম খুললে ওদের মন দুর্বল হয়ে পড়ে।

রুকশানার চোখে মুখে আনন্দের রেশ ফুটে উঠলো। আমি কী চাই রুকশানা বুঝতে পেরেছে। আমার ঠোঁটের উপর ঠোঁট রেখে বললো: তুমি চিন্তা করো না ইউসুফ! আমি কালই সেমিরামিস হোটেলের ম্যানেজারকে ডেকে পাঠাচ্ছি। ঐ হোটেলে আমাদের দু'খানা ঘর চাই। ঐ হোটেলে আমাদের ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব রেস্তরাঁ খুলবো।

রুকশানার সাহায্য নিয়ে ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব খুলতে আমার বেশী অসুবিধে হলো না। কারণ রুকশানা নির্দেশ দেবার পর হোটেলের ম্যানেজার আমাকে দু'খানা বড়ো ঘর ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব রেস্তরাঁ খুলবার জন্য ছেড়ে দিলেন। আমি এবার বেশ জাঁকজমক করে আমার ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাব খুললুম। হোমস শহর থেকে মারিয়ামকে নিয়ে এলুম। মারিয়াম হলো ষ্ট্রিপ্টিজ ক্লাবের প্রধান হোষ্টেস। অর্থাৎ খদ্দেররা কী করছে না করছে তার কাজের তদ্বির তদারগ করবে মারিয়াম।

আমি বুঝতে পারলুম যে, মারিয়ামকে দেখে রুকশানা কিংবা নাদিয়া বিশেষ

সন্তুষ্ট হয় নি। কারণ একদিন রুকশানা ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞেস করলেন : মেয়েটি কে? ক্লাবে বড়ো তড়বড় করে। আমি যেন রুকশানার মনের কথা বুঝতে পারলুম। বললুম : তুমি চিন্তা ভাবনা করো না! মেয়েটি আমার বোন।

: তোমার বোন : তোমার যে দামাস্কাস শহরে এক বোন আছে একথা তো এর আগে কখনও বলো নি? রুকশানা বেশ বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো।

আমি হেসে জবাব দিলুম : ডার্লিং মনে রেখো আমি হলুম সিরিয়ার হোমস শহরের বাসিন্দা। এই দেশে আমার পুরানো আত্মীয়-স্বজনেরা এখনও ছড়িয়ে আছে।

রুকশানা সেদিন আমার কথা বিশ্বাস করলো কিনা জানিনে কিন্তু নাদিয়া আমাকে বললো : তুমি মিথ্যে কথা বলছো। মারিয়াম তোমার বোন নয়— বান্ধবী। গার্ল ফ্রেণ্ড। তোমাকে দেখলে কী মনে হয় জানো?

: কী? আমি নির্লিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম।

: তুমি হলে 'কাসানোভা'—

নাদিয়ার কথা শুনে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করলুম। যাক্ নাদিয়ার মনে কোনো সন্দেহ হয় নি যে আমি হলুম ইস্রাইলী স্পাই ইনফরমার। কারণ কিছুদিন আগে রুকশানা যখন আমাকে ইস্রাইলী স্পাই বলে গালমন্দো দিয়েছিলো তখন আমি বেশ বিচলিত হয়েছিলুম।

আর একজনের মনের সন্দেহ আমি দূর করতে পারি নি। তিনি হলেন সিরিয়ার ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা : জেনারেল রমাদান।

তার মনের সন্দেহ আরো সুদৃঢ় হলো। তিনি মনে প্রাণে যেন বিশ্বাস করতে লাগলেন যে, আমি সিরিয়ার নাগরিক নই কিংবা আমার আসল নাম ইউসুফ আব্বাস নয়।

দামাস্কাসের বিভিন্ন অঞ্চলের ইনফরমারদের রিপোর্ট পড়ে জেনারেল রমাদান ভুরু কুঁচকালেন। না, কোনো রিপোর্টই ইউসুফ আব্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক কিছু পাওয়া যায় নি। সব ইনফরমারদের কাছ থেকে জেনারেল রমাদান একই খবর পেয়েছেন। ইউসুফ আব্বাস ইজ এ বিজনেসম্যান। তখন সিরিয়া থেকে কটন কিনে বিদেশে রপ্তানি করছেন। দেশের জন্য তিনি প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জন করছেন। আর বাথ পার্টির ফাণ্ডের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করছেন। কিছুদিন আগে ইউসুফ আব্বাস শহরের দু'তিনটে সভায় ইস্রাইলীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন। সব ইনফরমারদের বক্তব্য ছিলো যে, ইউসুফ আব্বাস হলেন ইস্রাইলী বিদ্বেষী। শুধু তার চরিত্রে একটা দোষ আছে। আর সে হলো তার মাদান

রুকশানার প্রতি দুর্বলতা। শেষের লাইনটি পড়ে জেনারেল রমাদানের মন যেন আরো বিষাক্ত হলো—হিংসা যেন আরো তীব্র হলো।

জেনারেল রমাদান মনে মনে ইউসুফ আব্বাসকে আরো সন্দেহ করতে লাগলেন। যেমনি করে হোক প্রমাণ করতে হবে যে ইউসুফ আব্বাস নিখুঁত নিষ্পাপ প্রকৃতির লোক নয়। কারণ ইতিমধ্যে তিনি বেইরুট থেকে আরো কয়েকটি খবর পেয়ে বিচলিত হয়েছিলেন।

: ইউসুফ আব্বাস আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের সঙ্গে দু' চারবার দেখা করেছেন।

তিনি কেন আমান ব্যাঙ্কের কর্তার সঙ্গে দেখা করেছেন তার সঠিক কারণ জেনারেল রমাদান জানতে পারেন নি।

ইউসুফ আব্বাসের ট্রিরিও ক্লাবে আজকাল সিরিয়ান আর্মির বড়ো কর্তারা যেতে সুরু করেছেন। জেনারেল বাহাউদ্দীন প্রায়ই ডিনার লাঞ্চ খেতে ঐ ক্লাবে যান। বাথ পার্টির নেতারা ঐ ক্লাবে যাচ্ছে।

রমাদান ক্লাবে ওয়েটার বারম্যানদের ভেতর তার ইনফরমার রেখেছিলেন। কিন্তু প্রথম দু' তিনদিন লম্বা রিপোর্ট পাবার পর আজকাল তিনি খুবই গতানুগতিক রিপোর্ট পাচ্ছেন।

জেনারেল রমাদানের মন বলতে লাগলো ইউসুফ আব্বাস তার ইনফরমারদের টাকা দিয়ে বশ করেছেন।

জেনারেল রমাদান একবার ভেবেছিলেন যে তার মনের সন্দেহের কথা জেনারেল বাহাউদ্দীনকে বলবেন। কিন্তু তার মন বলতে লাগলো যে বাহাউদ্দীন তার কথা একেবারেই বিশ্বাস করবেন না। বরং ফল উল্টো হবে।

জেনারেল বাহাউদ্দীন একদিন রমাদানকে ডেকে বললেন: তুমি আব্বাসের ট্রিরিও ক্লাবে গিয়েছো?

: নো স্যার—খুব ছোট জবাব দিলেন রমাদান।

: ক্লাবের কুইজিন এক্সলেন্ট। একেবারে ফরাসী রান্না। বেইরুটের রেস্তরাঁকে হার মানিয়ে দেয়। প্যারীতে শুধু একবার এরকম রান্না খেয়েছিলুম।

: কিন্তু—জেনারেল রমাদান আর্মি চীফের কথার প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বুঝতে পারলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনো কথাই না বলা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু ইউসুফ আব্বাসকে বিপদে ফেলবার জন্য তার মন আরো দৃঢ় শক্ত হলো।

নিজের দপ্তরে এসে আবার ইউসুফ আব্বাসের ফাইলটি পড়লেন।

তারপর মনে মনে কি জানি ভাবলেন। ঠিক করলেন যে একবার ইউসুফ

আব্বাসের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দরকার। লোকটি কী ধরনের, কী চরিত্রের, বাজিয়ে দেখা দরকার। তিনি শুধুমাত্র তাঁর ইনফরমারদের কথায় বিশ্বাস করতে চান না। জেনারেল রমাদান ইউসুফ আব্বাসকে তাঁর বাড়ীতে ডিনারে নেমন্তন্ন করলেন।

সেদিন তেলআভিভে আমি এক লম্বা রিপোর্ট পাঠিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলুম। আর রিপোর্টটি ছিলো সিরিয়ার রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর। খবরগুলো আমি নাদিয়ার কাছ থেকে পেয়েছিলুম। সিরিয়ার মিনিষ্ট্রী অব ইকনমিক এ্যাফেয়ার্স প্রধানমন্ত্রীর কাছে দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর এই রিপোর্ট পেশ করেছিলেন।

নাদিয়াকে আমি বলেছিলুম রাত্রির জন্য আমার একজন সঙ্গী চাই। নাদিয়া যেন আমার কথার ইঙ্গিত বুঝতে পারলো, কিন্তু টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে নাদিয়ার ভারী গলার আওয়াজ শুনতে পেলুম।

: আজ রাত্রে আমি একটু ব্যস্ত আছি। প্রধানমন্ত্রী বেশ রাত অবধি অফিসে থাকবেন। উনি যতোক্ষণ অফিসে থাকবেন আমাকে অফিসে কাটাতে হবে।

আমি বুঝতে পারলুম যে, আজ নাদিয়ার কাছ থেকে বহু মূল্যবান খবর পাবো। কারণ সম্প্রতি বাজারের একটি গুজব শুনতে পেয়েছিলুম যে, সিরিয়ান ক্যাবিনেট ইজিপ্ট এবং সিরিয়ার মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি এবং রাশিয়া থেকে মিসাইল কেনাকাটি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করবে। আলোচনার সারাংশ আমি জানতে চাই। এই খবর নাদিয়ার কাছ থেকে পাবো সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না। নাদিয়া মুখে বললো বটে যে, সে রাত্রে আমার বাড়ীতে আসতে পারবে না কিন্তু ঠিক রাত এগারটার সময় আমার বাড়ীতে উপস্থিত হলো।

এতো রাত্রে যে নাদিয়া আসবে আমি কল্পনা করতে পারি নি।

: ডার্লিং, তুমি ডাকলে তাই আর না করতে পারলুম না। কিন্তু আজ আমার দপ্তরে অনেক জরুরী কাজ ছিলো।

: কাজটি কী আমি না জিজ্ঞেস করবার ভাণ করলুম। নাদিয়ার জন্য গ্লাসে খানিকটা হুইস্কী ঢালতে ঢালতে বললুম: সত্যি নাদিয়া আজ তোমাকে ভারী সুন্দরী দেখাচ্ছে।

আমার প্রশংসায় নাদিয়া খুশী হলো। পুরুষের স্তুতিবাক্যে কোন নারীর মন না ভোলে? নাদিয়া আমার ড্রেসিংরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বললো:

তুমি সত্যি বলছো আমি সুন্দরী।

: লাভলি—আমি নাদিয়ার ঘাড়ে একটি চুমু খেলুম। হয়তো নাদিয়া এ চুমু খেয়ে উত্তেজিত হলো। বললো: জামাল: আই ডোণ্ট লাইক হিম। বড্ডো বাসী হয়ে গেছে। কক্ষণো তোমার মতো আমাকে আদর করে না। ইউসুফ তুমি আমার বয় ফ্রেণ্ড হবে ?

আমি একগাল হেসে বললুম: বাঃ রে, তুমি আমার গার্ল ফ্রেণ্ড বলেই তো তোমাকে আজ রাত্রে ডেকে আনলুম। কী করছিলে এতোক্ষণ? প্রাইম মিনিষ্টারের সঙ্গে বসে কী গোপন শলা-পরামর্শ করছিলে ?

আমার প্রশ্ন শুনে নাদিয়া প্রথমে একটু চমকে উঠলো। আমার পানে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালো। আমি রাজনীতি নিয়ে প্রশ্ন করছি কেন ?

: আহা: সারাদিন তোমরা কি রাজনীতি ছাড়া আর কোনো আলাপ আলোচনা করতে পারো না। শুনছি তোমার ষ্টিরিও ক্লাব নাকি হয়েছে পলিটিক্যাল ডিসকাসন ক্লাব। জামাল আমাকে বলছিলো আর্মির কর্তারা নাকি ওখানে ছুকরী মেয়েদের নিয়ে নাচেন এবং অবসর সময়ে রাজনীতি নিয়ে তর্ক বিতর্ক করেন। নাদিয়ার এই প্রশ্নে খানিকটা সত্যি ছিলো বটে কারণ অতি অল্পদিনের মধ্যে আমার ষ্টিরিও ক্লাব সিরিয়ার সৈন্যবাহিনী এবং বেসামরিক কর্তাদের বৈঠকখানা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আর্মির কর্তারা প্রতিরাত্রে ষ্টিরিও ক্লাবে ড্রিংক করতে যেতেন এবং পরে মেয়েদের সঙ্গে নাচতেন। আর নাচের অবসরে এবং পরে তারা দেশের রাজনীতি এবং বার্থ পার্টির নেতাদের নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন। আমি প্রতিদিন এদের আলাপ আলোচনা শুনতুম। আমার প্রাইভেট চেম্বারে মাইক্রোফোন বসানো ছিলো। তাই ওরা যখন প্রাইভেট চেম্বারে কথাবার্তা বলতেন তখন আমি ঐ সব আলোচনা টেপ রেকর্ড করে শুনতুম। সব আলাপ আলোচনাই প্রেমালাপ ছিলো না। এই কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে ওরা রাজনীতি এবং আর্মির কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতেন আর আমার কাছে প্রতিটি আলোচনা ছিল মূল্যবান। কারণ আমি ঠিক করেছিলুম যে, প্রেমালাপগুলো পরে ব্ল্যাকমেলের জন্য ব্যবহার করবো। আর প্রতিটি রাজনৈতিক সামরিক খবর আমি রেডিও মারফত প্রতিরাত্রে তেলআভিভে লন চ্যানীর কাছে পাঠাতুম।

আমার ষ্টিরিও ক্লাবের প্রধান খদ্দের ছিলেন জেনারেল বাহাউদ্দীন। তিনি প্রতি সন্ধ্যায় ডিনার খেতে আমার ক্লাবে আসতেন। ওর জন্য বিশেষ রান্না করা হতো। প্রতিটি রান্নায় ঘি এবং মাখন প্রচুর দেওয়া হতো। তাই আমার রান্নাগুলো হতো সুস্বাদু। জেনারেল বাহাউদ্দীন তখনও বুঝতে পারেন নি যে,

তিনি তার অজ্ঞাতসারে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন। তেলআভিভও আমাকে দৈনন্দিন নির্দেশ দিতেন কী ধরনের খাবার জেনারেল বাহাউদ্দীনকে দিতে হবে। কারণ আমার প্রতি নির্দেশ ছিলো যে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে এমন ধরনের খাবার দিতে হবে যেন তাঁর ব্লাডক্লোরাইবল বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে তাঁর ট্রাইগ্লিসারিড বাড়াবার জন্য তাঁর প্রতিটি খাবারে বেশ চবি দেওয়া হতো।

আমিও দিন গুনছিলুম কবে জেনারেল বাহাউদ্দীনের হার্ট এ্যাটাক হবে?

আজ নাদিয়ার মুখে আমার টিরিও ক্লাবের আলাপ-আলোচনার কথা শুনে মনে মনে চিন্তিত হলুম বটে, কিন্তু মুখে কিংবা হাভ-ভাবে আমার কোন চিন্তা প্রকাশ করলুম না।

আমি নাদিয়ার পেট থেকে কথাগুলো বের করবার জন্য ওর মুখটি আমার ঠোঁটের কাছে নিয়ে বলুলম: সত্যি ডার্লিং, তোমার কথাগুলো শুনলে আতঙ্ক হয়। আমার টিরিও ক্লাব সম্বন্ধে এতো কথা কার কাছে শুনলে?

আমি জানতুম যে মেয়েরা উত্তেজিত হলে মন খুলে কথা বলে। নাদিয়াও তাই করলো। বললো: জেনারেল রমাদান আজ প্রধানমন্ত্রীকে বলছিলেন যে, তোমার টিরিও ক্লাবটি বিপজ্জনক জায়গা। ওখানে প্রচুর বিদেশী—মানে ইস্রাইলী গুপ্তচর আছে। তাই সৈন্যবাহিনীকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত যেন ওরা তোমার টিরিও ক্লাবে না যায়। কিন্তু—

নাদিয়া কথা বলতে বলতে থামলো।

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: কিন্তু কী?

: না, তোমার কোনো ভয় নেই ইউসুফ। আমি প্রধানমন্ত্রীকে বলেছি যে, জেনারেল রমাদানের অভিযোগ মিথ্যে। জেনারেল বাহাউদ্দীনও তোমার টিরিও ক্লাবের রান্নার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। এ ছাড়া—আবার নাদিয়া কথা বলতে বলতে চুপ করে গেলো। আমি যেন জানবার কৌতূহল চাপতে পারলুম না। বললুম: কথাটা শেষ করলে না কেন?

: আচ্ছা ইউসুফ, মাদাম রুকশানার প্রতি তোমার এতো দুর্বলতা রয়েছে কেন বলো তো। ভদ্রমহিলার যৌবন বিগত। এ ছাড়া উনি হলেন নিম্ফোম্যানিয়াক।

: নিম্ফোম্যানিয়াক? একথা শুনে আমি যেন আমার উত্তেজনা চাপতে পারলুম না। কারণ এই সর্বপ্রথম জানতে পারলুম যে, মাদাম নিম্ফোম্যানিয়া খবরটি আমার কাছে খুবই প্রয়োজনীয় ছিলো। এবার আমি বুঝতে পারলুম মাদাম রুকশানা কেন টিরিও ক্লাবের বারম্যানদের নিয়ে এতো মেলামেশা

করছেন।

: হ্যাঁ। ভদ্রমহিলাকে আমি দু'চোখে দেখতে পারিনে, কারণ উনি যে কতো পুরুষের সর্বনাশ করেছেন তার হিসেব নেই। ওর জীবনে আছে মাত্র দু'টো খাই। টাকা আর পুরুষ মানুষ।

এই কথা বলতে বলতে নাদিয়া আমার কাছে এগিয়ে এলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো: ইউসুফ তোমার রুকশানাকে ভালো লাগে?

বড়ো কঠিন প্রশ্ন। একবার ইচ্ছে হলো নাদিয়াকে বলি: নাদিয়া আজ আমি দামাস্কাস শহরে প্রেম করতে আসি নি। খবর সংগ্রহ করতে এসেছি।

তবু মেয়েদের মনে কৌতূহল মেটানো দরকার। নইলে ওদের মনের হিংসে বাড়ে। আর আজ আমাকে নাদিয়ার কাছ থেকে কিছু গোপনীয় খবর বের করতে হবে। তাই ওর মন তুষ্ট করতে হবে।

আমি নাদিয়াকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললুম: তুমি কী যে বলো। মাদাম রুকশানা আমার বান্ধবী, প্রেমিকা নয়। তুমি আরো একটু কাছে এসো নাদিয়া···

নাদিয়া আপত্তি করলো না। তারপর ওর ঠোঁট আমার মুখের কাছে নিয়ে এসে বললো: আজ আমি ক্লান্ত।

: কেন?

: আজ রাত্রে আমাদের একটি ক্যাবিনেট মিটিং হয়েছিলো।

নাদিয়ার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। খবরটি আমার কাছে শুধু মূল্যবান নয়। একান্ত প্রয়োজনীয়। আমার জানতে হবে আজকের ক্যাবিনেট মিটিং-এ কী বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো। আমি নাদিয়াকে টেনে নিয়ে সোফায় বসালুম। তারপর ওর ব্লাউজের বোতাম খুলতে লাগলুম। নাদিয়া আপত্তি করলো না। বরং আনন্দে ওর চোখ দুটো চক্ চক্ করতে লাগলো।

: বলো, আজ হঠাৎ ক্যাবিনেট মিটিং হলো কেন? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম। এবার নাদিয়ার মুখ যেন আলগা হয়ে গেলো। সে কথা বলতে সুরু করলো।

বললো: জানো ইউসুফ, আজ ক্যাবিনেটে আমরা যে গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আজকের ক্যাবিনেটের আলোচনার বিষয় যদি ইস্রাইল জানতে পারে তাহলে সিরিয়ার সর্বনাশ হবে। আমার কী মনে হয় জানো? মাদাম রুকশানা ইস্রাইলী স্পাই, নইলে উনি অতো ঘনঘন লেবাননে যান কেন? বেইরুটে ওর এক বন্ধু আছে। উনি হলেন ব্যাঙ্কের নুরুদ্দীন। মাদাম রুকশানার সঙ্গে ওর খুব খাতির আছে। আমি জানি নুরুদ্দীন মাদাম রুকশানাকে

নিয়মিতভাবে টাকা দিয়ে থাকেন। আর এই টাকার পরিবর্তে মাদাম রুকশানা ওকে কী খবর দেন সেইটে আমি জানতে চাই।

আমি মাদাম রুকশানা-নুরুদ্দীনের প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইলুম। কারণ আমার ক্যাবিনেটের আলোচনার বিষয় জানবার আগ্রহ প্রবল হয়েছিলো। তাই আমি নাদিয়ার নরম ঠোঁট দু'টি কামড়ে ধরলুম। নাদিয়া উত্তেজিত হলো।

: ডার্লিং—আমি নাদিয়াকে মিষ্টি গলায় বললুম : কী বিষয় নিয়ে ক্যাবিনেটে আলাপ-আলোচনা হলো।

: সিরিয়া ইজিপ্টের সঙ্গে ডিফেন্স ট্রিটি করবে। প্রস্তাবটা করেছেন প্রেসিডেন্ট নাসের। রাশিয়া ওকে এই পরামর্শ দিয়েছেন। আমরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবো কিনা সেইটে নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।

: আলোচনার কী ফল হলো?

: সবাই বললেন যে, এই ধরনের চুক্তি করলে আমাদের সুবিধে হবে। কারণ রাশিয়া আমাদের নতুন ধরনের অস্ত্র দেবে।

: কী ধরনের অস্ত্র দেবে? আমি কথা বলতে বলতে নাদিয়ার ব্লাউজটি খুলে নিয়েছিলুম। নাদিয়ার দেহের উত্তেজনা যেন আরো বাড়লো।

: রাশিয়া আমাদের মিসাইল দেবে।

: মিসাইল : আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়—উত্তেজনা। কারণ আমি জানতুম যে, লন চ্যানী এই কথা জানতে পারলে খুশী হবেন। বলবেন—পাপাজান সত্যি একটি ভালো খবর দিয়েছে।

: হ্যাঁ, আজকাল রাশিয়া এক নতুন ধরনের অস্ত্র বের করেছে। কোনো প্লেন আকাশে উড়লে এই মিসাইল দিয়ে প্লেন ধ্বংস করা যায়। ইউসুফ তুমি এতো কথা জানতে চাইছো কেন?

আমি নাদিয়ার মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরলুম। নাদিয়ার নরম তুলতুলে দেহ। আমিও বেশ খানিকটা উত্তেজিত হয়েছিলুম।

: ডার্লিং, আমি দামাস্কাসে ব্যবসার জন্য অনেক টাকা ইনভেষ্ট করেছি। তাই এই দেশের প্রতিটি খবর আমার জানা দরকার। কারণ প্রয়োজন হলে আমি আর্মির মাল সাপ্লাই করবার জন্য কন্ট্রাক্ট নেবো।

: তুমি আর্মিতে মাল সাপ্লাই করবার জন্য কন্ট্রাক্ট নেবে? নাদিয়া বেশ সহজ সরল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো। জানো ইউসুফ, আমি তোমার সঙ্গে ব্যবসা করতে পারি। আমার টাকার দরকার। মাদাম রুকশানা প্রতি শনিবার বেইরুট এবং প্যারীতে যান। আমিও ঐ সব জায়গা বেড়াতে চাই।

: নিশ্চয় নিশ্চয়—তোমাকে আমার মাল সাপ্লাইর বিজনেসের পার্টনার

করবো। কিন্তু আর একটা কথা বলো। তোমাদের ডিফেন্স ট্রিটি কবে স্বাক্ষরিত হবে। আর রাশিয়া সিরিয়াকে কী ধরনের মিসাইল দেবে? রাশিয়া কী সিরিয়াকে কোনো বিশেষ রাডার দেবে?

: অতো কথা বাপু আমার মনে নেই—নাদিয়া মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলো। তবে শুনেছি ডিফেন্স ট্রিটি নিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমরা একটা ডেলিগেশন শীগ্‌গিরই কায়রোতে পাঠাবো। ডিফেন্স ট্রিটি নিয়ে ওরা বিস্তারিত আলোচনা করবেন। আমাদের ক্যাবিনেট ঠিক করেছেন যে, গোলান উপত্যকায় কিছু রাডার বসানো হবে। এই রাডার সাপ্লাই করবে রাশিয়া।

: কী ধরনের রাডার? আমি জানবার আগ্রহ প্রকাশ করলুম।

: অতো কথা বলতে পারবো না বাপু। কথা বলে সময় নষ্ট করো না ইউসুফ। আজ আমি ক্লান্ত, জীবন উপভোগ করতে চাই।

আমি নাদিয়াকে নিরাশ করলুম না। সেদিন শেষ রাত্রে আমি লন চ্যানীর কাছে এই আলাপ-আলোচনার একটা সারাংশ পাঠালুম। লন চ্যানি আমাকে এই খবরের জন্য ধন্যবাদ জানালেন।

নাদিয়া আমার বাড়ীতে রাত কাটিয়েছিলো। এ খবর আরো দু'জনে জানতে পেরেছিলেন। একজন হলেন জেনারেল রমাদান—আর একজন হলেন মাদাম রুকশানা।

রাত বারোটার সময় জেনারেল রমাদানের প্রাইভেট টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের অপর প্রান্তে ছিলো সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বিশ্বস্ত কর্মচারী গিয়াসুদ্দীন।

: কী খবর গিয়াস? জেনারেল রমাদান তাঁর ক্লান্ত নিদ্রালু চোখের জড়তা ভেঙ্গে এই প্রশ্ন করলেন।

: আজ রাত এগারোটার সময় ক্যাবিনেট মিটিং শেষ হয়েছে।

: তারপর? জেনারেল রমাদান বুঝতে পারলেন যে, তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর সামান্য এই খবর দেবার জন্য তার ঘুম ভাঙ্গায় নি। খবর এর চাইতে মূল্যবান এবং জরুরী।

: মিটিং শেষে প্রাইম মিনিষ্টারের সেক্রেটারি নাদিয়া গাড়ী করে বেরিয়ে গেছে।

: কোথায়? আবার জেনারেল রমাদান কৌতূহলী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

: ইউসুফ আব্বাসের বাড়ীতে। আমি ওর বাড়ীর সামনে দু'জন লোক মোতায়েন রেখেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত মিস নাদিয়া ঐ বাড়ী ছেড়ে আর অন্য

কোথাও যান নি।

জেনারেল রমাদান একটু বিচলিত হলেন। কারণ তিনি কখনই মিস নাদিয়াকে সন্দেহ করেন নি। তাঁর বদ্ধ ধারণা ছিলো যে, মাদাম রুকশানাই ইউসুফ আব্বাসের বান্ধবী। ইউসুফ আব্বাস যে ইস্রাইলী স্পাই, এই অভিযোগ করবার মতো কোনো প্রমাণ পান নি। বরং তদন্তে প্রকাশ পেয়েছে যে, ইউসুফ আব্বাস একজন খাঁটি ব্যবসায়ী। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কটন বিক্রী করে থাকেন। তার ষ্টিরিও ক্লাবে মেয়েমানুষ নিয়ে হৈ-হল্লা হলেও কোনো অবৈধ আপত্তিকর আলোচনা হয় না।

শুধু তাই নয়। জেনারেল বাহাউদ্দীন ইউসুফ আব্বাসের গুণগ্রাহী এবং তাঁর ষ্টিরিও ক্লাবের রেস্তরাঁর নিয়মিত খদ্দের। জেনারেল বাহাউদ্দীন ইউসুফ আব্বাসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ কানে তুলবেন না। একদিন তিনি বাহাউদ্দীনকে সতর্ক করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বাহাউদ্দীন তাঁর নালিশকে একেবারে আমল দেন নি। বরং জেনারেল রমাদানকে ধমক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, রমাদান তোমার বড্ডো সন্দিগ্ধ মন। সবাইকে তুমি সন্দেহ করো। ওর ক্লাবের রেস্তরাঁর খাবার চমৎকার।

আর একটা কারণে জেনারেল রমাদান ইউসুফ আব্বাসকে জালে ফেলতে পারছেন না। সে কারণ হলো তার প্রধান শত্রু মাদাম রুকশানা।

আজ মাদাম রুকশানার কথা মনে হতেই জেনারেল রমাদানের মাথায় দুষ্টবুদ্ধি জাগলো। তিনি জানেন যে মেয়েদের হিংসা, দ্বেষ প্রবল। মাদাম রুকশানাকে খবর দিতে হবে যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী নাদিয়া ইউসুফ আব্বাসের বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন। এ খবর পেলে রুকশানা আর কখনই ইউসুফ আব্বাসের মুখ দেখবেন না। বন্ধুত্বের ফাটল ধরবে। দ্বিতীয়তঃ জেনারেল রমাদান খবর পেয়েছেন যে, কাল ট্রাকে করে ইউসুফ আব্বাস কিছু কটন আমানে পাঠাবেন। জেনারেল রমাদান ঠিক করলেন যে, ট্রাকের ভেতর কিছু বেআইনী অস্ত্র পাঠাবেন। এই অস্ত্র পাঠাবার খবর জর্ডনের ইনটেলিজেন্স চীফ এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী রসুল কিলানীকে দেবেন। সীমান্তে এই ট্রাক সার্চ করা হবে। বেআইনী মাল পাওয়া যাবে। আর এই মাল আবিষ্কার হবার সঙ্গে সঙ্গে জর্ডনের সম্রাট সিরিবান সরকারের কাছে প্রতিবাদ জানাবেন। প্রতিবাদের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল রমাদান দামাস্কাসে তদন্ত সুরু করবেন। তদন্তে জানা যাবে যে, মাল পাঠিয়েছিলো ইউসুফ আব্বাস। তাই এই অভিযোগে ইউসুফ আব্বাসকে গ্রেপ্তার করা যাবে।

অনেকক্ষণ চিন্তা ভাবনা করবার পর জেনারেল রমাদান গিয়াসুদ্দীনকে

জিজ্ঞেস করলেন, মাদাম রুকশানা কোথায়?

গিয়াসুদ্দীন চট করে জবাব দিলো না। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। গিয়াসুদ্দীনের মৌনতা দেখে জেনারেল রমাদান বুঝতে পারলেন যে তার বিশ্বস্ত অনুচর জবাব দিতে কুণ্ঠাবোধ করছে।

: কী ব্যাপার, চুপ করে রইলে কেন? বেশ একটু ভারিক্কীকণ্ঠে জেনারেল রমাদান প্রশ্ন করলেন।

: স্যার, ট্রিপলি ক্লাবে একজন হাবসী বারম্যান আছে। আজ বিকেলে মাদাম রুকশানা ওর বাড়ীতে গেছেন। এখন অবধি উনি ঐ হাবসী বারম্যানের বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসেন নি।

গিয়াসুদ্দীনের জবাব শুনে জেনারেল রমাদানের মুখ বেশ কিছুক্ষণের জন্য গম্ভীর হয়ে রইলো। তাঁর প্রেয়সী মাদাম রুকশানা আজ রাত কাটাবার জন্য এক হাবসী বারম্যানের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছে। ব্যাপারটি লজ্জার। কিন্তু জেনারেল রমাদান জানেন যে মাদাম রুকশানা বার্থ পার্টির নেতা, প্রাইম মিনিষ্টার এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনকে তার ডান হাতের মুঠোয় রেখেছেন; তাই রুকশানার বিরুদ্ধে কোনো নালিশ কিংবা অভিযোগ করে লাভ হবে না। বরং তিনি হয়তো তার স্বামী সৈয়দ মুস্তাফাকে খবর দিতে পারেন যে, তার স্ত্রী এক বারম্যানের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে। কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা কী তার কথা বিশ্বাস করবেন? আর বিশ্বাস করলেও সৈয়দ মুস্তাফা কী তার বিরুদ্ধে কিছু করবেন? অসম্ভব; কারণ সৈয়দ মুস্তাফা প্রকাশ্যে যে কাজ করতে পারেন না অর্থাৎ বিদেশী শক্তির কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা গ্রহণ করতে পারেন না, সে অর্থ তিনি তাঁর স্ত্রীর মারফৎ নিয়ে থাকেন। জেনারেল রমাদান জানেন যে সৈয়দ মুস্তাফা কখনই তাঁর স্ত্রীকে চটাতে সাহস করবেন না।

জেনারেল রমাদান ভাবলেন যে তিনি রুকশানার হাবসী বারম্যানের সঙ্গে রাত্রিবাসের খবর ইউসুফ আব্বাসকে দেবেন—আর ইউসুফ আব্বাস যে নাদিয়ার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছে সে খবরটি রুকশানাকে দেবেন। কিন্তু তার আগে তাকে জানতে হবে যে নাদিয়া কী ইউসুফ আব্বাসকে কোনো সরকারী গোপন খবর দিয়েছে।

শেষের কথাটি জানারার জন্য জেনারেল রমাদান জিজ্ঞেস করলেন: গিয়াস, ইউসুফ আব্বাসের বেডরুমে কী কোনো মাইক্রোফোন বসানো আছে?

গিয়াসুদ্দীন চুপ করে কী জানি ভাবলো। তারপর বললো, আমরা ওর ঘরে একটা মাইক্রোফোন বসিয়েছিলুম। কিন্তু আজকাল ঐ মাইক্রোফোন কাজ করছে না। হয়তো ইলেকট্রীক তারগুলো ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু স্যার,

আপনি কী ইউসুফ আব্বাসকে অবিশ্বাস করেন? মানে ওর সঙ্গে কী বিদেশী শক্তির কোনো যোগাযোগ আছে? উনি সম্প্রতি বার্থ পার্টির মেম্বার হবার জন্য আবেদন করেছেন। মেম্বার উনি সহজেই হবেন। কারণ আমি খবর পেয়েছি সৈয়দ মুস্তাফা আর জেনারেল বাহাউদ্দীন ওঁকে সাপোর্ট করছেন।

জেনারেল রমাদান হেসে জবাব দিলেন: গিয়াস, ইনটেলিজেন্সের কাজকর্মে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। এমন কি নিজের ডান হাতকে বিশ্বাস করো না। ইউসুফ আব্বাসকে আমি কেন বিশ্বাস করিনে জানো? প্রথমতঃ লোকটি প্রতিটি কাজ নিখুঁতভাবে করে যাচ্ছে। আইন মানছে, ব্যবসা করছে আর বার্থ পার্টিকে সমর্থন করছে, প্রেম করছে আর ষ্টিরিও ক্লাবের ব্যবসা করছে। জীবনে আমরা কখনও এত নিখুঁতভাবে কাজ করিনে। কখনও-না-কখনও আমরা ভুল ত্রুটী করবো। কিন্তু ওর কাজে কোনো ভুল ত্রুটী নেই। একেবারে কপিবুক। একমাত্র স্পাই ছাড়া কেউ এত নিখুঁতভাবে কাজ করতে পারে না। তুমি ভেবে দেখেছো যে, ইউসুফ আব্বাস বড়লোক কিন্তু আজ অবধি চলাফেরা করবার জন্য মোটরগাড়ী ব্যবহার করে না। কেন? কারণ স্পাই ইনফরমারের কাজ করবার নিয়ম হলো—গাড়ী কেনা বারণ। গিয়াসুদ্দীন, আমি ইউসুফ আব্বাসকে সন্দেহ করি কিন্তু আমার সন্দেহ প্রমাণ করবার মতো উপযুক্ত কোনো তথ্য নেই। যাক, আমি কাল খোলাখুলি আব্বাসের সঙ্গে কথা বলবো। দেখি লোকটাকে আমাদের জালে আটকাতে পারি কিনা?

বেশ সকালেই নাদিয়া চলে গেলো। আমি অবশ্যি শেষ রাত্রে বিছানা থেকে উঠে লন চ্যানীর সঙ্গে ওয়ারলেসে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলুম। আর নাদিয়ার সঙ্গে রাত্রে আমার যে আলাপ-আলোচনা হয়েছিলো তার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাঠিয়েছিলুম।

কিন্তু খুব ভোরেই আমার টেলিফোন বেজে উঠলো।

: ইউসুফ আব্বাস? টেলিফোনে অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর আমার কাছে অপরিচিত। তাই বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে টেলিফোনের বক্তার জবাব দিতে আমার বেশ খানিক্ষণ সময় লাগলো।

: কথা বলছি।

: আমার নাম জেনারেল রমাদান—

আমি জেনারেল রমাদানের কথা এবং কণ্ঠ শুনে বেশ হকচকিয়ে গেলুম এবং আমার মনে বেশ আতঙ্কও হলো। এতো সকালে সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তা আমাকে স্মরণ করছেন কেন? তাহলে কী উনি আমাকে

সন্দেহ করেছেন যে, আমি হলুম তেল আভিভের লোক। উনি কি জানেন যে গতরাত্রে প্রাইম মিনিষ্টারের সেক্রেটারী মিস নাদিয়া আমার সঙ্গে রাত্রি কাটিয়েছেন। আর গতরাত্রে সিরিয়ান ক্যাবিনেটের এক জরুরী বৈঠক হয়েছে। আর এই বৈঠকের প্রতিটি খুঁটিনাটি খবর মিস নাদিয়া জানতো? সর্বনাশ!

কিন্তু আমি এর জবাবে কোনো আতঙ্ক প্রকাশ করলুম না। বরং কণ্ঠে উৎসাহ দেখিয়ে বললুম, হ্যালো জেনারেল; কী ব্যাপার? এত সকালে আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন। বলুন আমি কী করতে পারি?

: আপনাকে কিছু করতে হবে না মিঃ আব্বাস। আজ সকালে আপনি আমার সঙ্গে ব্রেকফাষ্ট খাবেন। ভাবছি ব্রেকফাষ্ট খাবার সময় আমরা দু'চারটে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। বেশ ভারী গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল রমাদান বললেন।

প্রস্তাবটি শুনে আমি বিস্মত হলুম। জেনারেল রমাদান আজ হঠাৎ আমাকে কেন স্মরণ করলেন। কী বিষয় নিয়ে উনি আমার সঙ্গে আলোচনা করতে চান?

জেনারেল রমাদানের নিমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করলুম না। আমি তার মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে।

যথাসময়ে ওর বাড়ীতে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে বেশ একগাল হেসে জেনারেল রমাদান আমাকে আদর আপ্যায়ন করলেন।

: বসুন মিঃ আব্বাস। অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে আলাপ করবার ভারী ইচ্ছে আমার ছিলো।

আমি হেসে জবাব দিলুম, আমিও আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ব্যগ্র ছিলুম।

: আপনার সাহায্য চাই আব্বাস, জেনারেল রমাদান আমাকে বললেন।

আমি যেন জেনারেল রমাদানের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলুম না। উনি আমার কাছ থেকে কী ধরনের সাহায্য চান।

: বলুন আমি কি করতে পারি।

: আপনি আমাদের এক ব্যবসায়ীর কাছে ট্রাকে করে কটন পাঠাচ্ছেন?

: খবটি আপনি পেয়ে গেছেন দেখছি।

: কিন্তু এই মাল আপনি কাল পাঠাবেন?

: হ্যাঁ।

: কয় ট্রাক কটন যাবে?

: তিন ট্রাক।

: দামাস্কাস থেকে ট্রাক কখন ছাড়বে?

: ভোর পাঁচটা। ডেরাতে পৌঁছুবে সাতটার সময়। তারপর রামথা—বর্ডারপোষ্ট পৌঁছুবে ভোর সাড়ে সাতটার সময়। সেখানে মাল চেক হবে।

: আপনার গুদামে কোনো সিকিউরিটি গার্ড আছে ?

: হ্যাঁ।

: বেশ আজ বিকেলে আপনি ট্রাকের ভেতর আপনার মাল বোঝাই করবেন। ট্রাকে মাল বোঝাই শেষ হয়ে গেলে আপনি সিকিউরিটি গার্ডকে ছুটি দেবেন। তারপর আমার কয়েকজন লোক এসে ট্রাকের ভেতর আমাদের কিছু মাল বোঝাই করবে।

: আপনি বলছেন কী ? আমার কণ্ঠে ছিলো বিস্ময়, উত্তেজনা।

: হ্যাঁ, ইউসুফ আব্বাস। আমানে আমাদের এক বন্ধুর কাছে কিছু মাল পাঠাতে চাই। আমাদের গাড়ী করে এই মাল পাঠাবার কিছু বিপদ আছে। তাই ঠিক করেছি আমরা আপনার গাড়ী করে এই মাল পাঠাব।

: কিন্তু কী ধরনের মাল পাঠাবেন সে কথা আমার জানা দরকার। নইলে কখনও কাষ্টমস চেকের সময় যদি কোনো কিছু আপত্তিজনক পাওয়া যায় তাহলে এর জবাবদিহি আমাকে করতে হবে। মনে রাখবেন আমি জর্ডনের সঙ্গে বেশ বড় রকমেব ব্যবসা সুরু করেছি।

আমার কথা শুনে জেনারেল রমাদান হাসলেন। বললেন : ধরুন যদি জর্ডনের কাষ্টমস আপনার গাড়ী পরীক্ষা করে আপত্তিজনক কিছু পায় তাহলে বেশ কিছুদিনের জন্য আপনি জর্ডনের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবেন না। তাই নয় কী ? কিছুদিন ঐ দেশের সঙ্গে আর ব্যবসা নাইবা করলেন। আর যদি জর্ডন সরকার সিরিয়ান সরকারের কাছে আপত্তি জানায় তাহলে আমরা সমস্ত ঘটনা তদন্ত করে রিপোর্ট দেবো। রিপোর্টে আমরা আপনাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করবো। অবশ্যি এর জন্য একজনকে দোষী করতে হবে বৈ কী। তার জন্য আপনি কোনো চিন্তা করবেন না।

আমি জেনারেল রমাদানের প্রস্তাব শুনে মনে মনে আতঙ্কিত হলুম বটে কিন্তু বাইরে আমার মনের বিচলিতা প্রকাশ করলুম না। আমি জানতুম আজ আমাকে কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হচ্ছে। যদি লন চ্যানী জানতে পারে যে আমি স্মাগলিং'র কাজ করছি তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। আর আজ আমি যদি জেনারেল রমাদানের প্রস্তাবমুযায়ী কাজ না করি তাহলে আমাকে আরো বিপদে পডতে হবে। জেনারেল রমাদান বাজিয়ে দেখতে চান যে আমি ইস্রাইলী স্পাই কিনা ?

জেনারেল রমাদান কফির কাপ আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কফি

প্লিজ, মিষ্টার আব্বাস। হাঁ একটা কথা। আজ আপনার সঙ্গে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করলুম সে কথাগুলো গোপন রাখবেন। একথা আমি বাইরের বাজারের কাউকে জানতে দিতে চাইনে। আপনার ষ্টিরিও ক্লাব হলো দামাস্কাসের গুজবের বাজার।

জেনারেল রমাদাম এই কথা বলে জোরে হেসে উঠলেন। তারপর আবার বললেন, কিছু মনে করবেন না মিষ্টার আব্বাস, একটা কথা আপনাাক না জিজ্ঞেস করে পারছি নে। বলুন তো—প্রেমিকা কে ভালো? রুকশানা না মিস রুকশানা?

আমি অবশ্যি জবাব দেবার সময় মৃদু হাসলুম। বললুম, জেনারেল, আমি ব্যবসায়ী—প্রেমের চাইতে পয়সা-কড়ির হিসেব বুঝি ভালো।

: বেশ তাহলে আমাকে আর একটি খবর দিন।

: কী খবর!

: বেইরুটে আমান ব্যাঙ্কের কর্তা মিঃ নুরুদ্দীন এবং তার সহকর্মী মিঃ জনকে চেনেন?

নুরুদ্দীন এবং জনের নাম শুনে আমি চমকে উঠলুম। বুঝতে পারলুম যে, জেনারেল রমাদানের স্পাই আমার বেইরুটের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর সংগ্রহ করেছে। আমি এর জবাবে কী বলবো? আমি কী অস্বীকার করবো যে এদের তু'জনকে আমি চিনি নে। কিন্তু যদি কখনও জেনারেল রমাদান জানতে পারেন যে তেল আভিভের কর্তারা লণ্ডন, ন্যুইয়র্কের ব্যাঙ্কের মারফৎ আমান ব্যাঙ্কের টাকা পাঠাচ্ছে তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে।

আমি একবার জেনারেল রমাদানের চোখের পানে তাকালুম। তার ধূর্ত চোখ দেখে বুঝতে পারলুম আজ আমাকে শেয়ালের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে হবে। না এই দাবার খেলায় আমি পরাজিত হতে চাই নে।

আমান ব্যাঙ্কের সঙ্গে আমার ব্যবসা আছে। আমি যে আমান ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবসা করি—এ খবর আপনার সিরিয়ান ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের কর্তারা জানেন।

: আমান ব্যাঙ্কের বর্তমান পরিস্থিতি কী রকম? অর্থাৎ আপনি বাজারের গুজব নিশ্চয় শুনেছেন যে ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাস নেই।

এবার আমি মিথ্যে কথা বললুম।

: আমান ব্যাঙ্কে আমার কোনো এ্যাকাউণ্ট নেই জেনারেল।

: তাই নাকি? বেশ মুচকি হেসে জেনারেল রমাদান বললেন: বেশ ব্যাপারটি একটু তদন্ত করে দেখতে হবে। যাক, আপনাকে বিরক্ত করলুম মিষ্টার আব্বাস। আপনার সহায়তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। আর একটা কথা। ভাবছি

আজ রাত্রে আপনার ষ্টিরিও ক্লাবে একবার যাবো। শুনেছি ওখানে মারিয়াম বলে একটি সুন্দরী মেয়ে আছে।

: মেয়েটি আমার বোন জেনারেল। আমার কথা শুনে জেনারেল রমাদান হাসলেন।

আমি জানি। কিন্তু আপনার বোন বেশ চঞ্চলা। আমি খবর পেয়েছি যে আপনার বোন মারিয়াম আমির ভেতর এক বিরাট প্রেমের জাল ফেঁদেছে। আর সেই জালে অনেক বড বড় রুই কাতলাদের ধরা হয়েছে। আমি জানতে চাই মারিয়াম সত্যিই আপনার বোন কিনা? যদি আপনার বোন হয়ে থাকে তাহলে কী উদ্দেশ্যে সে এই ধরনের উশৃঙ্খল জীবন-যাপন করছে। না, মিষ্টার আব্বাস সমস্ত ব্যাপারটি আমার কাছে বেশ জটিল রহস্য বলে মনে হচ্ছে···। তাই ব্যাপারটি আর একটু তদন্ত করে দেখতে চাই।

আমি মনে মনে হাসলুম। কারণ আমি জানতুম যে প্রতি সন্ধ্যায় ডিনার খেতে জেনারেল বাহাউদ্দীন আমার ষ্টিরিও ক্লাবে যান। ঐ সময়ে গিয়ে জেনারেল রমাদান কোনো খোঁজখবর নিতে পারবেন না। আর তারপরেই আসবেন মাদাম রুকশানা—জেনারেল রমাদানের শত্রু।

: ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয় আসবেন আমার ষ্টিরিও ক্লাবে। আজ রাত্রে আপনি হবেন আমার স্পেশাল গেষ্ট। আপনার জন্য জেনারেল বাহাউদ্দীনের পাশের টেবিল বুক করে রাখবো।

আমি এবার জেনারেল রমাদানের কাছ থেকে চলে এলুম।

বাড়ীতে এসে আমি লন চ্যানীর কাছে জরুরী খবর পাঠালুম।

এক: বললুম যে, সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স চীফ জেনারেল রমাদান আমাকে সন্দেহ করতে সুরু করেছেন। তিনি আমার কটনের ট্রাকে করে কিছু বেআইনী মাল আমানে পাঠাবার চেষ্টা করছেন। কী ধরনের মাল পাঠাবেন আমি জানতে পারিনি, তবে আমি আশঙ্কা করছি উনি আমানে কিছু বেআইনী অস্ত্র পাঠাবার চেষ্টা করছেন। যদি কাষ্টমস পরীক্ষা করে এই অস্ত্র উদ্ধার করে তাহলে আমাকে বিপদে পড়তে হবে। আপনি আমাদের কাট আউটের মারফত জর্ডনের ইনটেলিজেন্স চীফ রসুল বিলানীকে এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেবেন।

দুই: আমান ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা সুবিধাজনক নয়। সম্প্রতি ডলার বেচাকেনা করতে গিয়ে নুরুদ্দীন অনেক টাকা খেসারত দিয়েছেন। লিকুইড ক্যাসেরও টান পড়েছে। সিরিয়া রাশিয়া থেকে লিকুইড ক্যাস চেয়েছে। নুরুদ্দীন হয়তো এ টাকা দেবেন। না দিয়ে তাঁর উপায় নেই। কারণ ইচ্ছে করলে

রমাদান কাল সকালে আমান ব্যাঙ্কে গোলমাল সৃষ্টি করতে পারেন। কারণ আমান ব্যাঙ্কে অনেক সিরিয়ান ক্লায়েন্ট আছে।

তিন : প্রতিরাত্রে জেনারেল বাহাউদ্দীন আমার ষ্টিরিও ক্লাবে ডিনার খেতে আসছেন। ওর প্রতিটি জিনিষ বেশ ঘি এবং চর্বি দিয়ে রান্না করা হয়। আমি দশ দিনের মধ্যে ওর একটা হার্ট এ্যাটাক আশঙ্কা করছি।

চার : দু'একদিনের মধ্যে ইজিপ্ট সিরিয়ার মধ্যে মিউচুয়াল ডিফেন্স প্যাক্ট নিয়ে আলাপ-আলোচনা সুরু হবে। আলোচনা সুরু করবার জন্য রাশিয়া খুব আগ্রহ দেখাচ্ছে।

এই খবরের জবাবে লন চ্যানী আমাকে জানালেন : খবরগুলো মূল্যবান। একটু সাবধানে কাজ করো। জেনারেল রমাদানের সন্দেহ যেন দৃঢ় না হয়। আমরা তোমার খরচ পত্রের জন্য ক্যাস ডলার লোক মারফৎ পাঠাচ্ছি।

নিজের দপ্তরে এসে জেনারেল রমাদান এক বেনামী চিঠি পেলেন।

চিঠিখানা দামাস্কাস শহরের জেনারেল পোষ্ট অফিসে পোষ্ট করা হয়েছে।

'খবরটি আপনাকে জানানো দরকার বলেই আজ আপনাকে এ বেনামী চিঠি লিখছি। আমি কে একথা জানবার চেষ্টা করবেন না। কারণ আপনার তদন্ত ফলপ্রসূ হবে না।

আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীন জানতে পেরেছেন যে আপনি জর্ডনের সম্রাটকে হত্যা করবার জন্য কিছু অস্ত্র পাঠাচ্ছেন। কবে কী করে এই জিনিষ পাঠাবেন এই খবরও তিনি জানতে পেরেছেন। আপনার দপ্তরে নিশ্চয় কোনো স্পাই কাজ করছে। নুরুদ্দীন এই খবর বেশ চড়া দামে মালেক হোসেনের কাছে বিক্রী করছেন।

খবরটি বিশেষ গোপনীয়।'

জেনারেল রমাদান দু' তিনবার চিঠিখানা পড়ে বিস্মিত হলেন।

নুরুদ্দীন তার গোপন ষড়যন্ত্রের খবর কী করে জানতে পারলো।

এ খবর কী ইউসুফ আব্বাস নুরুদ্দীনকে দিয়েছে?

না, ইউসুফ আব্বাস এ ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি নুরুদ্দীনকে এ খবর কখনই দেবেন না। কিন্তু যদি আব্বাস এই খবর রুকশানাকে দিয়ে থাকে? রুকশানা জেনারেল রমাদানের শত্রু। রুকশানা নিশ্চয় মোটা টাকা পেয়েছে।

জেনারেল রমাদান যতই এ কথা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন ততই তাঁর ধারণা বদ্ধমূল হলো যে রুকশানা স্পাই। আর রুকশানার কর্তাও হলেন স্পাই।

তিনি দু'জনকেই ধরতে চান। কিন্তু কাউকে গ্রেফতার করতে হলে প্রমাণ চাই!

জেনারেল রমাদান খানিকক্ষণ চুপ করে কী জানি ভাবলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন যে বেইরুটে গিয়ে জেনারেল রমাদানের সঙ্গে দেখা করবেন। রুকশানা ইউসুফ আব্বাসের সঙ্গে কী সম্পর্ক এ কথাটা তিনি যাচাই করতে চান। কিন্তু তারপরে তাঁর মনে হলো যে আজ ইউসুফ আব্বাসকে শুধুমাত্র রুকশানাই খবর দিচ্ছে না, প্রাইম মিনিষ্টারের সেক্রেটারীও ইউসুফ আব্বাসের স্পাই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এদের সবার মুখোশ খুলে দিতে হবে।

জেনারেল রমাদান ঠিক করেছিলেন যে পরের দিন সকালে তিনি বেইরুটে যাবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেদিন তার বেইরুটে যাওয়া হলো না।

কারণ সেদিন ঠিক সন্ধ্যার পর জেনারেল বাহাউদ্দীন হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হলেন।

খবরটা বিদ্যুৎ গতিতে দামাস্কাসের সরকারী মহলে ছড়িয়ে পড়লো। শুধু খবর প্রচার হওয়া নয়, বার্থ পার্টির নেতারা চিন্তিত হলেন। কিন্তু বাজারের কেউ জানতে পারলো না যে বাহাউদ্দীনের এই হার্ট এ্যাটাক সাধারণ হার্ট এ্যাটাক নয়, এ হলো তাকে খুন করবার পরিকল্পনা। কেউ, এমনকি ডাক্তার এবং জেনারেল রমাদান ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করেন নি যে জেনারেল বাহাউদ্দীনের হার্ট এ্যাটাকের পেছনে আমার হাত আছে।

জেনারেল বাহাউদ্দীনের হার্ট এ্যাটাকের খবর শুনে আমি মিলিটারী হাসপাতালে গেলুম। খবর নিতে অর্থাৎ এই হার্ট এ্যাটাক কত দূর মারাত্মক হয়েছে, সেইটে আমার জানা একান্ত দরকার। এই খবর আমাকে এক্ষুণি লন চ্যানীর কাছে পাঠাতে হবে। বলতে হবে আমার অপারেশন সাকসেসফুল।

মিলিটারী হাসপাতালে গিয়ে দেখলুম ডাক্তার নার্সেরা ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। আর বার্থ পার্টির নেতারা চিন্তিত হয়ে হাসপাতালের ওয়েটিং রুমে দাঁড়িয়ে আছে। সবার মুখে এক প্রশ্ন জেনারেল বাহাউদ্দীন কী বাঁচবেন?

ঘরের এক প্রান্তে জেনারেল রমাদান দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে তাকালেন। আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

জেনারেল রমাদান আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাল সব গাড়ীতে তোলা হয়েছে?

আমি ওর প্রশ্ন শুনে বিস্ময় প্রকাশ করলুম। আশ্চয! জেনারেল বাহাউদ্দীন মরতে চলেছেন আর দেশের চীফ সিকিউরিটি অফিসার জিনিস আগল করা

নিয়ে চিন্তা করছেন।

কিন্তু জেনারেল রমাদানের প্রশ্ন শুনে মনে মনে খুশী হলাম।

লোকটা তাহলে আমাকে সন্দেহ করেনি যে বাহাউদ্দীনের হার্ট এ্যাটাকের প্রধান কারণ হলুম আমি। যদি ঘুণাক্ষরে ও জানতে পারতো যে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে ভালো খাইয়ে তাকে আমি মৃত্যুর পথে টেনে নিয়েছি তাহলে এতক্ষণে জেনারেল রমাদান আমাকে ফাঁসি দিতেন।

: সন্ধ্যার পরে ট্রাকে মাল ভর্তি শেষ হবে।

: তারপর আপনার চৌকিদারকে ছুটি দেবেন। আমার লোক গিয়ে ট্রাকে আমাদের মাল বোঝাই করবে—জেনারেল রমাদান বেশ আদেশের সুরেই বললেন।

: আপনি সিরিয়াসলি বলছেন জেনারেল—আমি ইচ্ছে করেই এই অহেতুক প্রশ্ন করলুম। তারপরই দেখতে পেলুম যে, আমার প্রশ্ন শুনে জেনারেল রমাদানের মুখ লাল হয়ে উঠেছে। বুঝতে পারলুম উনি আমার প্রশ্ন শুনে বিরক্ত বোধ করছেন।

: সিরিয়ার ইনটেলিজেন্স চীফ কারু সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করে না। বেশ গম্ভীর কণ্ঠে জেনারেল রমাদান বললেন।

কিন্তু আমাদের আলাপ-আলোচনায় বাধা পড়লো।

দু'জন ডাক্তার রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ওদের হাতে ছিলো জেনারেল বাহাউদ্দীনের অবস্থার বুলেটিন। সবাই যখন বেশ আগ্রহ নিয়ে বুলেটিন পড়ছিলো, আমি তখন আতঙ্কিত মন নিয়ে ভাবছিলুম যে জেনারেল বাহাউদ্দীন কী বাঁচবেন ?

ডাক্তারের বুলেটিনে বলা হয়েছিলো যে জেনারেল বাহাউদ্দীন মাইওকারডিয়াক ইনফ্রাকশনে ভুগছেন।

আমি তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে লন চ্যানীকে খবর পাঠালুম, আমাদের প্রথম অপারেশন সাকসেসফুল। জেনারেল বাহাউদ্দীন হার্ট এ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন। ডাক্তার বলছেন মাইওকারডিয়াক ইনফ্রাকশন।

কিছুক্ষণ পরে লন চ্যানী আমাকে খবর পাঠালো, বাহাউদ্দীনের কী ধরনের মাইওকারডিয়াক ইনফ্রাকশন হয়েছে তার পুরো খবর পাঠাও। এ ছাড়া আমরা সম্ভব হলে কার্ডিওগ্রামের রেজাল্ট, ক্লিনিক্যাল টেষ্টের পুরো খবর চাই।

লন চ্যানীর প্রাপ্ত খবর পেয়ে আমি বিপদে পড়লুম। আমি ডাক্তার নই—হার্ট স্পেশালিষ্টও নই। এসব খবর যোগাড় করা এবং বুঝে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তবু আজ আমাকে লন চ্যানীর নির্দেশ পালন করতে হবে।

ভাবতে লাগলুম কী করে জেনারেল বাহাউদ্দীনের কার্ডিওগ্রামের ফলাফলের খবর সংগ্রহ করবো। রুকশানা বেইরুট গেছে—নাদিয়া এই ধরনের খবর সংগ্রহ করতে পারবে না। এই খবর আমি শুধু হাসপাতালের ডাক্তারের কাছ থেকে যোগাড় করতে পারবো। কিন্তু ওরা যা বলবেন সে কথা কী আমি বুঝতে পারবো? আমি ডাক্তারী বিদ্যার কিছুই জানিনে। আমি শুধু জানি যে হার্ট এ্যাটাক হলে লোকে মারা যায়।

আমি আবার মিলিটারী হাসপাতালে ফিরে গেলুম। দেখতে পেলুম জেনারেল বাহাউদ্দীনের অসুখের খবর জানতে বড় বড রাজনৈতিক নেতারা এবং সামরিক বাহিনীর কর্তারা এসে হাজির হয়েছেন। এই ভীড়ের মধ্যে সৈয়দ মুস্তাফাও ছিলেন। আমি গিয়ে সৈয়দ মুস্তাফার সঙ্গ নিলুম।

সেদিন সৈয়দ মুস্তাফা ব্যস্ত ছিলেন। আমার সঙ্গে কথা বলবার সময় তার ছিলো না। তিনি প্রতি ডাক্তারকে হাজার রকমের প্রশ্নবাণে জর্জরিত করছিলেন। আমি প্রশ্নগুলো আর তার জবাব শুনছিলুম।

: কখন এ্যাটাক হলো—সৈয়দ মুস্তাফা জিজ্ঞেস করলেন।

: আজ বিকেল তিনটের সময়। আজ কিছুদিন যাবৎ ওর ব্লাডপ্রেসার বেশী ছিলো। আমরা ওকে বিশ্রাম নিতে বলেছিলুম। কিন্তু উনি বললেন, শিগ্‌গিরই ইজিপ্টে একটি মিলিটারী ডেলিগেশন পাঠাতে হবে। এ ব্যাপার নিয়ে কিছু জরুরী কাগজপত্র দেখা দরকার। এ ছাড়া ওর ব্লাড ক্লোরষ্টরল বেশ বেড়ে গিয়েছিলো। খাওয়া দাওয়া এবং কিছু এক্সারসাইজ করতে বলেছিলুম। কিন্তু উনি আমাদের কথায় কান দেন নি।

: আপনারা কী কী সিম্পটম লক্ষ্য করেছেন? প্রশ্নটি আমিই করলুম। কিন্তু আমার প্রশ্ন এত শিশুসুলভ ছিলো যে কেউ সন্দেহ করলো না যে আমি কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রশ্ন করেছি।

: আজ দুপুরে উনি বিশ্রাম করছিলেন। হঠাৎ ওর বুকে একটা ব্যথা হয়। তীব্র ব্যথা যেন কেউ গায়ে সূচ ফোটাচ্ছে। এর পর অস্থিরতা অনুভব করেন। আমরা তাড়াতাড়ি ওকে দেখতে গেলুম। পালসের ভল্যুম কমে গিয়েছিলো। ব্লাডপ্রেসার নেমে গিয়েছিলো। হার্টবীটের শব্দ পাল্টে গেলো। জ্বরও কিছুটা ছিলো। টেম্পারেচর একশো।

: আপনারা কার্ডিওগ্রাম করেছেন? এবার সৈয়দ মুস্তাফা প্রশ্ন করলেন।

: হ্যাঁ। আমরা কার্ডিওগ্রামে ওয়েভ এবনর্ম্যাল পেয়েছি। কিউ ওয়েভ একটু উঁচু একটু গভীর। এস. টি. সেগম্যাণ্টে পরিবর্তন আছে। টি. ওয়েভ ইনভারটেড। কার্ডিওগ্রামের লীড ওয়ান, এ. ভি. এল. এবং ভি-থেকে 2V4 Antero Septal

Infraction পেয়েছি। কিন্তু এসব ডাক্তারী কথা আপনারা বুঝবেন কী?

ডাক্তার একসঙ্গে এতোগুলো কথা বলে চুপ করলেন। তারপর আমার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: আপনি কী করেন?

আমি তাড়াতাড়ি জবাব দিলুম। কারু মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে। এছাড়া আমি জেনারেল রমাদানের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলুম। যদি জেনারেল রমাদান দেখতে পান আমি ডাক্তারকে রুগীর অবস্থা সম্বন্ধে হাজার প্রশ্ন করছি তাহলে ওর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। সব কিছুতেই ওর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

: আমি বিজনেসম্যান। জেনারেল বাহাউদ্দীনের বন্ধু। আচ্ছা বলুন তো উনি কী এ-যাত্রায় রক্ষা পাবেন?

ডাক্তার আবার আমার মুখের পানে তাকালেন। কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন: দেখুন, হার্ট পেশেন্টের জীবন মৃত্যু নিয়ে কেউ কোনো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পাবে না। তবে আমরা ক্লিনিকাল টেষ্টের ফলাফলের জন্য প্রতীক্ষা করছি। ক্লিনিক্যাল টেষ্টের উপর ওর জীবন মৃত্যু নির্ভর করছে।

আমি আবার বাড়ীতে ফিরে এলুম।

লন চ্যানীর কাছে খবর পাঠালুম।

জেনারেল বাহাউদ্দীনের মাইওকারডিয়াক ইনফ্রাকশন হয়েছে। কাডিওগ্রামে 'কিউ' ওয়েভের পরিবর্তন এবং অস্বাভাবিকতা দেখা দিয়েছে। এনজাইম টেষ্ট বারো ঘণ্টা পরে করা হবে। তার আগে ডাক্তার ওর জীবন মৃত্যু নিয়ে কোনো কথা বলতে পারছেন না।

বারো ঘণ্টা পরে আমি লন চ্যানীর কাছে খবর পাঠালুম: দুটো সিরাম এনজাইম টেষ্ট করা হয়েছিলো। 'এস. জি. পি. টি.' টেষ্টে একশো কুড়ি ইউনিট পর্যন্ত পৌঁচেছিলো। বর্তমানে নর্ম্যাল। কিন্তু 'সি. কে. পি.' টেষ্টে সিরাম এনজাইম বাড়বার পর আবার নর্ম্যাল হয়েছে। 'এস. ডি. এইচ.' টেষ্ট এখনও করা হয়নি।

ভোরের দিকে আমি লন চ্যানীর কাছ থেকে খবর পেলুম: পেশেন্টের অবস্থার বিবরণী থেকে মনে হচ্ছে যে এ-যাত্রায় তিনি রক্ষে পেয়ে গেলেন। বাহাউদ্দীনকে খুন করবার আমরা যে পরিকল্পনা করেছিলুম সে উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে গেলো। আমাদের অপারেশন সিক্রেট এজেন্ট প্রথম পর্যায় ব্যর্থ হয়েছে। ইসার হেরেল এই ব্যাপারে খুব গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আপনাকে সতর্ক করে বলেছেন যেন আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আমান ব্যাঙ্কে গোলযোগ সৃষ্টি করা এবং সিরিয়ার ভেতর হাঙ্গামা সুরু করার প্ল্যানটি ব্যর্থ না হয়।

লন চ্যানীর তার পেয়ে আমি বিচলিত হলুম।

কিন্তু এই তার পাবার কিছুক্ষণ পরেই আমার দুশ্চিন্তা বাড়লো। এই দুশ্চিন্তা বাড়বার প্রধান কারণ হলো আমি আমান রেডিও থেকে খবরে শুনতে পেলুম: আমান রেডিওর বিশেষ সংবাদদাতা রামথা বর্ডার পোষ্ট থেকে জানাচ্ছেন যে গতকাল শেষ রাত্রে রামথা কাষ্টমস চেকপোষ্টে পর পর তিনটি বোমা বিস্ফোরণ করা হয়। এই বিস্ফোরণের দরুন প্রায় পনেরো জন মারা যান এবং কুড়ি জন আহত হন। আহত ব্যক্তিদের আমান সরকারী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের অবস্থা গুরুতর। বোমা বিস্ফোরণের দরুন কাষ্টমস অফিসের গুরুতর ক্ষতি হয়। কিছু প্রাইভেট গাড়ী এবং ট্রাকে আগুন ধরে যায়।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে জর্ডনের কাষ্টমসের কাছে খবর ছিলো যে সিরিয়া থেকে একটি ট্রাকে করে কিছু মারাত্মক অস্ত্র জর্ডনে স্মাগল করে আনা হচ্ছিলো। খবর কার কাছ থেকে পাওয়া গেছে সে জানা যায়নি। এই ট্রাক ভর্তি কটন ছিলো কিন্তু কটনের নীচে ছিলো ষ্টেনগান, অটোমেটিক লাইট মেশিনগান এবং বোমা। এই খবর পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাষ্টমস অফিসারেরা সিরিয়ার এই ট্রাকটি আটক করে এবং কষ্টমস অফিসার ট্রাক সার্চ করতে চায়। রামথা কাষ্টমসে এই ঘটনা পররাষ্ট্র দপ্তরে পৌছুবার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ান এম্বাসাডারকে তলব করা হয় এবং তার কাছে তীব্র প্রতিবাদ করা হয়।

বলা বাহুল্য, আমান রেডিওর ঘোষণা শুনে আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে এই ট্রাকের মালিক কে!

মালিক হলুম আমি।

আর আমার কটনের ট্রাকের ভেতর জেনারেল রমাদান চোরাই মাল পাঠিয়েছেন। চোরাইমাল হলো আর্মস।

আমান রেডিওর খবর শুনে আমি বিচলিত হলুম। আমার মুরুব্বি জেনারেল বাহাউদ্দীন অসুস্থ। আজ তার কাছে গিয়ে আর্জি পেশ করবার যো নেই। রুকশানাও দামাস্কাস শহরে নেই।

আমি কী করবো?

কিছুক্ষণ পরে দামাস্কাস রেডিও আমান রেডিওর অভিযোগের পাল্টা জবাব দিলো।

: দামাস্কাসের নাগরিকগণ, আমরা হোম মিনিষ্ট্রি থেকে একটি বিবৃতি পেয়েছি। সেই বিবৃতি পুরোপুরি পাঠ করা হচ্ছে।

: দামাস্কাসের নাগরিকগণ, আপনাদের সতর্ক করে বলা হচ্ছে আপনারা সাবধান হোন। সম্প্রতি দামাস্কাস নগরে এক বিদেশী স্পাই কাজ করছে।

গত দুই দিনের ভেতর পর পর কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে যার উল্লেখ করা আমরা প্রয়োজন বলে মনে করি।

: আমরা খবর পেয়েছি যে কোনো ইস্রাইলী স্পাই জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। জেনারেল বাহাউদ্দীন বর্তমানে ভালো আছেন। তবে তাকে কিছুদিন বিশ্রাম করতে হবে।

আমরা জানতে পেরেছি যে ইস্রাইলী স্পাইরা আমাদের আর্মির ভেতর অসন্তোষ বাড়াবার চেষ্টা করছেন।

: আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছি যে ইস্রাইলী স্পাইরা বর্তমানে বিশেষ তৎপর। কিন্তু স্পাইদের আমরা আজ অবধি ধরতে পারিনি। তাদের ধরবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা খবর পেয়েছি যে ইস্রাইলী স্পাইদের সঙ্গে কয়েকজন গণ্যমান্য নাগরিক এবং তাদের স্ত্রীরা কাজ করছেন।

: আমাদের আর একটি উল্লেখযোগ্য খবর হলো আজ শেষ রাত্রে দুটি সিরিয়ান কটন ট্রাককে জর্ডনের সীমান্ত প্রান্ত রামথাতে আটক করা হয়। জর্ডনের কাষ্টমস বিভিন্ন সূত্রে খবর পেয়েছিলো যে ট্রাকের ভেতর বেআইনী অস্ত্র ছিলো। কাষ্টমস অফিসারেরা ট্রাককে খুব ভালো করে সার্চ করে এবং বিবিধ ধরনের বেআইনী অস্ত্র ট্রাক থেকে উদ্ধার করে।

: ট্রাক সার্চ করবার সময় একটি দুর্ঘটনা হয়। একটি বোমা বিস্ফোরণের দরুন বেশ কিছু লোক মারা যায় এবং কয়েকজন আহত হন।

: আমরা খবর পেয়েছি যে এই ট্রাক দুটির মালিক ছিলেন এক সিরিয়ান নাগরিক।

: আমরা সিরিয়ান নাগরিকদের কাছে বিশেষ অনুরোধ জানাচ্ছি যে সম্প্রতি সিরিয়াতে ইস্রাইলী স্পাইরা বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছে তারা যেন সতর্ক হন।

আমি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে আমান এবং দামাস্কাস রেডিওর বক্তৃতার কথা নিয়ে ভাবতে লাগলুম। বুঝতে পারলুম যে আমি জেনারেল রমাদানের ফাঁদে পা দিয়েছি। এবার তিনি আমাকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করবেন। হয়তো বলবেন : তোমাকে ইস্রাইলী স্পাইর অভিযোগে গ্রেপ্তার করলুম। নইলে আমাকে বলবেন : ইউসুফ আব্বাস আমরা জানি তুমি কে, কী তোমার পরিচয়। তুমি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করো—ডবল এজেন্টের কাজ করো।

আমি মনে মনে ঠিক করলুম যে জেনারেল রমাদানের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের কাছে শুনেছিলুম যে জেনারেল বাহাউদ্দীন এ-যাত্রায় বেঁচে গেছেন। তেলআভিভের কর্তারা জেনারেল বাহাউদ্দীন বেঁচে গেছেন খবর শুনে অসন্তুষ্ট হয়েছেন বটে কিন্তু আজ আমি বাহাউদ্দীনের আরোগ্যলাভে

সন্তুষ্ট হলুম। আমার মুরুব্বী বাহাউদ্দীন বেঁচে থাকলে আর রুকশানা যদি আমার উপর খুশী থাকে তাহলে আমি জেনারেল রমাদানকে ভয়-ডর করিনে।

কিছুক্ষণ পরে আমার টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে জেনারেল রমাদানের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।

: মিষ্টার আব্বাস, একবার অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুন।

: কাজটা জরুরী? কিছুক্ষণ পরে এলে হয় না?

: তর্ক করবেন না। যা বলছি তাই করুন। আমি আর কথা বাড়ালুম না। জেনারেল রমাদানের অফিসে গেলুম। জেনারেল রমাদানের অফিসের ভেতর ঢুকতে মনে বেশ আতঙ্কের সৃষ্টি হলো। ঘরের বাইরে প্রচুর লোক দাঁড়িয়ে আছে। কারু হাতে অটোমেটিক কেউবা সাধারণ পোশাকে। এরা যে স্পাই ইনফরমার একথা আঁচ করে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হলো না।

: বসুন। বেশ গম্ভীবকণ্ঠে জেনারেল রমাদান আমাকে বললেন।

: দুঃখিত। আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কর্কশকণ্ঠে কথা বলতে হলো। কী করবো বলুন। অনেক সময় আমার মন মেজাজ ভালো থাকে না। তার উপরে জেনারেল বাহাউদ্দীনের এই হার্ট এ্যাটাকে আমার মেজাজ আরো বিগড়ে গেছে। যাক, আল্লার কৃপায় এ-যাত্রায় উনি রক্ষা পেয়ে গেলেন।

: আমি মৃদু হেসে জেনারেল রমাদানেব কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মেলালুম।

: সত্যি, আল্লা জেনাবেল বাহাউদ্দীনের প্রতি বিশেষ কৃপা করেছেন।

: আমার কী মনে হয় জানেন? ওকে কেউ খুন করবার চেষ্টা করেছিলো— জেনাবেল রমাদান বেশ নির্লিপ্তকণ্ঠে বললেন।

: আমি জেনাবেল রমাদানের কথা শুনে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলুম।

: আপনি বলছেন কী? জেনাবেল বাহাউদ্দীনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিলো? না—না, এ অভিযোগ মিথ্যে। ডাক্তার, কার্ডিওগ্রাম সবাই বলছে যে জেনারেল বাহাউদ্দীনের মাইওকার্ডিয়াক ইনফ্রাকশন অর্থাৎ হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো। শুধু তাই নয়, এনজাইম টেষ্টে প্রমাণ হয়েছে যে তার হার্ট এ্যাটাক হয়েছিলো।

হয়তো উত্তেজনায় আমি অনেক বেশী কথা বলে ফেলেছিলুম। কারণ জেনারেল রমাদান আমার কথা শুনে বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে মৃদুকণ্ঠে বললেন: মিষ্টার আব্বাস আপনি দেখছি জেনারেল বাহাউদ্দীনের অসুখের অনেক খবরাখবর নিয়েছেন। ওর অসুখের অতো খবর আপনি নিয়েছেন কেন বলুন তো?

বুঝতে পারলুম আমি বেশী আগ্রহ দেখিয়েছিলুম। তাই জেনারেল

রমাদানের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। ওর মনের সন্দেহ দূর করবার জন্য বললুম : না, না জেনারেল বাহাউদ্দীন আমার ট্রিরিও ক্লাবের নিয়মিত খদ্দের ছিলেন। আমার ক্লাবে ডিনার না খেলে ওর পেট ভরতো না।

: সেইজন্যই তো আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই মিষ্টার আব্বাস। আমরা ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে জেনারেল বাহাউদ্দীনের বেশ বেশী ব্লাড ক্লোরস্টরল ছিলো এবং ক্লোরস্টরল কমাবার জন্য ডাক্তারেরা ওকে খাওয়া দাওয়ার মাত্রা—ডিম, ঘি ইত্যাদি ছেড়ে দেবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। ডাক্তারদের নির্দেশ অমান্য করে উনি নিয়মিতভাবে আপনার ক্লাবে গিয়ে মাংসের কাবাব, ডিম ইত্যাদি খেতেন। তাই হঠাৎ আবার কাল ওর হার্ট এ্যাটাক হলো। যাক, আমার প্রশ্ন হলো আপনি হলেন কটনের ব্যবসায়ী কিন্তু হঠাৎ ট্রিরিও ক্লাব খোলবার ইচ্ছে হলো কেন? ক্লাব খোলবার বুদ্ধি পরামর্শ আপনাকে কে দিলো?

: আমি ব্যবসায়ী জেনারেল। যে ব্যবসা থেকে পয়সা বেশী পাওয়া যায় সে ব্যবসা আমি করে থাকি। জেনারেল বাহাউদ্দীন আমার ক্লাবে কী ধরনের খাবার খেতেন তার কোনো খোঁজ খবর আমি রাখতুম না। বিশেষ করে ওর যে বেশী ব্লাড ক্লোরস্টরল ছিলো এ কথা আমার অজ্ঞাত ছিলো।

আমার জবাব শুনে জেনারেল রমাদান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। জানিনে আমার কথাগুলোতে উনি সন্তুষ্ট হলেন কিনা? কিন্তু ওর চোখ মুখ দেখে বুঝতে পারলুম যে ধূর্ত শেয়ালের মন থেকে সন্দেহ দূর হয় নি।

কিছুক্ষণ পরে জেনারেল রমাদান আবার আমাকে প্রশ্ন করতে সুরু করলেন।

: আজ দামাস্কাস রেডিও শুনেছেন?

: মানে দেশের নাগরিকদের প্রতি যে সতর্কবাণী প্রচার করা হয়েছে আপনি তার কথা বলছেন?

: দ্যাটস্ রাইট। এবার বলুন কাল আপনার ট্রাকে করে জর্ডানে যে আর্মসগুলো পাঠানো হয়েছিলো সেগুলো কার কাছে পাঠানো হয়েছিলো?

: আমি জেনারেল রমাদানের প্রশ্ন শুনে হাসলুম।

বললুম : আর্মস পাঠাবার খবর আমি আজ আমান রেডিওর খবরে শুনতে পেলুম। এ খবর আমার চাইতে আপনিই ভালো করে জানেন। এ সম্বন্ধে আপনি আমাকে কিছু বলেন নি।

: কিন্তু প্যাকিং কেসের উপর যে নাম লেখা হয়েছিলো সেই নাম আপনি কী দেখেন নি?

: এবার আমি মিথ্যে কথা বললুম। কারণ হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরবার

আগে আমি একবার দু-মিনিটের জন্য আমার গুদামে গিয়েছিলুম। তখন জেনারেল রমাদানের লোকেরা ট্রাকে আর্মস বোঝাই করছিলো; তখন আমি আড়চোখে একবার বাক্সগুলির পানে তাকিয়েছিলুম। বাক্সের উপর মালেক হোসেনের এক বিশ্বস্ত মিলিটারী সেক্রেটারীর নাম লেখা ছিলো।

আজ জেনারেল রমাদানের কথার জবাব দিতে গিয়ে মিথ্যের আশ্রয় নিলুম।

: জেনারেল কাল যখন আপনার লোকেরা আমার ট্রাকে মাল বোঝাই করছিলো তখন আমি হাসপাতালে ছিলুম। আপনি নিজে আমাকে হাসপাতালে দেখেছেন।

জেনারেল রমাদান মৃদু হাসলেন। বললেন: সত্যিই একথা আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে ঐ সময়টা আপনি আমার সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?

: বাড়ীতে। সারাদিনের উত্তেজনার পর আমি ক্লান্ত অনুভব করছিলুম।

: মিস নাদিয়া আপনার সঙ্গে ছিলেন?

: না, এবার আমি স্পষ্ট গলায় জবাব দিলুম। জেনারেল, আপনি নিশ্চয় আপনার ইনফরমার মারফৎ খবর পান—আমার বাড়ীতে কে এলো কে আর গেলো। এ ছাড়া দুদিন আগে আমার ঘরে একটি মাইক্রোফোন পেয়েছি। আপনিই বলুন, বিছানায় শুয়ে বান্ধবীর সঙ্গে যে প্রেমালাপ করি সে কথা শোনবার জন্য কী মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হয়?

আবার শয়তানের হাসি হাসলেন জেনারেল রমাদান।

: যদি সামান্য সেক্স লাইফ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন তাহলে আপনার ঘরে মাইক্রোফোন রাখবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু ধরুন আপনি যদি রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন তাহলে সে আলোচনা শোনবার প্রয়োজন আছে বৈ কি? যাক আপনার ঘর থেকে মাইক্রোফোন সরিয়ে নেবার নির্দেশ দেবো। অবশ্যি এক শর্তে—আপনি রাজনীতি নিয়ে আলাচনা করবেন না। শুধু কামশাস্ত্র নিয়ে কথাবার্তা বলবেন।

: আপনার মাইক্রোফোন সরাবার প্রয়োজন হবে না। কারণ পরশুদিন আমি নিজেই মাইক্রোফোনের তার কেটে দিয়েছি। আমার কথা শুনে জেনারেল রমাদানের মুখ আমসী হয়ে গেলো। আমি যে তাকে বোকা বানাবো একথা তিনি কল্পনা করেননি। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন।

এবার ড্রয়ার থেকে মেয়েদের একটি ব্রাসেয়ার খুলে টেবিলের উপর রেখে জিজ্ঞেস করলেন: বলুন তো এই বক্ষ বন্ধনী কার? মাদাম রুকশানার না মিস নাদিয়ার—না আপনার বোন মিস মারিয়ামের—অনেক সময় আমি ভাবি

আপনি কী মিষ্টার আব্বাস? আপনি কী কাসানোভা—না ব্যবসায়ী…না……

ব্রাসেয়ারটি দেখে আমি চমকে উঠলুম। বুঝতে পারলুম যে জেনারেল রমাদান এই জিনিষটি আমার বেডরুম থেকে উদ্ধার করেছেন। কী করে তিনি এই জিনিষটি আমার বেডরুম থেকে আবিষ্কার করলেন? তাহলে কী……

বাকী কথাটা আমাকে ভাবতে হলো না। কারণ জেনারেল রমাদান হয়তো বুঝতে পারলেন আমি কী বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি? আমার মনের কথা উনিই সম্পূর্ণ করলেন।

: কাল আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার ঘর আমরা সার্চ করেছি। সার্চ করে অবশ্যি আমরা বেআইনী কিছু পাইনি—শুধুমাত্র ওই বক্ষ বন্ধনী ছাড়া। তবে আমরা জানতে চাই আপনার শয্যার সবচাইতে প্রিয় বান্ধবী কে? রুকশানা—নাদিয়া—না মারিয়াম…

: মারিয়াম আমার বোন জেনারেল। আবার জোরে হেসে উঠলেন জেনারেল রমাদান। আপনার সঙ্গে ওর ভাইবোনের কতোটা সম্পর্ক সেইটা আমাদের আরো ভালো করে তদন্ত করে দেখা দরকার—

: আপনি আমাকে সন্দেহ করেন? আমি এবার খুব সহজকণ্ঠে প্রশ্ন করলুম? এবার শিশুর মতো হেসে উঠলেন জেনারেল রমাদান।

: কী যে বলেন—আপনি সিরিয়ার একজন গণ্যমান্য ব্যবসায়ী—তবে নবাগত। বার্থ পার্টির উপর আপনার বিশেষ সহানুভূতি আছে। আপনাকে কেন সন্দেহ করবো? তবে কী জানেন? আপনি দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। আর এমনি সময়ে ফিরে এলেন যখন আমরা ইস্রাইলীদের সঙ্গে লড়াইর জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আর আপনি দেশে এসে আমাদের পলিটিসিয়ানদের সঙ্গে বেশ মাখামাখি করছেন, মাদাম রুকশানাকে হাত করেছেন, প্রাইম মিনিস্টারের সেক্রেটারী মিস নাদিয়া, আপনার শয্যা সঙ্গিনী। অতএব আপনার যেন কোনো বিপদ না হয় তার উপর একটু তীক্ষ্ণ নজর রাখা দরকার বলে মনে করি। আপনাকে আরো কয়েকটা প্রশ্ন করা দরকার বলে মনে করি।

: জিজ্ঞেস করুন—

জেনারেল রমাদানের প্রশ্নের জবাব দিতে আমার গলার স্বর একটুও কাঁপলো না। কারণ আমি বুঝতে পারলুম যে জেনারেল রমাদান আমাকে ইস্রাইলী স্পাই বলে অভিযুক্ত করবার মতো কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন নি বটে তবে তার মনের সন্দেহ ক্রমেই গাঢ় এবং দৃঢ় হচ্ছে। আজ আমাকে শক্ত হতে হবে। প্রশ্নের জবাব দিতে গলার স্বর যেন কেঁপে না ওঠে।

: আপনি কখনো ইরাকে ছিলেন?

এবার আমি চমকে উঠলুম। তাহলে কী জেনারেল রমাদান আমার অতীত সম্বন্ধে কোনো আভাস পেয়েছেন। উনি কী জানেন যে আসলে আমি হলুম ইরাকী ইহুদী।

আবার আমার কণ্ঠস্বর অবিচলিত রাখলুম। হেসে জবাব দিলুম : আপনার রূপকথা শুনতে ভালো লাগে জেনারেল। ইরাকে আমি কস্মিনকালেও যাইনি। বিশ্বাস না হয় বুয়োনাস আয়ার্সে সিরিয়ান ব্যবসায়ী মিষ্টার আব্দাল্লাকে প্রশ্ন করতে পারেন। উনি হলপ করে বলবেন যে বাল্যকাল থেকে আমি বুয়োনাস আয়ার্সে আমার জীবন কাটিয়েছি।

: মিস্টার আব্বাস, কাল আপনি যখন হাসপাতালে জেনারেল বাহাউদ্দীনকে দেখতে গিয়েছিলেন তখন সেই ভীড়ের মধ্যে বাগদাদের প্রাক্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ মিস্টার করিম উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইরাকের বার্থ পার্টির একজন গণ্যমান্য সদস্য। উনি আপনাকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য চমকে উঠেছিলেন। ওর বিস্ময়ের কারণ আমি জিজ্ঞেস করছিলুম। উনি বললেন যে কয়েক বছর আগে আপনার মতো একজন ইহুদীকে উনি বাগদাদ শহরে দেখেছিলেন। লোকটির আসল নাম ছিলো এলি আব্রাহাম—বাজারে সবাই তাকে পাপাজান বলে ডাকতো। ওর পেশা ছিলো জাল পাশপোর্ট তৈরী করা। পাপাজানকে বাগদাদ থেকে বের করে দেওয়া হয়। অবিশ্যি উনি হলপ করে বলতে পারলেন না যে আপনি এবং এলি আব্রাহাম মানে পাপাজান একই ব্যক্তি। তবে আপনার চেহারার সঙ্গে পাপাজানের চেহারার খুব সাদৃশ্য আছে। আমরা ওর কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে পাপাজান বাগদাদ থেকে নিকোশিয়া শহরে যায়। আমরা বাগাদাদ পুলিশ এবং নিকোশিয়ার পুলিশের কাছ থেকে রিপোর্ট এবং তার ফটো চেয়ে পাঠিয়েছি।

আমি জেনারেল রমাদানের কথা শুনে খুব জোরে হেসে উঠলুম। মনের ভয় আর আতঙ্ক প্রকাশ করলুম না। কারণ বিপদের সময় সাহস দেখানোই হলো বুদ্ধিমানের কাজ। তবে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম যে আমার হাতে আর সময় নেই। বাগদাদ এবং নিকোশিয়ার পুলিশের রিপোর্ট জেনারেল রমাদানের কাছে পৌছুবার আগে আমার কাজ হাসিল করতে হবে। শুধু তাই নয়। আজই তেলআভিভে খবর পাঠাতে হবে যে বিপদ আসন্ন।

নিজের মনে সাহস জড়ো করলুম। আবার হাসিমুখে বললুম : জেনারেল, আমি সাধারণ সিরিয়ান নাগরিক। আপনার জেরা শুনে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে অবিশ্বাস করেন। এবার বলুন আপনার এই অবিশ্বাসের কারণ কি ?

জেনারেল রমাদান আমার কথা শুনে হাসলেন। বললেন : অবিশ্বাস! না

ঠিক অবিশ্বাস এখনও করিনে। আপনাকে যদি অবিশ্বাস করতুম তাহলে আজ জর্ডন সরকারের নালিশের পর আপনাকে গ্রেফতার করতুম। কিন্তু আপনাকে গ্রেফতার করিনি বরং আপনাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচবার চেষ্টা করেছি। বিশ্বাস না হয় আসুন, দেখবেন।

জেনারেল রমাদান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পাশের ঘরে গেলেন। আমি ওর সঙ্গে ঐ ঘরের ভেতর ঢুকলুম।

ঘরটি অন্ধকার, ঠাণ্ডা – ভেতরে ঢুকতেই শরীরটা কন্‌কন্‌ করে উঠলো। আজ ঘরের ভেতর ঢুকে আমার মনের আতঙ্ক যেন আরো তীব্র হলো। আমি যেন বিপদের গন্ধ পেলুম।

কী ব্যাপার? জেনারেল রমাদান আমাকে এই ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর কী দেখাবেন?

জেনারেল রমাদান একজন আর্দালীকে ডেকে বললেন: ঘরের বাতিটা জ্বালো।

আর্দালী ঘরের বাতি জ্বাললো।

: দেখুন। জেনারেল রমাদান আমাকে ঘরের এক প্রান্তে একটি কফিন দেখালেন।

আমি কফিন দেখে বিস্মিত ও অবাক হলুম। কী ব্যাপার? হঠাৎ জেনারেল রমাদান আমাকে কফিন দেখবার জন্য ঘরের ভেতর নিয়ে এসেছেন কেন?

: কফিন! আমার মুখ দিয়ে যেন কোনো শব্দ বেরুলো না।

: হ্যাঁ, ঐ কফিনের ভেতর কী আছে জানেন? দাঁড়ান, আপনাকে কফিনের ভেতরে যে মৃতদেহ আছে সেইটি দেখাচ্ছি। দেহটা দেখে বলুন তো একে চেনেন কিনা?

জেনারেল রমাদানের নির্দেশে আর্দালী কফিনের ডালা খুললো।

: আমি বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে দেখলুম যে কফিনের ভেতর আমার গুদাম ঘরের চৌকিদারের মৃতদেহ পড়ে আছে। আশ্চর্য—কাল বিকেলে জেনারেল রমাদানের লোকজন যখন আমার ট্রাকগুলোতে ওদের বেআইনী মাল বোঝাই করছিলো তখন আমি জেনারেল রমাদানের নির্দেশে ওকে ছুটি দিয়েছিলুম।

: চিনতে পারছেন? জেনারেল রমাদান খুব শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন। তার এই প্রশ্নে বা কণ্ঠস্বরে কোনো উত্তেজনা ছিলো না। এমন সুরে প্রশ্ন করলেন যেন ব্যাপারটি অতি সামান্য। কিছুই ঘটে নি।

: আমার গুদাম ঘরের চৌকিদার—এই জবাব দেবার সময় আমার গলা

দিয়ে যেন কোনো কথা বেরুচ্ছিলো না।

: কী করে তার মৃত্যু হলো তা জানবার ইচ্ছে হয় না? জেনারেল রমাদান আবার খুব নির্লিপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

: ইচ্ছে থাকলেও আপনাকে এই প্রশ্ন করবার মতো সাহস আমার নেই। আমার গলার স্বর ছিলো শুকনো ভারী।

: তাহলে শুনুন মিস্টার আব্বাস। জর্ডন সরকার আজ সকালে আমাদের এম্বাসাডারের কাছে সিরিয়ার এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। এই নালিশ অভিযোগের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমাদের একজন শিখণ্ডী দরকার অর্থাৎ এমন একজন লোক চাই যার উপর আমরা সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিতে পারি।

তারপর গলার স্বর খাটো করে জেনারেল রমাদান বললেন: শুধু আপনাকে বাঁচবার জন্য আজ আপনার চৌকিদারের প্রাণ দিতে হলো। বলুন, এর পরও কী আপনি বললেন যে আমি আপনাকে অবিশ্বাস করি। আসল কথা কী জানেন মিস্টার আব্বাস, আমি শিকার হাতে-নাতে ধরতে চাই। শুধু সন্দেহে আমি কোনো কাজ করিনে। যাক, আজ আপনাকে আমার দপ্তরে টেনে অনেক বিব্রত করলুম। কিছু মনে করবেন না। আমাকে আবার বেইরুটে যেতে হবে।

এই বলে জেনারেল রমাদান আমার মুখের পানে তাকালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবাব বলতে লাগলেন: আমান ব্যাঙ্কের কর্তা মিঃ নুরুদ্দীন বড়ো শাসালো ব্যক্তি। ওর সঙ্গে দু-চারটে গোপন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই। অবশ্যি একটি আলোচনার বিষয় হলেন আপনি।

এই বলে জেনারেল রমাদান আমার মুখের পানে তাকিয়ে হাসলেন।

আমি কোনো জবাব দিলুম না। কিন্তু আমি বুঝতে পারলুম যে জেনারেল রমাদান আমাকে তাঁর ফাঁদে আটকাবার জন্যে এক বিরাট জাল বিস্তার করছেন।

জেনারেল রমাদানের সঙ্গে আমার যে আলাপ আলোচনা হয়েছিলো তার একটি সারাংশ তেলআভিভে পাঠিয়েছিলুম। তেলআভিভের কর্তারা বুঝতে পারলেন যে সিরিয়াতে আমার সবচাইতে বড়ো শত্রু হলো জেনারেল রমাদান। এই শত্রুতার প্রধান কারণ হলো তার প্রাক্তন বান্ধবী রুকশানার সঙ্গে বর্তমান আমার হৃদ্যতা হয়েছে।

কিন্তু তেলআভিভের কর্তাদের মতবাদ হলো: বিপদ এখনও আসেনি। যদি কোনো প্রকারে আমরা দৃশ্য থেকে জেনারেল রমাদানকে সরাতে পারি

তাহলে আমার বিপদ কেটে যাবে। জেনারেল রমাদানকে বিপদে ফেলবার সর্বোৎকৃষ্টতম পন্থা হলো তাকে ব্ল্যাকমেল করা। তার চরিত্রের দুর্বলতা খুঁজে বার করতে হবে কিংবা তাকে নাজেহাল করবার জন্য এমন একটা উপায়-পন্থা খুঁজে বার করতে হবে যেন জেনারেল রমাদান বুঝতে না পারেন যে আমরা তাকে জালে আটকাবার জন্য তৈরী হচ্ছি।

তেলআভিভ আমাকে বললেন যে তারা যথাসময়ে আমাকে নির্দেশ দেবেন, কী করে জেনারেল রমাদানকে ব্ল্যাকমেল করতে হবে।

তেলআভিভের কথা শুনে আমি অবাক হলুম বটে কিন্তু আমি জানতুম যে আমার কর্তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রাখবেন।

সেদিন সকাল থেকে নুরুদ্দীনের মনটা বিষণ্ণ ছিলো।

গত রাত্রে তার সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের এবং লেবানীজ সরকারের কর্তাদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র নিয়ে বচসা হয়ে গেছে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং ফিনান্স মিনিষ্ট্রির কর্তারা তার সঙ্গে একমত হননি।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ফিনান্স মিনিষ্ট্রির কর্তাদের সঙ্গে নুরুদ্দীন এবং তার সহকর্মী জন ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলবার কোনো ইচ্ছেই নুরুদ্দীনের ছিলো না। কারণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিস তার বড়ো শত্রু। একে অন্যকে দেখতে পারতেন না। বহুদিন ধরে মিঃ ইদ্রিস নুরুদ্দীনের এবং তার ব্যাঙ্কের সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছিলেন। একথা নুরুদ্দীনের অজ্ঞাত ছিলো না।

গত রাত্রে ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিস এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের সঙ্গে বসে কথা বলতে নুরুদ্দীনের ঘৃণা হচ্ছিলো। কিন্তু তবু জনের অনুরোধে নুরুদ্দীন এই মিটিং-এ যোগ দিতে এসেছিলেন। মিটিং-এ আসবার আর একটি কারণ ছিলো। কারণ নুরুদ্দীন মনে মনে জানতেন যে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ খুবই সংকটজনক। হয়তো ভবিষ্যতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবার আর প্রয়োজন হবে না। এই হয়তো সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তাদের সঙ্গে তার শেষ বৈঠক। কারণ যে-কোনোদিন তার ব্যাঙ্কে 'রান' হতে পারে।

মিটিং সুরু হলো।

প্রথমে নুরুদ্দীন কথা বলতে সুরু করলেন: জেণ্টেলম্যান, আমি স্বীকার করি আজ ব্যাঙ্কের লিকুইড ক্যাশের অভাব হয়েছে। কিন্তু আমাদের এই অভাব ক্ষণস্থায়ী। কারণ আমাদের দেনার চাইতে সম্পত্তি অনেক বেশী। একটু সময় পেলে আমরা বেশ সুবিধেজনক দামে আমাদের সম্পত্তি বেশ চড়া দামে

বিক্রি করতে পারবো। তাই আজ আমি সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের এবং সরকারের কাছে সাহায্য চাই। আমার প্রয়োজন পঞ্চাশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড। এই টাকা যদি আমরা আপনাদের কাছ থেকে পাই তাহলে আমরা এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো। মনে রাখবেন আমাদের ব্যাঙ্কের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল। আমরা শুধু সময় চাই—

নুরুদ্দীনের কথায় বাধা পড়লো। বাধা দিলেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তা মিঃ ইদ্রিস।

মিঃ ইদ্রিস তার চোখ থেকে চশমাটি খুলে টেবিলের উপর রাখলেন। তারপর খুব একটি ছোট প্রশ্ন করলেন: মিঃ নুরুদ্দীন, আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ আপনার ব্যাঙ্কের কাজকর্ম সম্বন্ধে অনেক কানাঘুষো শুনতে পাচ্ছি। আমরা খবর পেয়েছি যে আপনার ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিয়ম মেনে কাজ করে না। বলুন—এ সম্বন্ধে আপনার বলবার কী আছে?

নুরুদ্দীন একবার ইদ্রিসের পানে তাকালেন। ইদ্রিস টেবিল থেকে চশমাটি তুলে আবার চোখে পরেছেন। তাই চোখটি স্পষ্ট দেখা যায় না। কিন্তু নুরুদ্দীন জানেন যে ইদ্রিসের চোখ দুটো ব্যাঙ্কের গভর্ণরের চোখ নয়: এ হলো ধূর্ত শেয়ালের চোখ।

আজ ইদ্রিসের কথার জবাব দিতে আর একটি কথা তার মনে পড়লো। অনেকদিনের আগের কথা, বিগত যৌবনের স্মৃতি তার মনে এসে জড়ো হলো।

ইদ্রিসের বউ ছিলো নুরুদ্দীনের বান্ধবী। হয়তো মিসেস ইদ্রিস নুরুদ্দীনের শয্যায় তার সতীত্ব হারিয়েছিলেন। বিয়ের পর ইদ্রিস একথা জানতে পারে। কিন্তু বউকে ডিভোর্স করা তার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কারণ ইদ্রিস ছিলেন ম্যারোনাইট ক্রিশ্চিয়ান। এ সমাজে ডিভোর্স তালাক অসম্ভব। তাই ইদ্রিস নুরুদ্দীনের প্রতি একটা ক্ষোভ অনুশোচনা নিয়ে জীবন কাটাচ্ছিলো।

: বলুন মিঃ ইদ্রিস, আমার ব্যাঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের কী নিয়ম ভেঙেছে তার দু' চারটে নমুনা দিন।

: মিঃ নুরুদ্দীন, আপনি সম্প্রতি বাজারে ডলার বেচাকিনি নিয়ে জুয়ো খেলছেন। বিদেশী মুদ্রার বেচাকিনির উপর আমরা একটা অঙ্কের সীমা বসিয়েছি। কিন্তু আপনি ইচ্ছেমতো ডলার কিনছেন আর বিক্রী করছেন। এর দরুন সম্প্রতি আপনার বেশ লোকসান হয়েছে।

নুরুদ্দীন ইদ্রিসের মুখের পানে তাকালো। বুঝতে পারলো যে ইদ্রিস আজ প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, ইদ্রিস তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলো। কিন্তু তখন ইদ্রিস সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান ছিলেন না।

তাই নুরুদ্দীন তাকে টাকা ধার দেননি। তারপর নুরুদ্দীন যখন বিয়ে করলো এবং বউ মেয়েরা দামী দামী গয়নাপত্তর পরে ঘুরতে ফিরতে লাগলো তখন মিসেস ইদ্রিসের মনে হিংসে হয়েছিলো। একে পুরানো প্রেমিক, তার উপর গয়নার জাঁকজমক কী মেয়েরা কখনও সহ্য করতে পারে? অসম্ভব! আজ সবাই নুরুদ্দীনকে বিপদে পড়তে দেখে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে।

আমার ব্যাঙ্ক ফরেইন এক্সচেঞ্জ নিয়ে ব্যবসা করে মিঃ ইদ্রিস। আর বিদেশী মুদ্রা বেচাকিনি করতে লাভ লোকসান হয় বৈকী?

: বেইরুটের প্রতিটি ব্যাঙ্ক আমাদের সেণ্টাল ব্যাঙ্ককে একটা মোটা টাকা ডিপোজিট রাখে। এই ডিপোজিটের অঙ্ক হলো ষাট মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড। কিন্তু আপনি আমাদের কাছে মাত্র দশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড ডিপোজিট রেখেছেন। আমরা অনেকবার আপনার কাছে আরো পঞ্চাশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড ডিপোজিট চেয়েছি। কিন্তু আপনি আমাদের নির্দেশে কান দেননি। বলুন এ কথার কী জবাব দেবেন?

: কিন্তু আমি আপনার ব্যাঙ্কের কাছে আমার পারীর দুটো বড় বড় বিল্ডিং বন্ধক রেখেছি। দুটো বাড়ী—বাজারের দাম হলো প্রায় একশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড—কথা বলতে বলতে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠলো নুরুদ্দীনের মুখে। তিনি আবার মনে মনে বললেন: ইদ্রিস, শয়তান, বাস্টার্ড। আজ তাকে তার কর্মচারীদের সামনে বেকায়দায় পেয়ে অপমান করছে।

: তারপর গলার স্বর পরিবর্তন করে বেশ একটু গম্ভীর সুরে বলতে লাগলো। মিঃ ইদ্রিস, আজ আপনি শুধু ব্যাঙ্কের হিসেব পত্রের খাতা দেখছেন। কিন্তু একটি জিনিষের উপর একেবারেই নজর দেননি। আর সেই জিনিষটি হলো মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এ এলাকায় ঝড় উঠেছে। আমরা যদি এই ঝড়ের জন্যে প্রস্তুত না হই তাহলে এই ঝড়ের আবর্তে আমরা সবাই মিলিয়ে যাবো। মনে রাখবেন যে আমার বিরুদ্ধে ইস্রাইলী এবং আমেরিকান ব্যবসায়ীরা এক বিরাট ষড়যন্ত্র করেছে। ওরা প্রতিদিন কুয়েট এবং সৌদী আরবিয়ার শেখদের বলছে যে আমান ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিস্থিতি সঙ্কটজনক। সময় থাকতে টাকা তুলে নাও। কাল আমি লণ্ডনের বার্কলে ব্যাঙ্ক থেকে দুটো দশ মিলিয়ন ডলারের চেক পেয়েছি। দুটো চেক আমাকে 'অনার' করতে হবে। ব্যাঙ্ক অব আমেরিকা আমার ব্যাঙ্ক থেকে আরো মোটা অঙ্কের টাকা তুলবার জন্যে দশদিনের নোটিশ দিয়েছে। বলুন এ অবস্থায় আপনারা আমাকে সাহায্য করবেন কিনা?

আবার মিঃ ইদ্রিস মৃদু হাসলেন। আজ তিনি নুরুদ্দীনকে অপমানে নাজেহাল

করবার সুযোগ পেয়েছেন। এ সুযোগ তিনি হারাতে চান না।

: আপনি সঙ্কটজনক রাজনৈতিক কথা বলছেন। কিন্তু আজ পৃথিবীর কোন্ দেশে রাজনৈতিক গোলমাল হাঙ্গামা নেই বলুন? কিন্তু সব দেশের ব্যাঙ্কই নিরুপদ্রবে কাজকর্ম করছে। কেউ তার দেশের সেণ্টাল ব্যাঙ্কের আইনকানুন ভাঙবার চেষ্টা করেনি। সব ব্যাঙ্কই রাজনৈতিক জটিলতার ভেতর কাজ করে আমেরিকান, লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলো—

মিঃ ইদ্রিস তার কথা শেষ করতে পারলেন না। কারণ নুরুদ্দীন তার কথাগুলো লুফে নিয়ে বললেন: এ হলো লেবানন, আমেরিকা—লণ্ডন নয়। আমাদের ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধারা নীতি সবই পৃথক। মনে রাখবেন, ব্যবসা করতে হলে বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়।

: কিন্তু বিপদের ঝুঁকি নিতে গিয়ে ব্যবসায় ক্ষতি করা বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীর পরিচয় নয়।

: আমরা ব্যবসায়ে ক্ষতি দিইনি। গত দু'বছর আমরা প্রচুর টাকা লাভ করেছি।

: কিন্তু আপনার কাছে লিকুইড ক্যাস নেই।

: যদি আরব শেখরা আমার ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেয় তাহলে আমার কাছে লিকুইড ক্যাস থাকবে না।

: তাহলে আপনাকে ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বিক্রী করতে হবে।

: সময় হাতে থাকলে আমি ব্যাঙ্কের সম্পত্তি বিক্রি করে লিকুইড ক্যাস করতে পারবো।

: কিন্তু এই সম্পত্তি তাড়াহুড়োয় বিক্রী করতে গেলে আপনার ক্ষতি হবে।

: আপনারা যদি আজ আমাকে পঞ্চাশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড দেন তাহলে এ যাত্রায় আমি বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারবো। কিন্তু আমার শত্রুরা যদি আমাকে পেছন থেকে খুন করবার চেষ্টা করে—

মিঃ ইদ্রিস এবার নুরুদ্দীনের কথায় বাধা দিলেন।

: শত্রু! হ্যাঁ, মিঃ নুরুদ্দীন আজ আপনার লেবাননে প্রচুর শত্রু আছে। এর মূল কারণ হলো আপনার অহমিকা—আপনার গর্ব। আর একটা কথা। আপনি যাদের শত্রু বলে ব্যাখ্যা করছেন তারা হলো আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিযোগিতা থাকা খুব স্বাভাবিক নয় কী?

আবার নুরুদ্দীন হেসে উঠলেন। আজ তার সবচাইতে বড় শত্রু প্রতিদ্বন্দ্বী তার সামনেই বসে আছেন। সেই শত্রু হলেন মিঃ ইদ্রিস। আজ কিছুক্ষণ তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে বুঝতে পেরেছেন যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে

তিনি কোনো সাহায্য পাবেন না। ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে হলে তাকে অন্য কোনো বিদেশী ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাততে হবে। কার কাছে সাহায্য চাইবেন। আমেরিকান—না ব্রিটিশ, না সুইস ব্যাঙ্কের কাছে তিনি সাহায্য চাইবেন?

: মিঃ ইদ্রিস, ব্যবসা করতে গেলে আর টাকা পয়সা নিয়ে কাজ করতে হলে বন্ধুত্ব বলে কিছু নেই। আমি শুধু আপনাদের কাছ থেকে একটি প্রশ্নের জবাব চাই। আমি জানতে চাই আজ আমার দেশের সরকার আমাকে সাহায্য করবে কিনা?

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন মিঃ ইদ্রিস। তারপর জিজ্ঞেস করলেন: মিঃ নুরুদ্দীন, ধরুন আমরা যদি আপনার ব্যাঙ্ক একাউণ্ট আর একবার অডিট করতে চাই, আপনার আপত্তি আছে কী?

: না—খুব ছোট সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন নুরুদ্দীন।

: ধরুন আমরা যদি বলি যে প্রয়োজন হলে আপনার নিজস্ব সম্পত্তি টাকা ব্যাঙ্কের দেনা মেটাবার জন্যে ব্যবহার করতে হবে। বলুন আপনি আমাদের প্রস্তাবে রাজী আছেন কিনা?

: আমার আপত্তি নেই। এই রইলো আমার চেক বই—এই বলে নুরুদ্দীন তার পকেট থেকে চেক বই বের করে টেবিলের উপর রাখলেন।

: মিঃ ইদ্রিস একবার আড়চোখে চেক বইএর পানে তাকালেন। অনেকদিন তিনি নুরুদ্দীনের ঐ চেক বইএর পানে তাকিয়ে তার মনে হিংসা দ্বেষ হয়েছিলো। কিন্তু আজ চেক বইএর পানে তাকিয়ে তার অনুকম্পা হলো--হাসি পেলো।

: শুধু আমার সম্পত্তি কেন, আমি আমার ব্যাঙ্কের সম্পত্তি আপনাদের কাছে বন্ধক রাখতে রাজী আছি। ব্যাঙ্কের সম্পত্তির মধ্যে হোটেল, এয়ারলাইনস, নাইট ক্লাব, বিল্ডিং আছে। তারপর গলার স্বর একটু পরিষ্কার করে বললেন: জেণ্টেলম্যান, আপনারা যদি আর কোনো প্রশ্ন করতে চান তবে সে প্রশ্নেরও উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

মিঃ ইদ্রিস মাথা নাড়লেন। বললেন: না আমাদের আর কোনো প্রশ্ন করবার নেই। আপনার অনুরোধ নিয়ে আমরা ফিনান্স মিনিষ্টারের সঙ্গে আলোচনা করবো। উনি ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের মিটিং-এ যোগ দিতে আমেরিকাতে গেছেন। উনি ফিরে এলে আমরা আপনাকে মতামত জানাবো।

: উনি কবে নাগাদ ফিরে আসবেন?

: আরো দু' সপ্তাহ পরে—

: দু' সপ্তাহ পরে!

নুরুদ্দীন যেন ইদ্রিসের কথাগুলো বুঝে উঠতে পারলেন না। দু' সপ্তাহ যে

অনেকদিন। আজ তার কাছে, ব্যাঙ্কের জীবনের জন্যে প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত বিশেষ মূল্যবান। কারণ দু' তিনদিনের মধ্যে তাকে আরব শেখদের দেনা মেটাতে হবে। আর শুধু তাই নয়, সিরিয়া এবং ইজিপ্টকে যে টাকা ধার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে কথাও রক্ষা করতে হবে। কী করবেন তিনি ?

মিটিং শেষ হয়ে গেলো। চেয়ার থেকে উঠবার সময় মিঃ ইদ্রিস হেসে বললেন: আমরা আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। অবশ্যি একটি শর্তে। আপনি প্রেসিডেন্ট নাসের এবং জেনারেল বাহাউদ্দীনকে অস্ত্র কিনবার জন্যে যে টাকা ধার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ঐ টাকা ওদের দিতে পারবেন না। আমরা লেবাননের টাকা দিয়ে নাসের-বাহাউদ্দীনকে শক্তিশালী করতে চাইনে।

নুরুদ্দীন এবার বুঝতে পারলেন যে লেবানীজ সরকারের কাছ থেকে টাকা ধার পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ বর্তমান লেবানীজ সরকার নাসেরের পরম শত্রু। প্রকাশ্যে একথা না বললেও তারা মনে মনে নাসেরকে ঘৃণা করেন। কিন্তু নুরুদ্দীন জানেন যে আসলে এ ঘৃণা নয়। এ হলো হিংসে। নাসের শক্তিশালী হোন, এ জিনিষটা লেবানীজ সরকার কখনই সহ্য করতে পারবেন না। নাসের শক্তিশালী হলে লেবাননে নাসেরের ভক্তের সংখ্যা বাড়বে। আমেরিকান সরকারের ভক্ত লেবানীজ সরকার কখনই দেশে নাসেরের স্তাবক সংখ্যা বাড়াতে চাইবেন না। তাহলে দেশের ভেতর গোলযোগ হাঙ্গামা হবে।

নুরুদ্দীন ইদ্রিসের কথার কোনো জবাব দিলেন না। শুধু মনে মনে বললেন: ইদ্রিস হলো ইস্রাইলী স্পাই।

ব্যাঙ্কের বাইরে নুরুউদ্দীনের সাদা মার্সিডিজ গাড়ী দাঁড়িয়েছিলো। নুরুদ্দীন গাড়ীর ভেতর উঠে বসলেন। হঠাৎ গাড়ীর আয়নার ভেতর দিয়ে তিনি পেছনের আর একটি গাড়ী দেখতে পেলেন। কাডিলাক গাড়ী। গাড়ীর মালিক হলেন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিস। আজ সেই গাড়ীর ভেতর বসে আছেন মিসেস ইদ্রিস। যিনি নুরুদ্দীনের কাছে কামেলিয়া নামে পরিচিতা। নুরুদ্দীনের মনে হলো আজ যেন তিনি কামেলিয়ার মুখে বিদ্রূপের, প্রতিহিংসার হাসি দেখতে পেলেন।

নুরুদ্দীন বুঝতে পারলেন যে কামেলিয়া অতীত দিনের স্মৃতিকে সহজে ভুলতে পারেনি। ভুলতে পারেনি তার যৌবনের প্রেম ভালোবাসা। শুধু তাই নয়। কামেলিয়া জানে কী করে হিংসার প্রতিশোধ নিতে হয়।

সকালে নিজের চেম্বারে বসে নুরুদ্দীন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণরের সঙ্গে তার আলাপ আলোচনার কথা ভাবছিলেন। মাঝে মাঝে তার কামেলিয়ার কথাও মনে হচ্ছিলো। এই কামেলিয়া যে তাকে প্রতি মুহূর্তে দেখবার জন্যে পাগল হয়ে থাকতো আর আজ হিংসার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছে। মেয়েদের মন পুরুষ কখনই জানতে পারে না।

নুরুদ্দীনের চিন্তায় বাধা পড়লো। বেয়ারা এসে তার হাতে একটি কার্ড দিলো। ছোট কার্ড, তার উপর আরবীতে লেখা আছে—জেনারেল রমাদান।

কার্ডের উপর চোখ বুলিয়ে নুরুদ্দীন একটু বিস্মিত হলেন। জেনারেল রমাদানের নাম তার কাছে অজানা নয়। যদিও তার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় নেই তবু আজ মধ্যপ্রাচ্যে জেনারেল রমাদানের নাম কে-না শুনেছে? তিনি প্রেসিডেণ্ট নাসেরও জেনারেল বাহাউদ্দীনের ডান হাত। জেনারেল রমাদানের নাম আজ মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মহলে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। নুরুদ্দীন জানেন যে বেইরুটের বিভিন্ন মহলের খবর জেনারেল রমাদানের নখদর্পণে কারণ এই শহরে তার বিস্তর ইনফরমার ছড়িয়ে আছে। তারা জেনারেল রমাদানকে বিভিন্ন ধরনের খবরাখবর দিয়ে থাকেন।

আজ জেনারেল রমাদান নুরুদ্দীন কিংবা আমান ব্যাঙ্ক থেকে কী চান? খবর? কার সম্বন্ধে? রুকশানার সম্বন্ধে? কারণ নুরুদ্দীনের মনে পড়লো যে রুকশানার মুখে তিনি বহুবার জেনারেল রমাদানের নাম শুনছেন। রুকশানা রমাদানকে ঘৃণা করেন।

বেশ ভারিক্কীচালে জেনারেল রমাদান নুরুদ্দীনের ঘরে ঢুকলেন। নুরুদ্দীন তাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন।

: আসুন, আহলা ওয়সালান, স্বাগতম। নুরুদ্দীনের কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর ছিলো।

: জেনারেল রমাদান টেলিফোনের অপর প্রান্তে গিয়ে বসলেন।

: বলুন আমি আপনার জন্য কি করতে পারি? নুরুদ্দীন জিজ্ঞেস করলেন।

: মিষ্টার নুরুদ্দীন, আমরা আলাপ আলোচনা সুরু করবার আগে আপনার কাছে কয়েকটি অনুরোধ আছে।

: বলুন আপনার অনুরোধ কী?

: প্রথমতঃ আপনি টেলিফোনের কানেকসন ডিসকানেক্ট করে দিন। আর আপনার টেবিলের ড্রয়ারে যে দুটো মাইক্রোফোন আছে সেগুলোর সুইচ অফ করে দিন। আর সামনের ঝালড় বাতিটা। আমি জানি মিষ্টার নুরুদ্দীন, আপনি সতর্ক ব্যবসায়ী। ক্লায়েন্টের সব কথা টেপ রেকর্ড করে রাখেন। কিন্তু

আজ আমি আমাদের আলাপ আলোচনার কিছুই রেকর্ড করতে চাইনে। কারণ আমি আপনার কাছে যে কথা বলবো তার প্রতিটি কথাই গোপনীয়। মনে রাখবেন বাইরের কেউ যদি আমাদের কথাবার্তা শুনতে পায় কিংবা আমি আপনার সঙ্গে কী বিষয় নিয়ে কথা বলেছি তাহলে আপনার জীবন বিপন্ন হবে।

নুরুদ্দীন বুঝতে পারলেন যে তিনি কঠিন পাত্রের পাল্লায় পড়েছেন। সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তার হাত থেকে তিনি সহজে নিষ্কৃতি পাবেন না। তিনি জেনারেল রমাদানের নির্দেশ পালন করলেন। জেনারেল রমাদান এবার ঘরের চারদিকে একপাক ঘুরে আসলেন। তারপর ঘরে ঢুকবার দরজার সামনে গিয়ে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলেন।

: মিষ্টার নুরুদ্দীন, আমান ব্যাঙ্ক মধ্যপ্রাচ্যের একটি বড় প্রতিষ্ঠান। আপনার ব্যাঙ্কে আরব দেশের শেখরা টাকা ডিপোজিট রেখে থাকে। আচ্ছা, আপনার ব্যাঙ্কে মোট খদ্দের কতো ?

নুরুদ্দীন চোখ বুজে কী জানি ভাবলেন। মনে মনে ক্লায়েন্টের হিসাব করলেন। তারপর বললেন : প্রায় দশ হাজার।

: আচ্ছা এর মধ্যে সিরিয়ান ক্লায়েন্ট কতো আছে ?

: আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেয়া ব্যাঙ্কের নিয়মানুযায়ী নিষেধ। মাপ করবেন আপনার কথার জবাব দিতে পারবো না। তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন : আপনাকে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। প্রতিটি সিরিয়ান একাউন্ট সিরিয়ার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে খোলা হয়েছে।

: আমি জানি। কিন্তু আমি আপনার কাছ থেকে কয়েকটি বিশেষ খবর চাই। সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে এই খবরগুলো বিশেষ দরকার।

: এ খবর জানবার কোনো কারণ আছে ?

: ন্যাশনাল সিকিউরিটির জন্যে আমাদের এই খবর বিশেষ প্রয়োজনীয়।

: জেনারেল, লেবানন হলো ফ্রী কারেন্সী এরিয়া। আমাদের ব্যাঙ্কের নিয়ম অনেকটা সুইস ব্যাঙ্কের মতো। আমরা ব্যাঙ্কের খদ্দেরের খবর পুলিশকে কখনও দিই না।

জেনারেল রমাদান নুরুদ্দীনের কথা শুনে হাসলেন। বললেন : মিষ্টার নুরুদ্দীন, লেবানন হলো আরব লীগের সদস্য। আজ সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখবার জন্যে লীগের এক মেম্বরকে অন্য মেম্বরের সাহায্য করা একান্ত দরকার। আরব লীগের চুক্তিতে এই ধরনের একটা শর্ত লেখা আছে।

আপনি আরব লীগের এই শর্তানুযায়ী আমার কাছ থেকে আমান ব্যাঙ্কের খদ্দেরের খবর চাইছেন। বেশ আপনার বক্তব্য আরো একটু স্পষ্ট করে বলুন।

: মিঃ মুরুদ্দীন আমরা সন্দেহ করছি যে বর্তমানে কিছু ইস্রাইলী স্পাই সিরিয়াতে কাজ করছে। এইসব স্পাইদের লণ্ডন, নিউইয়র্ক থেকে আমান ব্যাঙ্কের মারফত টাকা পাঠানো হচ্ছে। আমরা তাই প্রতি সিরিয়ান খদ্দেরের একাউন্ট চেক্ করতে চাই।

: বেশ, একাউন্ট পরীক্ষা করবেন ?

: আমি, আজকের মধ্যে প্রতিটি একাউন্ট চেক করতে চাই।

মুরুদ্দীন চোখ বুজে আবার কী জানি ভাবলেন।

: না জেনারেল আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয়। আমরা ব্যাঙ্কের খদ্দেরের একাউন্টের হিসাব কাউকে দেখাইনে। কারণ প্রতিটি একাউন্ট গোপনীয়। আজ আমরা যদি আমাদের ক্লায়েন্টের একাউন্ট আপনাকে দেখাই তাহলে বাজারে আমাদের দুর্নাম হবে। আমরা আপনার সামান্য অনুরোধ রাখবার জন্যে ব্যাঙ্কের দুর্নাম কিনতে চাইনে।

: জেনারেল রমাদান মুরুদ্দীনের কথা শুনে হাসলেন। দুষ্টু হাসি। মুরুদ্দীন এই হাসি দেখে শঙ্কিত হলেন।

: মিষ্টার মুরুদ্দীন, আজ বাজারে আপনার ব্যাঙ্কের সুনামও খুব বেশী নেই। আপনার ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাসের অভাব আছে। দু' একদিনের মধ্যে আপনার ব্যাঙ্ক থেকে আরব শেখরা বেশ মোটা টাকা তুলে নেবেন। লণ্ডন, নিউইয়র্কের ব্যাঙ্কের কর্তারাও আপনার ব্যাঙ্ক থেকে তাদের মোটা ডিপোজিট তুলে নেবেন। আমি জানি যে বেইরুটের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক আপনাকে এই বিপদে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছে। ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে এই বিপদে সাহায্য করতে পারি। একটা কথা মনে রাখবেন; আপনি সিরিয়া থেকে সম্প্রতি গম কেনবার চেষ্টা করছেন। আমি জানি বাজারে এই গম চড়া দামে বিক্রী করবেন। কিন্তু আমি যদি আজ আপনার বিরোধিতা করি তাহলে আপনি সস্তায় গম কিনতে পারবেন না। আর একটা প্রশ্ন আবার আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। আপনার ব্যাঙ্কে সিরিয়ার খদ্দেরের সংখ্যা কতো ?

: মুরুদ্দীন মনে মনে কী জানি চিন্তা করলেন। তারপর বললেন : প্রায় দু' হাজার।

: তাহলে মনে করুন, কাল কিংবা পরশু যদি আপনার সিরিয়ান খদ্দেররা ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেয় তাহলে বলুন কী হবে ?

আবার চিন্তা করতে বসলেন মুরুদ্দীন। দু' হাজার খদ্দেরের সংখ্যা কম নয়। এরা যদি একসঙ্গে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নেয় তাহলে বাজারে গুরুব আলোড়ন সৃষ্টি হবে, ব্যাঙ্কের প্রচুর ক্ষতি হবে।

নুরুদ্দীন আজ মনে মনে স্বীকার করলেন, জেনারেল রমাদান সত্যিই শেয়ানা, ধূর্ত, ইনটেলিজেন্স চীফ। আজ তাকে তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হলো।

: বলুন কী জবাব দেবেন? আপনি যদি আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আমি আপনাকে আর্থিক সাহায্যও করতে পারি।

এবার জেনারেল রমাদানের কথা শুনে নুরুদ্দীন চমকে উঠলেন। চট করে কোনো জবাব দিতে পারলেন না।

: মিষ্টার নুরুদ্দীন, আমি জানি আজ আপনার লিকুইড ক্যাসের প্রয়োজন। কতো টাকা? হ্যাঁ, মনে পড়েছে, পঞ্চাশ মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড। না ও টাকা আপনি লেবানীজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে পাবেন না। কারণ আপনার অতীতের প্রেমিকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিষ্টার ইদ্রিসের স্ত্রী মিসেস কামেলিয়া আজ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ভুলবেন না।

নুরুদ্দীন মন্ত্রমুগ্ধের মতো জেনারেল রমাদানের কথাগুলো শুনছিলেন। কোনো কথা বললেন না।

: মিষ্টার নুরুদ্দীন কাল দামাস্কাসে রাশিয়ার এম্বাসডারের সঙ্গে আপনার ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করছিলুম। উনি আপনার লিকুইড ক্যাসের অভাবের কথা জানেন। যদি দরকার হয় রাশিয়া আপনাকে আজ সাহায্য করতে পারে। আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা আপনার জন্যে সুপারিশ করবো। এবার বলুন আপনি কী করবেন?

: কিন্তু রাশিয়া আপনাদের কথানুযায়ী আমাদের অর্থ দিয়ে সাহায্য করবে কেন?

: কারণ অতি সহজ এবং প্রাঞ্জল। রাশিয়া আমাদের বন্ধু। রাশিয়া সিরিয়ার নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি চায়। মিষ্টার নুরুদ্দীন আজ ইচ্ছে করলে নতুন বন্ধু যোগাড় করতে পারেন। আমার কথা বিশ্বাস না হয় তাহলে আপনি দামাস্কাসে রাশিয়ান এম্বাসডারের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

: নুরুদ্দীন যেন তার সম্বিত ফিরে পেলেন। অনেকক্ষণ ধরে তিনি একমনে জেনারেল রমাদানের কথাগুলো শুনছিলেন। কোনো জবাব দেননি। এবার মুখ খুললেন: জেনারেল আজ আপনি আমাকে নতুন বন্ধুর কথা বলছেন বটে কিন্তু আজ আমাদের বন্ধুত্বের চাইতে লিকুইড ক্যাসের দরকার বেশী।

: আজকালকার বাজারে লিকুইড ক্যাস বন্ধুত্বের চাইতে বড়—একটু শুকনো হাসি হেসে জেনারেল রমাদান বললেন: সত্যিই আপনার কথার ভেতর যুক্তি আছে।

: বেশ তাহলে আমার আর একটি যুক্তিপূর্ণ কথা শুনুন। আজ বাদে কাল

সমস্ত আরব দেশের সঙ্গে ইস্রাইলীদের লড়াই সুরু হবে। আর সেই যুদ্ধে আমাদের জয় সুনিশ্চিত। তখন কেউ যদি জানতে পারে যে আমান ব্যাঙ্ক ইস্রাইলী স্পাইদের ব্যাঙ্ক ছিলো তখন আপনাকে বিপদে পড়তে হবে। বলুন আমার এই কথার ভেতর যুক্তি আছে কিনা ?

এবার নুরুদ্দীনের হাসবার পালা। ব্যাঙ্ক ঝড় ঝাপ্টার ধাক্কা সামলাতে পারে জেনারেল।

: আমি ব্যাঙ্কের কাজকর্ম বিশেষ বুঝিনি কিন্তু এবার আমার প্রস্তাবের জবাব দিন। একটু চুপ করে রইলেন নুরুদ্দীন। তারপর বললেন আরব দেশের স্বার্থের দিক চিন্তা ভাবনা করে আমি আপনাদের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি।

: ধন্যবাদ।

: আমার সহকর্মী মিষ্টার জন আপনাকে সাহায্য করবে। আপনি যেমব হিসেবের খাতা দেখতে চান উনি সেগুলো আপনাকে দেখাবেন।

: জন, কোন্ দেশের ? জেনারেল রমাদান জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

: উনি হলেন গ্রীক। আপনি ওর জন্যে চিন্তা করবেন না। উনি আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী।

: চমৎকার।

নুরুদ্দীন এবার তার সহকর্মী জনকে ডেকে পাঠালেন।

: জন, জেনারেল রমাদান, উনি হলেন সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্তা। সিরিয়ার অভ্যন্তরীণ স্বার্থের জন্যে উনি সিরিয়ার নাগরিকদের একাউন্ট পরীক্ষা করতে চান। আপনি ওকে এই কাজে সাহায্য করবেন।

জন, তীব্র প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করলো।

: কিন্তু মিষ্টার নুরুদ্দীন, ব্যাঙ্কের প্রতি খদ্দেরের একাউন্ট প্রাইভেট, কনফিডেনশিয়াল। একাউন্ট বাইরের কাউকে দেখতে দিতে পারিনে। তাহলে আমরা খদ্দেরের বিশ্বাস ভাঙ্গাবো।

জনের এই কথার জবাব দিলেন জেনারেল রমাদান। হাসলেন, তারপর বললেন : মিঃ জন আপনি ব্যাঙ্কের একনিষ্ঠ কর্মী। আপনার নিষ্ঠতার, সততার জন্যে আপনাকে প্রশংসা না করে পারছিনে। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন আমরা শুধু সিরিয়ান নাগরিকদের হিসেবপত্র দেখতে চাইছি। ওদের একাউন্ট দেখবার অধিকার সিরিয়ান সরকারের নিশ্চয় আছে।

: নুরুদ্দীন জেনারেল রমাদানকে সমর্থন করলেন। হ্যাঁ জন, উনি শুধু

সিরিয়ান নাগরিকদের একাউন্ট দেখতে চাইছেন। থাক এ নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

জন অবশ্যি এ নিয়ে আর চিন্তা ভাবনা করলো না। কারণ জন জানতো জেনারেল রমাদান কী ধরনের সিরিয়ান নাগরিকের একাউন্ট দেখতে চাইছেন। প্রথম সিরিয়ান নাগরিক হলেন মাদাম রুকশানা—সৈয়দ মুস্তাকার বউ। আর একজন সিরিয়ান নাগরিক সম্প্রতি জেনারেল রমাদানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর উনি হলেন ইউসুফ আব্বাস সিরিয়ান নাগরিক।

কিন্তু জন এ দুজনের কথা চিন্তা করে মনে মনে হাসলো। কারণ মাদাম রুকশানার কোনো স্পেশাল একাউন্ট আমান ব্যাঙ্কে নেই। কারণ উনি নুরুদ্দীনের ব্যক্তিগত একাউন্ট নিজের জন্যে ব্যবহার করে থাকেন। আর ইউসুফ আব্বাসের একটি একাউন্ট আছে। স্পেশাল নম্বর ৬ একাউন্ট। সে একাউন্টের খাতা খুঁজে বার করা সহজ কাজ নয়।

জন হিসাবের খাতা আনতে চলে গেলো।

জেনারেল রমাদান এবার বললেন: আপনার সাহায্যের জন্য অশেষ ধন্যবাদ। কাল আমি দামাস্কাসে ফিরে গিয়ে রাশিয়ান এম্বাসডারের সঙ্গে আপনার ব্যাঙ্কের অর্থের প্রয়োজন নিয়ে আলোচনা করবো। হ্যাঁ, আর একটা কথা। আপনি যে বেআইনী অস্ত্র জর্ডনে পাচার করবার খবর শরীফ নাসেরকে দিয়েছিলেন সে খবর আমি রামথার কাষ্টমস পুলিশকে আগেই দিয়েছিলুম। আপনার এ খবর জর্ডনের কর্তাদের দেবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না।

নুরুদ্দীন মৃদু হাসলেন। সেই হাসির জন্যে যেন জেনারেল রমাদান বুঝতে পারলেন। আর সেই হাসির অর্থ হলো: আপনি নিজের প্রয়োজনে সুবিধের জন্যে এ খবর রামথার পুলিশের কাছে দিয়েছেন। আমি এ খবর বিক্রী করে ব্যবসা করেছি।

কিছুক্ষণ পরে জন এসে নুরুদ্দীনের ঘরে বসলো। তার চোখে মুখে ছিলো উত্তেজনার ভাব। আজ কয়েক বছর যাবৎ জন নুরুদ্দীনের সঙ্গে আমান ব্যাঙ্কে কাজ করেছেন। ব্যাঙ্কের প্রতিটি খবরই তার নখদর্পণে।

জন জানেন যে নুরুদ্দীন ব্যাঙ্কের টাকা-পয়সা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। সৌদী আরবিয়ার কুয়েটের শেখদের ব্ল্যাকমেল করে তাদের কাছ থেকে ব্যাঙ্কের ডিপোজিট রেখেছেন। নাসের বাহাউদ্দীনকে অস্ত্র কিনবার জন্যে টাকা এ্যাডভান্স করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

মেয়ে মানুষদের জন্যে নুরুদ্দীনের চরিত্রের দুর্বলতা বিলক্ষণ জানেন। তার

চরিত্রের প্রধান দুর্বলতা হলো মেয়ে মানুষ এবং বিশেষ করে মাদাম রুকশানা। রুকশানার সঙ্গে যেদিন নুরুদ্দীনের প্রথম পরিচয় হলো সেদিন জন বুঝতে পেরেছিলো যে আমান ব্যাঙ্কে শনি ঢুকেছে। কারণ রুকশানার সঙ্গে নুরুদ্দীনের হৃদ্যতা হবার পর থেকে ব্যাঙ্কে গোলমাল সুরু হয়েছে।

আজ নুরুদ্দীন কেন ব্যাঙ্কের আইনকানুন ভেঙ্গে জেনারেল রমাদানকে ব্যাঙ্কের খদ্দেরদের হিসাবপত্র দেখাতে রাজী হলেন তার সঠিক কারণ জন ঠিক বুঝতে পারলো না। সেই কৌতূহল মেটাবার জন্যে জন এসে নুরুদ্দীনের ঘরে বসলো।

: নুরুদ্দীন, আজ আপনি ব্যাঙ্কের সব চাইতে বড় কানুন ভেঙ্গেছেন। আর সেই কানুন হলো কনফিডেন্স। আজ ব্যাঙ্কের বড় দুদিন। এই সময়ে বাজারে যদি প্রচার হয়ে যায় যে আমরা ব্যাঙ্কের হিসেবপত্র সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসকে দেখাচ্ছি তাহলে আমরা বিপদে পড়বো।

নুরুদ্দীন হাসলেন। বললেন : জন, আজ জেনারেল রমাদানকে সাহায্য করবার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো।

: কী ? জন একটি ছোট প্রশ্ন করলো।

: জেনারেল রমাদান আমার কাছ থেকে একটি মূল্যবান খবর চান.

: কী ধরণের খবর ?

: কথাটা খুবই গোপনীয়। যদি তুমি আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও তাহলে তোমাকে সব কথা বলতে পারি।

: আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন ? উনি কি মাদাম রুকশানার একাউন্টের খবর জানতে চাইছিলেন, কিন্তু আমাদের ব্যাঙ্কে ওর কোনো বিশেষ একাউন্ট নেই। উনি তো আপনার স্পেশাল একাউন্ট থেকে টাকা তুলে থাকেন।

আবার হাসলেন নুরুদ্দীন।

বললেন : না, মাদাম রুকশানার প্রতি ওর দুর্বলতা থাকতে পারে বটে কিন্তু আজ জেনারেল রমাদান আর একজনের খবর সংগ্রহ করবার জন্যে আমার কাছে এসেছিলেন। জন, মনে রেখো জেনারেল রমাদান হলেন গভীর জলের মাছ। ওকে চেনা সহজ কাজ নয়।

: জন, জেনারেল রমাদান উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উচ্চাভিলাষী। আজ সিরিয়ার প্রধানমন্ত্রী বার্থ পার্টির কর্তারা ওকে বিশ্বাস করেন। জেনারেল বাহাউদ্দীনের ওর প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাস আছে। নিজের ক্ষমতাকে আরো শক্ত করবার জন্যে উনি দেশের শাসনকর্তাদের কাছে প্রমাণ করতে চান যে সিরিয়ার অভ্যন্তরে ইস্রাইলী স্পাই কাজ করছে। তিনি সেই ইস্রাইলী স্পাইকে ধরতে চান। প্রমাণ

করতে চান যে স্পাই-এর সঙ্গে মাদাম রুকশানার সম্পর্ক আছে।

: জন চুপ করে রইলো। বেশ কিছুক্ষণ কোনো জবাব দিলো না। মুরুদ্দীন বুঝতে পারলো যে আজকের ঘটনায় জন শুধু বিচলিত নয় খানিকটা বিক্ষুব্ধও হয়েছেন।

: সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে মাথা নীচু করবার পক্ষপাতী নই। কারু প্রাইভেট একাউন্টের খবর পুলিশের কাছে দেয়া আইন বিরোধী।

আবার হাসলেন মুরুদ্দীন। অভিজ্ঞতার হাসি। জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছেন। তার সেই অভিজ্ঞতার সব কথা আজ তিনি জনকে বলতে পারেন না। হয়তো একদিন তিনি সে সব পুরানো স্মৃতি জনের কাছে রোমন্থন করবেন। কিন্তু আজ তিনি জনের মনের সন্দেহ, বিচলতা দূর করতে চান।

: জন, আজ আমরা মানে এই আমার ব্যাঙ্ক মধ্যপ্রাচ্যের আরব-ইস্রাইলী সংগ্রামের আবর্তে জড়িয়ে পড়েছে। গত কয়েক বছরের মধ্যে আমান ব্যাঙ্ক হয়েছে এই এলাকার একটি বৃহৎ সমৃদ্ধশালী প্রতিষ্ঠান। আমরা কুয়েট, কাতার, সৌদী আরবিয়ার শেখদের বহু একাউণ্ট খুলেছি। ইস্রাইলী আমেরিকানদের বদ্ধ ধারণা যে আমরা শেখদের টাকা নাসের বাহাউদ্দীনকে ধার দিচ্ছি। ওরা এই টাকা দিয়ে রাশিয়া থেকে মিশাইল অস্ত্র এবং রাডার যন্ত্র কিনবে। তাই আজ ইস্রাইল এবং ইস্রাইলের বন্ধুরা চাইছে যেন আমান ব্যাঙ্কে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। যদি আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে আরব শেখরা তাদের টাকা লণ্ডন আমেরিকাতে জমা রাখবেন। নাসের, বাহাউদ্দীন তাদের অস্ত্র কিনবার জন্যে টাকা পাবেন না। তাই জন, আজ আমান ব্যাঙ্ককে বিপদে ফেলবার জন্যে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে।

: আমাদের প্রথম বিপদ ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাস নেই। গতকাল রাত্রে আমি লেবানীজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিস এবং তার সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছি। এই আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে কোনো সাহায্য পাবার আশা নেই। অতএব টাকা সংগ্রহ করবার জন্যে অন্য উপায় খুঁজতে হবে।

: আজ সিরিয়ার ইনটেলিজেন্স চীফ জেনারেল রমাদান আমার কাছে একটি নতুন প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। প্রস্তাবটি হলো মস্কো আমাদের এই দুদিনে সাহায্য করতে রাজী আছে। মস্কো আমাদের পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দেবে শুধু এক শর্তে। যদি আমরা সিরিয়ান ইনটেলিজেন্স বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করি। তাই আজ আমি জেনারেল রমাদানের প্রস্তাবে সিরিয়ান নাগরিকদের একাউণ্ট

ওকে দেখাতে রাজী হয়েছি। কিন্তু তুমি জানো জন, জেনারেল রমাদান যে দুজনের একাউণ্ট পরীক্ষা করবার জন্যে আমার শরণাপন্ন হয়েছেন তাদের মধ্যে একজনের মানে মাদাম রুকশানার কোনো একাউণ্ট আমার ব্যাঙ্কে নেই। কারণ উনি আমার একাউণ্ট ব্যবহার করে থাকেন। আর দ্বিতীয় একাউণ্ট হলো ইউসুফ আব্বাসের। ওর সেই একাউণ্ট হলো বিশেষ নম্বরের একাউণ্ট। ঐ একাউণ্ট থেকে বুঝবার যো নেই যে ইউসুফ আব্বাস সিরিয়ান।

এবার জনের বিস্ময়ের পালা।

: আপনি ইউসুফ আব্বাসকে অবিশ্বাস করেন ?

: আবার হাসলেন নুরুদ্দীন। বললেন জীবনে কোনোদিন আমি কাউকে বিশ্বাস করিনি। বলতে পারো সেই কারণে আজ আমি বিপদের পানে এগিয়ে যাচ্ছি। ইউসুফ আব্বাসের চরিত্র বিশ্লেষণ করবার মতো। কিন্তু যাক জন, জেনারেল রমাদান তোমার কাছ থেকে যে হিসাবের কাগজগুলো নিয়ে গিয়েছেন তার জন্যে তুমি ওর কাছ থেকে কোনো রসিদ নিয়েছ কী ?

: হ্যাঁ, উনি একটি সাদা কাগজে সই করে দিয়েছেন যে আমাদের কাছ থেকে কিছু সিরিয়ান নাগরিকের একাউণ্টের হিসেব নিয়ে গেছেন।

এই বলে জন একটি সাদা কাগজ নুরুদ্দীনের কাছে পেশ করলো।

নুরুদ্দীন কাগজটি লাইটের সামনে তুলে ধরলো। তারপর তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। কিছুক্ষণ আলোর সামনে ধরে থাকবার পর নুরুদ্দীন মৃদুকণ্ঠে বললো : চমৎকার। জন, জেনারেল রমাদান আজ আমার ফাঁদে পা দিয়েছেন। একদিন এই কাগজটি আমি মোটা টাকায় বিক্রী করবো। সে টাকা দিয়ে ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে না পারলেও আমার নিজের জীবনকে রক্ষা করতে পারবো।

: জন, বেশ কিছুক্ষণ নুরুদ্দীনের কথাগুলো মন দিয়ে শুনলো। তারপর বললো : নুরুদ্দীন, আপনি বললেন যে মস্কো আপনার ব্যাঙ্ককে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। যদি আমেরিকান এম্বাসডারকে এই খবর দিতে পারি তাহলে উনি হয়তো আমান ব্যাঙ্ককে সাহায্য করতে পারেন।

আবার নুরুদ্দীন হাসলেন।

বললেন : আমেরিকান এম্বাসডার ব্যাঙ্ককে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু উনি করবেন না। কারণ উনি জানেন যে যতোদিন আমান ব্যাঙ্ক চালু থাকবে ততোদিন মধ্যপ্রাচ্যে কোনো হাঙ্গামা সুরু করা যাবে না। কারণ আমরা হলুম মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক দল এবং ন্যাশালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট ব্যাঙ্কার। আজ আমাদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়োজন মস্কোর কাছে কিন্তু আমেরিকান সরকার ঠিক তার উল্টো কাজ করবেন। আমরা যদি ডুবে যাই তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের

ন্যাশালিষ্ট গভর্ণমেণ্ট বার্থ পার্টি এবং প্রেসিডেণ্ট নাসের বিপদে পড়বেন।

জন বললো : আচ্ছা ধরুন আজ আমি যদি আমেরিকান এম্বাসডারকে খবর দিই যে মস্কো আপনাকে ঋণ দেবার প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে তাহলে উনি হয়তো ষ্টেট ডিপার্টমেণ্টে এ খবর দেবেন। ষ্টেট ডিপার্টমেণ্ট কোনো প্রকারেই মস্কো প্রভাব প্রতিপত্তি মধ্যপ্রাচ্যে প্রসার হতে দেবে না।

নুরুদ্দীন হাসলেন।

বললেন : তুমি চেষ্টা করে দেখতে পারো। আই উইস ইউ সাকসেস। কিন্তু আমি তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি। কাল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ইদ্রিসের সঙ্গে কথা বলবার পর আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাদের বাঁচাতে পারবে না— আমেরিকা এগিয়ে আসবে না। কারণ শত্রুরা চারদিক থেকে আমাদের অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে। তাই আমি কি ঠিক করেছি জানো?

: কী? জন কৌতূহলী দৃষ্টিতে প্রশ্ন করলো।

নুরুদ্দীন এবার ড্রয়ার খুললেন। তারপর ড্রয়ার থেকে কতোগুলো প্রমিসরি নোট ফিক্সড ডিপোজিটের রসিদ বের করলেন।

: এগুলো কী বলতে পারো?

জন বিস্মিত দৃষ্টিতে নোটগুলোর পানে তাকালো। প্রতিটি প্রমিসরি নোট দশ হাজার ডলারের নোট। বাঙ্কো দা ব্রেজিলের। আর ফিক্সড ডিপোজিট হলো বাঙ্কো দা রোমার-- সাও পালোর শাখার।

: প্রমিসরি নোট, ফিক্সড ডিপোজিট। কিন্তু এগুলো ব্যাঙ্কের সম্পত্তি—

: ঠিক বলেছো। এবার তোমাকে আরো কতোগুলো প্রমিসরি নোট ফিক্সড ডিপোজিটের রসিদ দেখাচ্ছি। এগুলো দেখে তোমার মতামত বলো—

নুরুদ্দীন আবার ড্রয়ার থেকে এক গুচ্ছ প্রমিসরি নোট—ফিক্সড ডিপোজিটের রসিদ বের করলেন। জন ভালো করে তাকিয়ে দেখলো প্রতিটি প্রমিসরি নোট, ফিক্সড ডিপোজিটের একই নম্বরের এবং একই অঙ্কের। অর্থাৎ প্রতিটি প্রমিসরি নোট ফিক্সড ডিপোজিটের একটি করে কপি আছে। জন একই নম্বরের একই অঙ্কের প্রমিসরি—ফিক্সড ডিপোজিটের নকল দেখে অবাক হলো। আশ্চর্য প্রতিটি প্রমিসরি নোট—ফিক্সড ডিপোজিটের নকল নুরুদ্দীন কোথায় পেলেন? ব্যাঙ্ক তো কখন ডুপলিকেট প্রমিসরি নোট দেয় না। তাহলে সমস্ত ঘটনা চিন্তা করে জন শুধু বিস্মিত নয় কিছুটা হতভম্ব হলো।

: প্রতিটি প্রমিসরি নোট—ফিক্সড ডিপোজিটের নকল আপনি কোথায় পেলেন? জন উদ্বেগজনক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

: তুমি নকল প্রমিসরি নোট দেখে অবাক হয়েছ জন। না অবাক হবার

কোনো কারণ নেই। আমি ব্যাঙ্কের প্রতিটি ডিপোজিটের নকল কপি করিয়েছি। যদি ব্যাঙ্ককে না বাঁচাতে পারি তাহলে অন্তত: নিজের জীবনকে বাঁচাতে পারবো। শোন যদি সত্যিই আমাদের ব্যাঙ্কের দোর বন্ধ করতে হয় তাহলে নকল প্রমিসরি নোট নকল ফিক্সড ডিপোজিটের কপিগুলো ব্যাঙ্কের সিন্দুকে রেখে দেবো। আসলগুলো আমার কাছে রাখবো। এগুলো লণ্ডন, ন্যুইয়র্কের ব্যাঙ্ক জমা রেখে টাকা এ্যাডভান্স নেবো। আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। কারণ আসল সাচ্চা মাল আমার কাছে থাকবে। জীবনে আমাকে আর অর্থের কষ্ট ভোগ করতে হবে না।

নুরুদ্দীনের কথা শুনে জন স্তম্ভিত হলো। নুরুদ্দীন ধুরন্ধর, শয়তান কিন্তু জালিয়াতি কাজে এতো পাকা, এ কথনও সে কল্পনা করে নি।

কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকবার পর জন দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো: মিষ্টার নুরুদ্দীন আপনি যে কাজ করবার পরিকল্পনা করছেন এ যে রীতিমতো ডাকাতি। অর্থাৎ আপনি ব্যাঙ্কের কাছে নকল প্রমিসরি নোট জমা রেখে আসল প্রমিসরি নোট ক্যাস করবেন। এ যে জালিয়াতি।

আবার নুরুদ্দীন হাসলেন।

বললেন: জন, আমি যখন ব্যাঙ্ক সুরু করলুম তখন আমি ছিলুম মানি চেঞ্জার অর্থাৎ বিদেশী মুদ্রা বেচাকিনি ছিলো আমার ব্যবসা। আজ সাহস বুদ্ধি দেখিয়ে কিছু লোককে বশ করে, কাউকে ব্ল্যাকমেল করে আমি এতো বড় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি। কিন্তু আজ বাঁচবার জন্যে আমাকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আমাকে ইস্রাইল আমেরিকা ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। কারণ আমি নাসের বাহাউদ্দীনকে সাহায্য করবার চেষ্টা করছি। আর অন্যদিকে নাসের বাহাউদ্দীন ও তার স্পাইর বড় কর্তা জেনারেল রমাদান আমাকে শুষে নেবার চেষ্টা করছেন। আর আমাকে পঙ্গু করবার পেছনে আছেন লেবানীজ, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের গভর্ণর মিঃ ইদ্রিস। না, না, আসলে ইদ্রিস আমাকে ক্ষতি করবার চেষ্টা করছে না। আমার সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে তার স্ত্রী কামেলিয়া—আমার প্রথম পুরাতন বান্ধবী। একদিন আমাকে হারিয়ে কামেলিয়া আমার ক্ষতি করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছিলো। আজ সে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ পেয়েছে। একটা কথা মনে রেখো জন, জীবনে যদি কোনোদিন মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী করো এবং তাকে যদি সেদিন তার চরম আকাঙ্ক্ষার তৃপ্ত করো তাহলে সহজে তুমি তার হাত থেকে কখনই রেহাই পাবে না। সে তোমাকে আঁকড়ে ধরবে—চিরদিনের জন্যে। যদি তুমি তার হাতের নাগালের বাইরে যাবার চেষ্টা করো তাহলে সে

তার প্রতিশোধ নেবে। আমিও কামেলিয়ার জীবনে যে আনন্দের আস্বাদ দিয়েছিলুম সে স্বাদ আমার শত্রু ইদ্রিস তাকে দিতে পারে নি। তাই কামেলিয়া আজ আমাকে সর্বস্বান্ত করতে চায়।

কিছুক্ষণ একটানা কথা বলে নুরুদ্দীন থামলেন। হয়তো এতোক্ষণ কথা বলতে বলতে তার গলা ধরে গিয়েছিলো। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার বলতে সুরু করলেন।

: জীবন অতি কঠিন সংগ্রাম জন। এই সংগ্রামে জয়লাভ করতে হলে ভালোমন্দের বিচার করা চলে না। যদি তুমি ধার্মিক হও তাহলে সবাই তোমাক বলবে ভীরু, কাপুরুষ। আর যদি তুমি অধর্মের আশ্রয় নাও তাহলে তোমাকে ভয় করবে। আর জীবনে যদি বাঁচতে চাও, তাহলে কী করলে সেইটে নিয়ে চিন্তা করো না—কী পেলে সেইটে নিয়ে চিন্তা করো।

নুরুদ্দীন থামলেন।

জন বুঝতে পারলো যে আমান ব্যাঙ্ক তার দরজা বন্ধ করতে পারে, কিন্তু নুরুদ্দীনেব শত্রুরা কখনই তাকে কাবু করতে পারবে না।

জেনারেল রমাদান বেইরুটে যাবার দিন আমি আবার জন চ্যানীর কাছে লম্বা তার পাঠালুম।

বাহাউদ্দীন অসুস্থ। ডাক্তার নির্দেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন আর্মির কাজকর্ম থেকে রিটায়ার করেন। আমরা বাহাউদ্দীনকে খুন করতে পারিনি বটে কিন্তু তাকে আর্মির সক্রিয় কাজ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। বাহাউদ্দীন যদি সিরিয়ান আর্মির সঙ্গে জড়িত না থাকেন তাহলে সিরিয়ান আর্মি এবং বার্থ পার্টি দুর্বল হবে।

আমার এই কথার ভেতর যুক্তি ছিলো। কারণ বাহাউদ্দীন ছিলেন আর্মির সর্বেসর্বা। আমি জানতুম যে বাহাউদ্দীন আর্মি থেকে রিটায়ার করলে সিরিয়ান আর্মিব ভেতর দলাদলি সুরু হবে। কারণ বাহাউদ্দীনের কঠোর শাসন আর্মি এবং পার্টির দলাদলিকে দাবিয়ে রেখেছিলেন। আর সিরিয়াতে একবার দলাদলির সুরু হওয়া মানে আভ্যন্তরীণ গোলমাল আরম্ভ হওয়া।

জন চ্যানী আমাকে খবর দিলেন : আমরা আপনার সঙ্গে একমত। আপনি শিগগিরই আর্মির ভেতর দলাদলির বীজ বপন করতে সুরু করুন।

আমি আর্মির বড় বড় কম্যাণ্ডারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে সুরু করলুম। আর ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবার প্রধান জায়গা ছিলো আমার ট্রিরিও ক্লাব এবং ক্লাবের প্রাইভেট চেম্বার।

আর্মির কর্ণেল, ব্রিগেডিয়াররা প্রায়ই এসে আমাকে অনুরোধ করতেন : ইউসুফ আজ তোমার ট্রিরিও ক্লাবে পার্টি দিচ্ছি। তোমার প্রাইভেট চেম্বার ভাড়া চাই।

আর ঐ চেম্বারে ওরা ওদের বান্ধবীদের নিয়ে হৈ-হল্লা করতেন। ওরা যে সব কথা ওদের প্রেমিকাদের সঙ্গে বলতেন তার প্রতিটি কথা আমি টেপ-রেকর্ড করে রাখতুম। ঐসব আলোচনা আমি তেলআভিভে মাইক্রোড করে পাঠাতুম। কিন্তু একদিন তেলআভিভ আমাকে স্পষ্ট জানালেন : তুমি আমাদের যে খবর পাঠাচ্ছো সে খবর দিয়ে কামশাস্ত্র লেখা যায় কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না। আমরা আর্মির খবর চাই। আমরা জানতে চাই ইজিপ্ট সিরিয়ার মিচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি কবে সই করা হবে? আর সেই ট্রিটির ভেতর কী কী শর্ত আছে আমাদের জানা দরকার।

একদিন লন চ্যানী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে দামাস্কাসে হাঙ্গামা সৃষ্টি করবার যে প্ল্যান দেয়া হয়েছিলো তার কী হলো?

: প্ল্যানটি ছিলো যে সিরিয়ার আর্মি সাপ্তাহিকীতে ধর্মের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ ছাপা হবে। প্রবন্ধের বিরুদ্ধে দামাস্কাসের ওমায়েদ মসজিদের প্রধান মৌলানা শুক্রবার দিন এক লম্বা বক্তৃতা দেবেন। আর্মির ভেতর অসন্তোষ সৃষ্টি হবে। তারপর শহরে দাঙ্গা হাঙ্গামা সুরু হবে। নাসের বিরোধীরা ইজিপ্ট এবং সিরিয়ার মিচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটির বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করবে।

তেলআভিভ আমাকে প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন। আমি প্রবন্ধটির শিরোনামা দিয়েছিলুম : 'নতুন আরব'। সেই প্রবন্ধে বলা হয়েছিলো : মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যু যখন আসবে তখন কারু কাছে মাথা নত করে নামাজ পড়বার দরকার নেই।

এখন আমার সমস্যা হলো আর্মির সাপ্তাহিক 'গেইস আলসাব' পত্রিকায় প্রকাশ করি কী করে?

একবার ভাবলুম যে এ কাজের জন্যে মাদাম রুকশানার সাহায্য নেবো। কিন্তু পরে দেখলুম যে ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ—হাল্কা জিনিষ নয়। আর্মি সাপ্তাহিক। 'গেইস আলসাবে'র সম্পাদককে হাত করতে হবে। এই কাজের জন্যে আমি নাদিয়া এবং মারিয়ামের সাহায্য নিলুম। কারণ নাদিয়া আমাকে বলেছিলো যে 'গেইস আলসাবে'র সম্পাদক তার অল্প বিস্তর পরিচিত। মারিয়াম আমাকে বললো : ইব্রাহিম বলে এক লেফেট্যানান্টের সঙ্গে তার প্রেমটা বেশ কুলপী বরফের মতো জমে উঠেছে। ওকে দিয়ে আর্মির ভেতর যে কোনো কাজ করা যাবে এবং খবর সংগ্রহ করা যাবে।

সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমি নাদিয়াকে একরাত্রে আমার বাড়ীতে নিয়ে এলুম।

নাদিয়া প্রায় রাত ন'টার সময় আমার বাড়ীতে এলো। আজ ইচ্ছে করে সে বেশ জাকজমক সাজগোজ করে এসেছিলো। নাদিয়া খুব সুন্দরী নয়, তাই ওর সঙ্গে দুটি মিষ্টি প্রেমের কথা বললে ওর মন ভুলে যেতো। আমি প্রেমেব অভিনয় সুরু করলুম। নাদিয়া আমার মিষ্টি কথা শুনে আমার গায়ের পাশে এসে বসলো। ওর পেট থেকে কথা বের করবার জন্য আমি ওকে উত্তেজিত করবার চেষ্টা করলুম। ওর ঠোঁটে চুমু খেলুম। দু' তিনবার চুমু খাবার পর নাদিয়ার মন আলগা হয়ে গেলো।

: ডার্লিং সত্যি তোমার মতো পুরুষ আমি এর আগে কখনও দেখিনি। মেয়েদের মন কী করে ভোলাতে হয় তুমি জানো।

আমি নাদিয়ার প্রেমের বুলি শুনে মন দুর্বল করলুম না।

: ডার্লিং আজ তোমাকে বড্ডো ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার বলতো। দপ্তরে খাটুনি বেড়েছে।

: নাদিয়া হেসে জবাব দিলো : দপ্তরের খাটুনির কথা আমাকে বলো না। তার হিসেব নিকেস দিতে গেলে আজ আমার সারা রাত্রি কেটে যাবে।

আমি গ্লাসে হুইস্কী ভরে নাদিয়ার হাতে তুলে দিলুম।

নাদিয়া হুইস্কীর গ্লাসে লম্বা চুমুক দিয়ে বললো : ডার্লিং আমি দু' একদিনের জন্যে কায়রো যাবো।

: কায়রো ? আমি বিস্ময় কপটতার ভাণ করলুম। নাদিয়া হঠাৎ কেন কায়রো যাবার চেষ্টা করছে ? ওর যাবার পেছনে নিশ্চয় কোনো গৌণ উদ্দেশ্য আছে।

: হ্যাঁ ডার্লিং, আমার প্রধানমন্ত্রী কায়রোতে সিরিয়ান ডেলিগেশনের প্রধান নেতা হিসেবে যাবেন। আমিও ওর সঙ্গে যাবো।

: ব্যাপার কী নাদিয়া ? আমি ওর হাত দুটি আমার হাতের ভেতর নিলুম।

নাদিয়া আমার পানে তাকিয়ে হাসলো।

: তারপর বললো : জানো ইউসুফ, তোমার নাম হওয়া উচিৎ ছিলো জেমস্ বণ্ড। তুমি এতো হাজার প্রশ্ন করো যেসব কথার জবাব দিতে ভয় হয়।

আমি সাবধান হলুম। নাদিয়ার মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনি। বললুম : আমি হলুম কটনের ব্যবসায়ী। আমি স্পাইর কাজ করবো কেন। তবে জানতো, ব্যবসা এবং রাজনীতি দুটোই তাল ফেলে চলে। ব্যবসা করতে হলে রাজনীতির দু' তিনটে খবর রাখা দরকার বৈকি ?

ঃ বেশ তাহলে তোমাকে সব কথা বলছি। কিন্তু খবরদার একথা আর কাউকে বলো না। আমাদের সিকিউরিটি চীফ জেনারেল রমাদান সবাইকে সন্দেহ করেন। উনি বলেন শহরের চারদিকে ইস্রাইলী স্পাই ছড়িয়ে আছে।

ঃ শোনো ইউসুফ, আমরা কায়রোতে ইজিপ্ট সরকারের সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছি। এই চুক্তির শর্ত হলো যদি ইস্রাইলীরা আমাদের আক্রমণ করে কিংবা আক্রমণের ভয় দেখায় তাহলে ইজিপ্ট আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। এই চুক্তির নাম হলো মিচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি।

ঃ এক্সেলেন্ট। জানো নাদিয়া আমি বার্থ পার্টির এই নীতিকে সমর্থন করি। ইস্রাইলী শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

ঃ তুমি বার্থ পার্টিকে সমর্থন করো? নাদিয়া যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলো না।

ঃ নিশ্চয়। ভুলে যেও না আমি হলুম বার্থ পার্টির একজন প্রধান সমর্থক।

আমার কথা শুনে নাদিয়া ভুরু কুচকালো। কারণ নাদিয়া জানতো যে বার্থ পার্টির কঠোর নীতি এবং তার সমাজতন্ত্রীবাদ দেশের অনেক মহলে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিলো।

আমি ভেবেছিলুম তুমি বার্থ পার্টির নীতির বিরোধী।

ঃ বাঃ রে তুমি জানো না বুঝি যে আমি বার্থ পার্টির ফাণ্ডের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করছি।

ঃ কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি চীফ জেনারেল রমাদান তোমাকে একেবারে বিশ্বাস করেন না। উনি বলেন তুমি হলে বিদেশী স্পাই।

ঃ আমি মনের উত্তেজনা দমন করলুম। নাদিয়াকে জোরে ধরে চুমু খেলুম। তারপর বললুম ঃ নাদিয়া, তোমার ঠোঁট দুটি ভারি কোমল, মিষ্টি।

আনন্দে নাদিয়া তার চোখ বুজলো। বললো ঃ জেনারেল রমাদান তোমার বিরুদ্ধে কথা বলেন বটে কিন্তু আমি প্রাইম মিনিষ্টারকে বলেছি যে রমাদান সুনাম কেনবার জন্যে তোমার নামে সমস্ত কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলছে! ওর কোনো কথা যেন উনি বিশ্বাস না করেন। তুমি একটু সাবধানে থেকো ইউসুফ। জেনারেল রমাদান লোকটি সাক্ষাৎ কেউটে সাপ। আজ দামাস্কাস শহরে কেউ জেনারেল রমাদানকে বিশ্বাস করেন না।

বুঝতে পারলুম ওষুধ ধরেছে। প্রেমের আবেগ উদ্বেলে টগবগিয়ে নাদিয়া তার মনের কথা বলতে সুরু করেছে। তাকে আরো উত্তেজিত করা দরকার। ইজিপশিয়ান সিরিয়ান মিচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটির পুরো শর্তগুলো জানা চাই। আমি আবার নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরলুম।

: ডিফেন্স ট্রিটি কবে সই করা হচ্ছে ডার্লিং…

: ডিফেন্স ট্রিটির কথা বলো না। আমাকে চুমু খাও।

আমি নাদিয়াকে চুমু খেলুম। কিন্তু চুমু খাবার মধ্যিখানে আবার প্রশ্ন করলুম : চুক্তি কবে সই করা হচ্ছে ?

: দিন দশেকের মধ্যে। কথাবার্তা নিয়ে কায়রোতে জেনারেল বাহাউদ্দীনের যাবার কথা ছিলো। কিন্তু উনি অসুস্থ। তাই প্রধানমন্ত্রী যাবেন। সঙ্গে আমি যাবো।

আমি আবার নাদিয়ার ঠোঁটে চুমু খেলুম। এবার শুধু চুমু খেলুম না—ওর ঠোঁট কামড়ে ধরলুম। ডিফেন্স ট্রিটির শর্ত কী? জিজ্ঞেস করলুম। নাদিয়া খানিকটা আনন্দে—খানিকটা হয়তো ব্যথায় বললো : অতো জোরে ঠোঁট চেপে ধরো না ইউসুফ। তোমাকে বলছি। আমাদের চুক্তি শর্তগুলো গোপনীয়। তবে চুক্তিতে বলা হয়েছে যদি কখনও ইস্রাইল আমাদের আক্রমণ করে তবে ইজিপ্ট আমাদের সাহায্য করবে। অর্থাৎ আমাদের উপর কোনো আক্রমণ মানে ইজিপ্টকে আক্রমণ করা।

: রাশিয়া তোমাদের কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে·····আমি আমার চুম্বনকে খানিকটা শিথিল করে বললুম। কিন্তু এবার নাদিয়া যেন হিংস্র বাঘিনী হয়ে উঠলো।

: রাশিয়া! নাদিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরে বারবার চুমু খেতে লাগলো।

: হ্যাঁ, রাশিয়া এই চুক্তির পরিবর্তে তোমাদের কোনো সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কী ?

নাদিয়া যেন আর দেহের উত্তেজনাকে সংবরণ করতে পারলো না। আমাকে বললো : ব্লাউজের বোতামগুলো খুলে দাও ইউসুফ। রাশিয়ার জন্যে তুমি চিন্তা করো না। রাশিয়া বলেছে যে চুক্তি হয়ে যাবার পর আমাদের দু'দেশকে প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র দেবে। মিসাইল-রাডার এবং কয়েক স্কোয়াড্রন মিগ-একুশটা প্লেন। তুমি রাজনীতির কথা ছাড়ো ইউসুফ। প্রেমের কথা বলো।

আমি আলোচনার প্রসঙ্গ ঘোরালুম। বুঝতে পারলুম যে ডিফেন্স ট্রিটি কিংবা সামরিক অস্ত্রের কথা বারবার জিজ্ঞেস করলে নাদিয়ার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। আজ নাদিয়ার জীবনের দুর্বল মুহূর্তে আমি ওর মনে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করতে চাইনে।

এবার আমি 'গেইস আলসাবে'র কথা বললুম।

: নাদিয়া তুমি আল্লায় বিশ্বাস করো। নাদিয়া আমার কোলে শুয়েছিলো। আমার কথা শুনে ঝটকা মেরে উঠে বসলো। বেশ বিস্মিত চোখে জিজ্ঞেস

করলো : আল্লা। তুমি আল্লার কথা বলছো কেন ইউসুফ? ভাবছিলুম জীবনে আল্লাকে বিশ্বাস না করলে আমাদের বাকী দিনগুলো কাটবে কী করে?

তারপর আবার বললো : আমি বাপু অতো বুঝিনে।

: জানো নাদিয়া, মানুষের মৃত্যু অনিবার্য। যদি আমাদের মৃত্যু অনিবার্য হয় তাহলে আল্লার কাছে আমাদের মাথা নীচু করার কী প্রয়োজন আছে?

নাদিয়া এবার ধমকের সুরে বললো : ইউসুফ আমি জানতুম তুমি শুধু ব্যবসা করো। কিন্তু আজ দেখছি যে তুমি ধর্ম করতে সুরু করেছো। আমি বাপু ধর্মো বুঝিনে। আমার সাংবাদিক বন্ধুদের সঙ্গে তুমি ধর্ম, আল্লা পরজীবন নিয়ে আলাপ আলোচনা করো।

: আমি 'গেইস আলসাবের' সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ করতে চাই।

: 'গেইস আলসাব আমাদের সিরিয়ান আমির কাগজ। ও কাগজের সম্পাদককে দিয়ে তুমি কী করবে?

: ভাবছি ধর্মের উপর একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত করবো।

: আচ্ছা, আমি ওকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবো। এখন সময় নষ্ট করো না। এসো আমরা প্রেম করি।

খুব ভোরবেলা। আমি সমস্ত খবর দিয়ে লন চ্যানীর কাছে তার পাঠালুম।

লন চ্যানী আমার প্রেরিত সংবাদগুলো পেয়ে খুশী হলেন। খবরের শেষে বললেন : আমরা খবর পেয়েছি যে জেনারেল রমাদান গতকাল আমান ব্যাঙ্ক থেকে সিরিয়ান নাগরিকদের ব্যাঙ্কের একাউন্টের হিসেব নিয়ে এসেছেন। কিন্তু হিসেব নিয়ে আসবার সময় একটা কাগজে ওঁর নাম সই করে এসেছেন। নুরুদ্দীনের কাছ থেকে কাগজটি মানে রশিদটি কিনে নিতে হবে। এর জন্যে টাকার চিন্তা করো না। নুরুদ্দীনের অর্থের প্রয়োজন। উপযুক্ত পয়সা দিতে পারলে আমরা ওঁর সই করা রশিদটি যোগাড় করতে পারবো। কাগজটি আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান। ভবিষ্যৎ-এ দরকার হবে।

সত্যি কথা বলতে কী রমাদানের সই করা ঐ সামান্য চিরকুটটি একদিন আমার জীবন বাঁচিয়েছিলো।

নাদিয়া তার দুর্বল মুহূর্তের প্রতিশ্রুতির কথা রাখলো।

জেনারেল রমাদান বেইরুট থেকে আসবার একদিন আগেই 'গেইস আলসাব' পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দিলো।

আলাপ হলো আমার স্টিরিও ক্লাবে। সম্পাদকের নাম মুহম্মদ রফীক।

রফীক হলেন সিরিয়ান আর্মির পাবলিক রিলেশনস্ অফিসার। 'গেইস আলসাব' পত্রিকার সম্পাদনা উনি করে থাকেন।

ষ্টিরিও ক্লাবে ডিনার খেতে খেতে আমরা হাজার বিষয় নিয়ে আলোচনা করলুম। আমি জানতুম যে বারম্যানের মধ্যে দু' একজন রমাদানের লোক ছিলো। সেদিন আমি ওদের ছুটি দিয়েছিলুম। কাজেই আমি কি বিষয় নিয়ে এবং কার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছি একথা বাইরের কেউ জানতে পারলো না।

মুহম্মদ রফীক আমার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে তুষ্ট হলেন। বললেন : আপনার ধর্ম সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। সত্যিই আপনি ইসলামিক ধর্ম সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ আমাদের কাগজে লিখুন।

: আমি লেখক নই। ভালো করে গুছিয়ে সব কথা বলতে পারিনে— আমি জবাব দিলুম।

: প্রবন্ধটি আপনার লিখতে হবে না। আপনি শুধু আপনার বক্তব্য বলে যাবেন। আমার সহকর্মী কথাগুলো গুছিয়ে লিখবে। মনে রাখবেন—বার্থ পার্টি সমাজতন্ত্র। আমরা আল্লার চাইতে মানুষ বিশ্বাস করি।

সেদিন ষ্টিরিও ক্লাবে মুহম্মদ রফীক তার সহকর্মীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বলা বাহুল্য তার সহকর্মীর নাম ছিলো ইব্রাহিম খালাস। ইব্রাহিম খালাস ছিলো মারিয়ামের বন্ধু। অতএব ইব্রাহিমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা, হৃদ্যতা জমতে বেশী সময় নিলো না।

পরের দিন ইব্রাহিম আমার বাড়ীতে এলো। তার সঙ্গে এলো মারিয়াম। অতএব আমি যখন প্রবন্ধের কথাগুলো ইব্রাহিমকে বললুম তখন সে প্রতিটি কথা টুকে নিলো। আমি জানতুম যে আমার প্রতিটি কথা প্রবন্ধে লেখা হবে। কিন্তু ইব্রাহিম খালাস কি ছাই জানতো যে এই প্রবন্ধ তেলআভিভে লেখা হয়েছিল।

: প্রবন্ধের শিরোনাম দিয়েছিলুম 'কি করে নতুন আরব জনগণকে তৈরী করতে হবে'। দুদিন পরে তারিখটি আজো আমার স্পষ্ট মনে আছে, ২৫শে এপ্রিল ১৯৬৭ সালে আমার এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সিরিয়াতে তুমুল আন্দোলন ও বিক্ষোভ সুরু হলো।*

তারপরের কয়েকটা দিন। আমাদের বেশ উত্তেজনার ভেতর দিয়ে কাটলো। ধর্ম বিরোধী প্রবন্ধ আর্মির কাগজে প্রকাশিত হবার পর দামাস্কাস শহরে তুমুল

---

* কাহিনী সত্যি। এ প্রবন্ধ হলো আরব ইস্রাইলী যুদ্ধের প্রথম স্ফুলিঙ্গ।

আলোড়ন সুরু হলো। শুক্রবার দিন নামাজ পড়বার মসজিদে এই প্রবন্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দেয়া হলো।

সিরিয়ান সরকার শহরের হাঙ্গামা দেখে বিচলিত হলেন। কায়রো থেকে খবর প্রেসিডেন্ট নাসের সিরিয়ান নেতাদের দিলেন : এ হলো আমেরিকা ইস্রাইলের চক্রান্ত। ওরা দামাস্কাস শহরে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। নিশ্চয় আপনাদের শহরে কোনো ইস্রাইলী স্পাই কাজ করছে।

নাসেরের কাছ থেকে নির্দেশ পাবার পর সিরিয়ান কর্তারা ইস্রাইলী স্পাই ধরবার জন্যে উঠে পড়ে লাগলেন। শহরে সবার মুখে এক কথা শোনা গেলো ইস্রাইলী স্পাই কে? বার্থ পার্টির কর্তারা জেনারেল রমাদানকে নির্দেশ দিলেন : আপনি আরো কঠোর নীতি অবলম্বন করুন। যেমন করেই হোক আমেরিকান ইস্রাইলী স্পাইকে আমাদের ধরতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আতাসী জেনারেল রমাদানকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : আজকাল দামাস্কাসে ইস্রাইলী স্পাইর কর্ম তৎপরতা বেড়েছে। কিছুদিন আগে ওদের লোক জেনারেল বাহাউদ্দীনকে খুন করবার চেষ্টা করেছিলো। আল্লার কৃপায় ওরা জেনারেলকে খুন করতে পারেনি। কিন্তু তবু আজ জেনারেল অসুস্থ। বেশ কিছুদিন ওকে শুয়ে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়—আমরা জানি যে আর্মির সংবাদপত্রে ইস্রাইলী স্পাই কারু মারফৎ এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলো। প্রবন্ধ প্রকাশ করবার মূল উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়। আমাদের বিব্রত করা এবং যাতে বার্থ সরকারের পতন হয় তার চেষ্টা করা। আমরা জানতে চাই ইস্রাইলী স্পাইটি কে?

জেনারেল রমাদান চুপ করে প্রাধনমন্ত্রী আতাসীর কথাগুলো শুনলেন। তিনিও জানেন যে দামাস্কাসে ইস্রাইলী স্পাই কাজ করছে। এই স্পাইটিকে আন্দাজ অনুমান করতে তার কোনো অসুবিধে হয়নি। এই স্পাইর সঙ্গে কারা কাজ করছে তাদের নামও জানেন। কিন্তু সবই তার সন্দেহ, অনুমান। আজ স্পাই এবং তার সহকর্মীদের ধরবার মতো উপযুক্ত কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তিনি কী তার সন্দেহের কথা প্রধানমন্ত্রীকে বলবেন? না, শুধুমাত্র সন্দেহে কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না। বিশেষ করে মাদাম রুকশানাকে। তাই জেনারেল রমাদান প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বাস দিলেন : মিষ্টার প্রাইম মিনিষ্টার, আপনি কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা জানি যে আমেরিকা ইস্রাইলের সঙ্গে সহযোগিতা করে কাজ করছে। কিন্তু সামান্য সন্দেহের বশে আমরা কাউকে গ্রেপ্তার করতে চাইনে। আশা করি আমরা কয়েকদিনের মধ্যে স্পাই এবং তার বন্ধুবান্ধবদের হাতে হাতে ধরতে পারবো। আমি

জানি যে ইস্রাইলী স্পাই আমাদের সমাজের হোমরা লোকদের সঙ্গে যোগ সাজসে কাজ করছে।

: দেরী করবেন না। কারণ আমির কাগজে প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর প্রেসিডেন্ট নাসের এবং মস্কোর কর্তারা বিচলিত হয়েছেন। ওরা মধ্য প্রাচ্যে শিগ্‌গিরই যুদ্ধের আশংকা করছেন। আমাদের ওই জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে।

বিদায় নেবার আগে জেনারেল রমাদান আরো দুটি কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন।

আমরা খবর পেয়েছি যে দামাস্কাস শহর থেকে প্রতিদিন ওয়ারলেস মারফৎ বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক খবর তেলআভিভে পাঠান হচ্ছে। সম্প্রতি আমাদের বিমান বন্দরের ওয়ারলেস ষ্টেশন মনিটর করতে গিয়ে এই ট্রান্সমিশনের খবর পেয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী জেনারেল রমাদানের কথা শুনে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন : আপনি বলছেন কী?

বিমান বন্দরের ওয়ারলেস ষ্টেশনের কাছ থেকে খবর পাবার পর আমরাও ঐ ফ্রিকোয়েন্সীতে ইস্রাইলী স্পাইর প্রেরিত খবর শুনবার চেষ্টা করেছিলুম। খবর কোডে পাঠানো হয়েছিলো। তাই সে খবর কী আমরা জানতে পারেনি। তবে আমরা স্পাইকে ধরতে পারবো। একবার ওকে ধরতে পারলে কোড জানাও সম্ভব হবে।

প্রধানমন্ত্রী আতাসী চুপ করে কী জানি ভাবলেন। সত্যি দামাস্কাস শহরের বুকের উপর বসে ইস্রাইলী স্পাই যে তেলআভিভে খবর পাঠাতে পারবে এ কথা তিনি যেন বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তার ধারণা ছিলো যে ইস্রাইল স্পাই এলি কোহেন ধরা পড়বার পর দামাস্কাসে আর কোনো ইস্রাইলী সিক্রেট এজেন্ট কাজ করতে পারবে না। কিন্তু জেনারেল রমাদানের কথা শুনবার পর তার মনের ভুল ধারণা ভেঙ্গে গেলো। প্রধানমন্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে জেনারেল রমাদান আবার বলতে সুরু করলেন : ইস্রাইলী স্পাই শুধু আমাদের দেশের সামরিক এবং সরকারী খবর তেলআভিভে রেডিও মারফৎ পাঠাচ্ছে না ওরা বার্থ পার্টির প্রতিটি কার্যকলাপের খবরও তেলআভিভের কর্তাদের দিচ্ছেন। আমার বদ্ধ ধারণা যে স্পাইর সঙ্গে কয়েকজন পার্টির লোকও কাজ করছেন।

জেনারেল রমাদানের কথা শুনে প্রধানমন্ত্রী চমকে উঠলেন। বার্থ পার্টির লোকেরাও ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করছে।

অসম্ভব! অবিশ্বাস্য!

প্রধানমন্ত্রীকে চুপ করে থাকতে দেখে জেনারেল রমাদান আবার বলতে সুরু

করলেন : আমি খবর পেয়েছি যে পার্টির বেশ বড় কেউ এই ইস্রাইলী স্পাইর সঙ্গে জড়িত আছে।

: ওদের নাম কী? প্রধানমন্ত্রী আতাসী জানবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন। জেনারেল রমাদান মৃদু হাসলেন। বুঝতে পারলেন ওষুধ ধরেছে। আজ প্রধানমন্ত্রী তার কথা বিশ্বাস করেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তিনি সৈয়দ মুস্তাফার কিংবা রুকশানার নাম প্রকাশ করতে চান না। একবার যদি ইউসুফ আব্বাসকে ধরতে পারেন তাহলে তিনি সমস্ত রহস্যের উদ্ঘাটন করবেন এবং অভিনয়ের নায়ক-নায়িকাদের নাম প্রকাশ করবেন। সব কিছুই ধীরে ধীরে করতে হবে।

আপনাকে দু'দিনের মধ্যে স্পাইর এবং তার সহকর্মীদের নাম দিতে পারবো। কিন্তু স্যার, আপনাকে একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী নাদিয়ার উপর একটু নজর রাখবেন। নাদিয়া আজকাল বড্ডো আজেবাজে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে।

: নাদিয়া? প্রধানমন্ত্রী যেন জেনারেল রমাদানের অভিযোগ ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি কখনই বিশ্বাস করতে চাননি যে তার ব্যক্তিগত পার্সনাল সেক্রেটারী দেশদ্রোহিতা করবে এবং সরকারী গোপন খবর বাইরের কাউকে দেবে। নাদিয়াকে তিনি চেনেন, তার উপর অগাধ বিশ্বাস আছে। নাদিয়া কখনও কোনো অবিশ্বাসের কাজ করবে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর প্রধানমন্ত্রী ধীরকণ্ঠে বলতে লাগলেন : নাদিয়াকে আমি বিশ্বাস করি।

: তবু স্যার আপনি ওর উপর একটু নজর রাখবেন। আমি সম্প্রতি কতোগুলো উড়ো খবর পেয়েছি যে নাদিয়া বাজে চরিত্রের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করছে। আপনাকে এ খবরটা দেয়া আবশ্যক বলে আমি এই খবর আপনাকে দিলুম। আর একটা খবর আপনাকে দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

: কী খবর?

: কিছুদিন আগে জেনারেল বাহাউদ্দীন বেইরুটের আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের সঙ্গে কিছু লোন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন। কথা ছিলো লোনের পরিবর্তে আমরা ওর কাছে গম বিক্রী করবো। কিন্তু বর্তমানে আমান ব্যাঙ্কে লিকুইড ক্যাসের টান পড়েছে। আমার মনে হয় না যে নুরুদ্দীন আমাদের কোনো বিদেশী টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারবে। ওর ভাণ্ডার খালি।

: আমাদের যে ঐ টাকার বিশেষ প্রয়োজন। কারণ আমরা রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছি যে ওরা আমাদের কাছে মিসাইল এবং রাডার বিক্রী করবে।

আমরা এই জিনিষের দাম ক্যাস ডলারে দেবো। নুরুদ্দীন বাহাউদ্দীনকে বলেছিলো যে আমান ব্যাঙ্ক আমাদের ক্যাস ডলার দেবে—বিচলিত, উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী আতাসী জেনারেল রমাদানকে বললেন।

ম্লান, মৃদু হাসলো জেনারেল রমাদান। বললেন: আপনাকে তাহলে টাকার জন্যে অন্য কোনো ব্যাঙ্কের কাছে হাত পাততে হবে। আমান ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমান ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব আর কতোদিন থাকবে একথা বলাও দুষ্কর।

জেনারেল রমাদান দেখতে পেলেন যে প্রধানমন্ত্রী নিশ্চুপ হয়ে বসে আছেন। কারণ দামাস্কাসে ইস্রাইলী স্পাইর অস্তিত্বের খবরের চাইতে আমান ব্যাঙ্কের আর্থিক সঙ্কটের কথা তাকে আরো বিচলিত করলো। তিনি এ কথার কী জবাব দেবেন।

জেনারেল রমাদান আবার বলতে শুরু করলেন: মধ্যপ্রাচ্যে শিগ্‌গিরই একটা বড় রকমের যুদ্ধ সুরু হবে। এই লড়াইয়ের পেছনে আছে ইস্রাইলী এবং আমেরিকা। আজ ইস্রাইলে আর্থিক সঙ্কট চলছে? এই সঙ্কটের হাত থেকে তার বাঁচবার একমাত্র উপায় হলো: আমেরিকার ইহুদীদের সহানুভূতি আকর্ষণ করা। কী করে এই সহানুভূতি তারা পেতে পারে? যদি কোনো প্রকারে আমেরিকার কাছে প্রমাণ করতে পারে যে আরব দেশগুলো ইস্রাইলকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করছে। আমি একটা খবর পেয়েছি যে ইস্রাইল বাজারে একটা গুজব চালু করবে যে ইস্রাইলী সৈন্য সিরিয়ার সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ভাবছে আমরা এ খবর পেয়ে আতঙ্কিত হবো। আমাদের আতঙ্ক বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নাসের আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবেন। প্রেসিডেন্ট নাসের আমাদের সাহায্য করা মানেই হলো: মধ্যপ্রাচ্যে লড়াই সুরু হওয়া।

কথা বলতে বলতে জেনারেল রমাদান কিছুক্ষণের জন্যে থামলেন। তারপর আবার বলতে সুরু করলেন: এই যে দু'দিন আগে আমাদের আর্মির সংবাদ-পত্রে ধর্মবিরোধী সংবাদটি বেরিয়েছিলো, এর পেছনে ছিলো ইস্রাইলী এজেন্টের হাত। সেই ইস্রাইলী এজেন্ট আজো দামাস্কাস শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমরা শুধু প্রমাণ অভাবে ওকে ধরতে পারছিনে। আমান ব্যাঙ্কে আর্থিক সঙ্কট করবার পেছনে আছে ইস্রাইলী ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিসের কারসাজী! কারণ আজ যদি আমান ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে শুধু আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো না, সমস্ত মধ্যপ্রাচ্যে আর্থিক গোলযোগ সুরু হবে। সৌদি-আরবিয়া, কুয়েটের শেখরা ভবিষ্যতের ওদের টাকা লণ্ডন, ন্যুইয়র্কের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখবেন।

আমান ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হলে আমরা সবাই পথের ভিখিরী হবো। আমি হিসেব করে দেখেছি যে সিরিয়ার ক্ষতি হবে একশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড।

একশো মিলিয়ন পাউণ্ড। তুমি বলছো কী রমাদান – প্রধানমন্ত্রী আতাসী যেন তার ইনটেলিজেন্স চীফের কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলেন না।

ম্লান হাসির রেখা ফুটে উঠলো যেন জেনারেল রমাদানের মুখে।

তিনি আবার বলতে সুরু করলেন : হ্যাঁ স্যার, আমি কিছুদিন আগে আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের সঙ্গে দেখা করে সিরিয়ান নাগরিকদের হিসেব নিয়ে এসেছি। মোট হিসেব করে দেখলাম সব মিলিয়ে যে আমাদের একশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড ঐ ব্যাঙ্কে জমা আছে।

: তাহলে কী হবে? ব্যাকুল কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী আতাসী জিজ্ঞেস করলেন।

এবার প্রধানমন্ত্রীর জবাব দিতে গিয়ে জেনারেল রমাদান থমকে গেলেন কী জবাব দেবেন তিনি। আজ সিরিয়ান নাগরিকের কাছে প্রকাশ্য বলবার যো নেই যে আমান ব্যাঙ্কে আর্থিক গোলযোগ সুরু হয়েছে। কারণ কোনো প্রকারে যদি বাজারে কথাটা চালু হয়ে যায় যে নুরুদ্দীনের ব্যাঙ্কে টাকা নেই তাহলে পরের দিন থেকে ব্যাঙ্কে রান হবে। ব্যাঙ্কে রান হওয়া মানেই আমান ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ করা। এর পরিণাম সিরিয়ান নাগরিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

: করবার কিছু নেই। আমি সিরিয়ান এম্বাসডারের সঙ্গে আমান ব্যাঙ্কের আর্থিক গোলযোগ নিয়ে কথা বলেছিলুম। রাশিয়ান এম্বাসডার বলেছেন যে ব্যাপারটা তিনি মস্কোর পলিটব্যুরোর কাছে পেশ করবেন। যদি পলিটব্যুরো আমান ব্যাঙ্ককে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে রাজী থাকেন তাহলে আমান ব্যাঙ্ককে ওরা টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন।

একটা খবর আমি পেয়েছি যে ব্যাঙ্কের একজন গ্রীক কর্মচারী এবং নুরুদ্দীনের ডান হাত জন সম্প্রতি দু' তিনটে সুইস ব্যাঙ্কের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাবার জন্যে জুরিখে গিয়েছিলো। কিন্তু জন জুরিখের বাজার থেকে কোনো টাকা ধার পায়নি! তার প্রধান কারণ যে ব্যাঙ্ক মহলে আমান ব্যাঙ্কের কর্তা নুরুদ্দীনের বিশেষ সুনাম নেই। লেবাননে ফিরে এসে জন আমেরিকান এম্বাসডারের কাছে ব্যাঙ্ককে সাহায্য করবার জন্যে হাত পেতে-ছিলো। কিন্তু আমেরিকান এম্বাসডারও গড়িমসি করছেন। তিনিও সাহায্য দিতে ইতস্তঃত বোধ করছেন। তার প্রধান কারণ যে আমান ব্যাঙ্কের এই আর্থিক গোলযোগের পেছনে আছে ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্স সার্ভিস। ওরা লেবাননের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কর্তা মিঃ ইদ্রিসকে টাকা দিয়ে হাত করেছেন। আজ লেবানীজ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক নুরুদ্দীনকে পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার দিয়ে সাহায্য

করতে গররাজী হয়েছেন। আর এই সব বিশৃঙ্খলা, ঝামেলা সৃষ্টি করবার পেছনে আছেন ইস্রাইলী স্পাই পাপাজান।

: পাপাজান! পাপাজান কে? প্রধানমন্ত্রী এতোক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো চীফ অব ইনটেলিজেন্স জেনারেল রমাদানের কথাগুলো শুনছিলেন। তার কাছে এইসব কাহিনী অলৌকিক রূপকথা বলে মনে হলো।

: পাপাজান হলো ইস্রাইলী স্পাই। দু'দিন আগে ধর্মবিরোধী যে প্রবন্ধ আর্মির কাগজে বেরুলো সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন পাপাজান। আমাদের জানতে হবে কী করে এই প্রবন্ধ আর্মির কাগজে বেরুলো। আপনি আমাকে আর দু'দিন সময় দিন। আমি পাপাজানকে প্রমাণসহ গ্রেপ্তার করবো। শুধু পাপাজানকে নয়—তার বন্ধু-বান্ধবদের নাম আপনার কাছে বলবো। সমস্ত দামাস্কাস শহরে ইস্রাইল স্পাইরা এক বিরাট স্পাইর জাল পেতেছে। আমাদের এই জালের শিকারকে ধরতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী আতাসী চুপ করে ভাবতে লাগলেন এবার তিনি কী করবেন। আজ তার ইনটেলিজেন্স চীফ জেনারেল রমাদান তাকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়ে গেছে। সত্যিই কী এই এলাকায় লড়াই সুরু হবে—ইস্রাইলী সিরিয়াকে আক্রমণ করবে। সত্যিই কী দামাস্কাসে আর একজন দুর্ধর্ষ ইস্রাইলী স্পাই কাজ করছে। কী তার নাম? কিন্তু যে কথায় প্রধানমন্ত্রী আতাসী সব চাইতে বিচলিত হয়েছিল সে কথা হলো আমান ব্যাঙ্কের দুর্দিন ঘনিয়ে এসেছে। কয়েকদিনের মধ্যে ঐ ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ হওয়া সম্ভব। আজ জেনারেল রমাদান তাকে শুনিয়ে গেলো যে আমান ব্যাঙ্কে সিরিয়ান নাগরিকদের একশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড জমা আছে। একশো মিলিয়ন যে অনেকগুলো টাকা।

যতোই একথা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী আতাসী চিন্তা করতে লাগলেন ততোই তার মাথা গরম হয়ে উঠতে লাগলো।

আজ নুরুদ্দীনের মাথা বেশ গরম হয়ে উঠেছিলো। কারণ বহু চেষ্টা করেও তিনি কারু কাছ থেকে কোনো ক্যাস টাকার সাহায্য পাননি। জন জুরিখে টাকা ধার করতে গিয়েছিলো কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এসেছে। ইদ্রিস আজ পর্যন্ত তাকে কোনো স্পষ্ট জবাব দেয়নি। শুধু তার জবাবে বলেছে যে ফিনান্স মিনিষ্টার আজ অবধি ওয়াশিংটন থেকে ফিরে আসেননি। তিনি এলেই ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে আলোচনা করা হবে। নুরুদ্দীন মেয়ে মহল থেকে জানতে পেরেছেন যে ফিনান্স মিনিষ্টারের শীগ্‌গির দেশে ফিরবার সম্ভাবনা নেই।

তাহলে আজ এই দুর্দিনে তিনি ব্যাঙ্ককে বাঁচাবেন কী করে? আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়া মানে মধ্যপ্রাচ্যে আর্থিক গোলযোগ সৃষ্টি করা।

নুরুদ্দীন জানেন যে আজ তিনি ব্যাঙ্ককে বাঁচাতে পারবেন না বটে কিন্তু ইচ্ছে করলে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন। জুরিখ ব্যাঙ্কে তার কিছু লিকুইড ক্যাশ আছে। এছাড়া তার কাছে ব্যাঙ্কের কিছু মূল্যবান ক্যাশ সার্টিফিকেট আছে। প্রতিটি ক্যাশ সার্টিফিকেটের একটি নকল হুবহু তিনি করেছেন। নকলগুলো তিনি ব্যাঙ্কে রাখবেন এবং আসলগুলো তিনি সাউথ আমেরিকার কোনো ব্যাঙ্কের কাছে বিক্রী করবেন।

এই কথা চিন্তা করতে করতে হঠাৎ তার মনে পড়লো যে কিছুদিন আগে সিরিয়ান ইনটেলিজেন্সের চীফ জেনারেল রমাদান একটি কাগজে সই করে তার ব্যাঙ্ক থেকে সিরিয়ান নাগরিকদের একাউন্টের হিসেব নিয়ে গেছেন।

নুরুদ্দীন ড্রয়ার খুলে জেনারেল রমাদানের সই করা কাগজটি খুলে পড়লেন। কাগজটি পড়তে পড়তে তার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। আজ তাকে এই কাগজে যে কয়েকটি কথা লেখা আছে সেগুলোর অদল বদল করতে হবে। তারপর তিনি এই কাগজটি ইস্রাইলী ইনটেলিজেন্সের কাছে বিক্রী করবেন। এই কাগজ বিক্রী করে তিনি মোটা টাকা আদায় করতে পারবেন।

বেশ কয়েকদিন আমি লন চ্যানীর কাছে অনেক মূল্যবান খবর পাঠালুম। আমির সংবাদপত্রে ধর্মবিরোধী যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিলো সেই প্রবন্ধ দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলো। বিশেষ করে গোঁড়াপন্থী মুসলমানদের ভেতর তাদের আন্দোলন বাথ পার্টির কর্তারা বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন। সরকারের অবস্থাও বেশ টলটলায়মান হয়েছিলো। প্রতিদিন শহরে বিক্ষোভ মিছিল হতে লাগলো। শহরের পুলিশ আমির শরণাপন্ন হলো। আমির কর্তা জেনারেল বাহাউদ্দীন শয্যাশায়ী ছিলেন। কাজেই আমির কর্তারা এই হাঙ্গামা দমন করতে গিয়ে বেশ হিমসিম খেলেন। এছাড়া আমির কর্তারা কী ধরনের কাজকর্ম করতেন তার খবর আমি নিয়মিতভাবে মারিয়ামের কাছ থেকে পেতুম। কারণ জীবনের দুর্বল মুহূর্তে আমির কর্তারা মারিয়ামের কাছে অনেক গোপনীয় মূল্যবান খবর দিতেন।

ইতিমধ্যে নাদিয়ার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা, ঘনিষ্ঠতা খুবই গভীর হয়েছিলো। প্রতি রাত্রে নাদিয়া তার কাজকর্ম সেরে আমার বাড়ীতে আসতো। আর আমরা দুজনে যখন শুয়ে প্রেম করতুম তখন নাদিয়া আমাকে প্রাইম মিনিষ্টারের দপ্তরের গোপন খবরগুলো শোনাতো।

: সিরিয়া ইজিপ্টের দু' একদিনের মধ্যে মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটি স্বাক্ষরিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর ইজিপ্ট সিরিয়ার যুদ্ধে বিপদে এগিয়ে আসবে।

লন চ্যানী আমাকে জানালেন যে তেলআভিভ নাসেরকে ফাঁদে আটকাবার চেষ্টা করেছেন। ইস্রাইলী ইন্‌টেলিজেন্স শীগ্‌গিরই তেলআভিভে অবস্থিত রাশিয়ান দূত মারফৎ মস্কোতে মিথ্যে খবর পাঠাচ্ছেন। মিথ্যে খবরটি হলো যে ইস্রাইলী সৈন্যবাহিনী দামাস্কাস আক্রমণ করবার পরিকল্পনা করছে। এই ভুয়ো খবর যদি নাসের পান তাহলে তিনি মিউচুয়াল ডিফেন্স ট্রিটির শর্তানুযায়ী তার সৈন্যবাহিনী দামাস্কাসে পাঠাবেন না। তারপর যুদ্ধের কালো মেঘ মধ্যপ্রাচ্যে জড়ো হবে।

আমি আর একটা খবরে লন চ্যানীকে জানালুম যে আমান ব্যাঙ্কের আর্থিক পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক, গুরুতর। যে কোনোদিন ব্যাঙ্ক ফেল পড়তে পারে। আমান ব্যাঙ্ক যদি ফেল পড়ে তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে আর্থিক গোলযোগ সুরু হবে। নাসের এবং জেনারেল বাহাউদ্দীন রাশিয়া থেকে অস্ত্র কেনবার জন্যে আমান ব্যাঙ্ক থেকে কোনো টাকা লোন পাবেন না।

: দু'দিন পরে আর একটি খবরে লন চ্যানীকে জানালুম যে আজ সকাল থেকে আমান ব্যাঙ্কে রান সুরু হয়েছে। বেইরুটে এবং দামাস্কাসে এই নিয়ে তুমুল আলোড়ন সুরু হয়েছে। আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়লে সিরিয়ার আর্থিক ক্ষতি হবে একশো মিলিয়ন লেবানীজ পাউণ্ড। নুরুদ্দীন পালিয়ে জুরিখে চলে গেছেন। মাদাম রুকশানা বিচলিত এবং আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার দরুন তিনি নিঃসম্বল হয়েছেন। আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছেন। আমি প্রয়োজনমতো টাকার পরিবর্তে অন্য সুবিধে তার কাছ থেকে নেবো।

: আর একটা খবর আপনাকে দেয়া প্রয়োজন মনে করি।

: জেনারেল বাহাউদ্দীন অসুস্থ এবং বেশ কিছুদিন তাকে বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে। অতএব তিনি আর্মির কম্যাণ্ড জেনারেল মুনিমকে দিয়েছেন। জেনারেল মুনিম সিরিয়ান ইন্‌টেলিজেন্সের কর্তা জেনারেল রমাদানকে দু' চোখে দেখতে পারেন না। সিরিয়ান ইন্‌টেলিজেন্সের কর্তারা আমার ষ্টিরিও ক্লাবের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছেন। সৈন্যবাহিনীর যে সব বড় কর্তারা আমার ষ্টিরিও ক্লাবে আসছেন তাদের প্রতিদিন সিরিয়ান ইন্‌টেলিজেন্সের কর্তারা জেরা করছেন।

লন চ্যানী আমাকে জানালেন যে নুরুদ্দীন জুরিখে ইস্রাইলী ইন্‌টেলিজেন্সের এক এজেণ্টের কাছে একটি বিশেষ মূল্যবান কাগজ বিক্রী করেছেন। এই কাগজে জেনারেল রমাদানের সই আছে। বিপদে কাগজটি আমার দরকার হবে।

আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার কয়েকদিন বাদে আমার বিপদ ঘনিয়ে এলো।

নাদিয়া একদিন এসে আমাকে এই বিপদের আভাষ দিলো।

সন্ধ্যার কিছু পরে নাদিয়া বাড়ীতে এলো।

অসময়ে আমার বাড়ীতে আসতে দেখে আমি বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। কারণ ঐ সময়ে আমি লন চ্যানীর কাছে রেডিও মারফৎ খবর পাঠাচ্ছিলুম। নাদিয়া এসে আমার দরজায় টোকা মারতেই আমি লাফিয়ে উঠলুম।

: সর্বনাশ আমি কী করবো ?

আমার টেবিলের উপর ছিলো ব্রাউনী মিক্সার ট্রান্সমিটার আর সাইফার কোডের প্যাড। দরজা খুললেই ঐ দুটো জিনিষ সবার চোখে পড়বে।

আমি দরজার কাছে গিয়ে মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করলুম : কে ?

: আমি নাদিয়া। দরজা খোল।

আমি তাড়াতাড়ি আমার ব্রাউনী মিক্সার ট্রান্সমিটার বাথরুমে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখলুম। সাইফার কোডের প্যাড টেবিলের দেরাজে ভরলুম। তারপর দরজা খুলে দিলুম।

: নাদিয়া। তুমি ? কী ব্যাপার ? আমার এই প্রশ্নে বেশ খানিকটা উৎকণ্ঠার স্বর ফুটে উঠেছিলো।

নাদিয়া যেন আমার হাভ-ভাব এবং বিচলিত দেখে বিস্মিত হলো।

: কী হলো আব্বাস ? আমাকে দেখে তুমি ভয় পেলে নাকি ?

আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলুম। বললুম : কী যে বলো ? তোমাকে দেখে ভয় পাবো কেন ? বরং খুশী হয়েছি।

কিন্তু নাদিয়া যেন আমার কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারলো না। আবার বেশ খানিকটা সময় আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলো। তারপর বলতে লাগলো : না, তোমার দৃষ্টিভঙ্গী দেখে মনে হচ্ছে আজ আমাকে দেখে খুশী হওনি।

: না, না। আমি নাদিয়াকে খুশী করবার চেষ্টা করলুম।

নাদিয়া এবার বিছানায় গড়িয়ে শুয়ে পড়লো। তারপর বললো : আব্বাস, বড্ডো গরম লাগছে। আমার ব্লাউজের বুতাম খুলে দেবে।

আমি বুঝতে পারলুম—নাদিয়া কী চায় ? তার তৃষ্ণার্ত ঠোঁট দেখে বুঝতে অসুবিধে হলো না যে আজ আমাকে নাদিয়ার দেহের খিদে মেটাতে হবে।

আমি বিছানার কাছে গিয়ে নাদিয়ার ব্লাউজের বুতাম খুলতে লাগলুম।

: তোমাকে একটা খবর দেবো আব্বাস। আমি জানি যে খবরটি শুনে তুমি খুশী হবে না। জেনারেল রমাদান আজ বিকেলে মাদাম রুকশানাকে তার

অফিসে ডেকে নিয়ে গেছেন।

নাদিয়ার কথা শুনে আমি চমকে উঠলুম। ব্লাউজের বোতাম যেন আর খুলতে পারলুম না। জেনারেল রমাদান মাদাম রুকশানাকে তার অফিসে নিয়ে গিয়েছেন কেন? কী ব্যাপার! নাদিয়া লক্ষ্য করলো যে খবরটি শুনে আমি বেশ বিচলিত হয়েছি। হয়তো আমাকে আরো উত্তেজিত করবার জন্যে আবার বলতে লাগলো: মারিয়াম তোমার বোন?

আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম: হ্যাঁ, কেন বলো তো!

: তাহলে তুমি শিগ্‌গিরই বিপদে পড়বে আব্বাস—কথা বলতে বলতে নাদিয়া তার ব্লাউজ নিজেই খুলে ফেললো। তারপর বললো: আমাকে জড়িয়ে ধরবে আব্বাস। অতো ভয় পাচ্ছো কেন? মাদাম রুকশানা আজ আমাদের প্রেমের কাজ কারবার দেখতে আসবেন না। উনি তো জেনারেল রমাদানের হাজতে বসে বিশ্রাম করছেন।

: মাদাম রুকশানা আর মারিয়ামকে জেনারেল রমাদান ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? আমি উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

: অতো জটিল প্রশ্নের জবাব দিতে পারবো না বাপু। রুকশানাকে ধরে নিয়েছে—এ খবর শুনে আমি খুশীই হয়েছি। ওকে আমি দুচোখে দেখতে পারতুম না।

জেনারেল রমাদান প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন যে তিনি ইরাকের ইনটেলিজেন্সের কাছ থেকে একটি মূল্যবান খবর পেয়েছেন। খবরটি হলো যে দামাস্কাসে পাপাজান বলে একজন ইস্রাইলী কাজ করছে। পাপাজানের সঙ্গে নাকি রুকশানার অবৈধ প্রেম আছে।

: জেনারেল রমাদান এই অভিযোগ করবার মতো প্রমাণ যোগাড় করেছেন কী? নাদিয়ার কাছ থেকে আমি আরো খবর বার করবার চেষ্টা করলুম।

হ্যাঁ, ইরাকী ইনটেলিজেন্স জেনারেল রমাদানের কাছে পাপাজানের একটি ছবি পাঠিয়েছে। কিছুদিন আগে বেইরুটে, সমুদ্রে বালীর ধারে বসে মাদাম রুকশানা একটি বিদেশী লোকের সঙ্গে বসে প্রেম করছিলো। ঐ সময়ে জেনারেল রমাদানের এজেন্টরা ওদের একটি ছবি তুলেছিলো। দুটি ছবির নায়ক দেখতে এক রকম। অর্থাৎ রমাদানের বক্তব্য হলো যে মাদাম রুকশানা হলেন ইস্রাইলী স্পাই। পাপাজানের সঙ্গে উনি হাত মিলিয়ে কাজ করছেন। তাই ওকে প্রশ্ন করবার জন্যে ইনটেলিজেন্স ব্যারাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আমি বিপদের গন্ধ পেলুম। মাদাম রুকশানা গিয়েছেন—মারিয়ামকে ধরেছে। এবার পুলিশ আমাকে ধরতে আসবে। আর আমার যে বিপদ

ঘনিয়ে আসছে এবং যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ আমাকে ধরতে পারে একথা লন চ্যানীকে জানানো দরকার।

আমি নাদিয়ার পানে তাকিয়ে দেখলুম যে, সে তার নগ্ন লোভনীয় দেহ নিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

আমি এবার নাদিয়াকে জড়িয়ে ধরলুম। তারপর মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম : মারিয়ামকে ধরেছে কেন ডার্লিং।

: ওই যাঃ, মারিয়ামের কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। কিছুদিন আগে মারিয়াম দু'জন মেজরকে জিজ্ঞেস করেছিলো যে সিরিয়া কী ধবনের রাডার মেশিন মস্কোর কাছ থেকে কিনছে? মেজর দু'জন যে খবর মারিয়ামকে দিয়েছিলো সে খবর মারিয়াম ইস্রাইলী স্পাই পাপাজানকে দিয়েছিলো। কারণ জেনারেল রমাদান আজ বিকেলে প্রধানমন্ত্রীকে বললেন যে পরশুদিন ওরা যন্ত্রের সাহায্যে ইস্রাইলী স্পাইর ট্রান্সমিশনের সন্ধান পেয়েছে। সেদিনকার ট্রান্সমিশনে ঐ রাডার কেনবার খবর ছিলো। রমাদান প্রধান-মন্ত্রীকে বলেছেন যে মারিয়াম এই ইস্রাইলী স্পাইর কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত আছে।

জানিনে কেন ফস্ করে আমার মুখ দিয়ে দুটি কথা বেরিয়ে গেলো : মিথ্যে কথা। আমার কথা শুনে নাদিয়া বেশ কিছুক্ষণ আমার মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। আমি হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে এ কথা বললুম কেন?

: আব্বাস আজ তোমাকে বেশ উত্তেজিত, বিচলিত দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার বলো তো? তুমি কী মাদাম রুকশানার গ্রেপ্তারে খুব বিচলিত হয়েছ?

না, না, ওরা মারিয়ামকে মিথ্যে অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছে। মারিয়াম সরল মেয়ে। ওর সঙ্গে ইস্রাইলী স্পাইর কোনো সম্পর্ক কিংবা সংস্রব নেই।

আমি আবার আর একটা ভুল করলুম। কারণ আমার শেষের কথাগুলো শুনে নাদিয়ার মনের সন্দেহ যেন আরো দৃঢ় হলো।

এবার নাদিয়া আমাকে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো। তার কণ্ঠে কোনো ভণিতা ছিলো না।

: আব্বাস তুমি পাপাজানের নাম শুনেছো?

: না—আমি খুব দৃঢ়কণ্ঠে ছোট জবাব দিলুম।

: তাহলে তুমি কী করে জানলে যে মারিয়ামের সঙ্গে পাপাজানের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার কী মনে হচ্ছে জানো? তুমি অনেক কিছু জানো কিন্তু বলতে চাওনা। যাক আজ আমি আর দেরী করবো না। আমি তোমাকে সতর্ক করতে এসেছিলুম। একটু সাবধানে থেকো।

এই কথা বলে নাদিয়া চলে গেলো।

আমি হতভম্ভ হয়ে কিছুক্ষণের জন্যে দাঁড়িয়ে রইলুম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি চেতনা ফিরে পেলুম।

কী করবো? চিন্তা করে সময় কাটাবার চাইতে আমি ঠিক করলুম যে লন চানীকে খবর দিতে হবে যে আমি বিপদে পড়েছি।

আমি বাথরুম থেকে ট্রান্সমিটার বের করে লন চানীর কাছে খবর পাঠাতে লাগলুম।

কিছুক্ষণ খবর পাঠাবার পর হঠাৎ ঘরের বাতিগুলো নিভে গেলো। কিন্তু আমি ব্যাটারীর সাহায্যে ট্রান্সমিটার চালালুম। তাই আমার খবর পাঠাতে কোনো বিঘ্ন ঘটলো না। কিন্তু অন্ধকারে খবর পাঠাতে গিয়ে আমি নিজের বিপদ ডেকে আনলুম।

কারণ একটু বাদে হুড়মুড় করে জেনারেল রমাদান তার পুলিশের দলবল নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন।

আমি তখনও ট্রান্সমিটারের চাবি দিয়ে টরে টক্কা টরে টক্ করছি। বুঝতে পারলুম আমি ধরা পড়েছি।

: এবার তুমি আর পালাতে পারবে না পাপাজান। জেনারেল রমাদান খুব জোরে শয়তানের হাসি হেসে বললেন।

: আমার নাম ইউসুফ আব্বাস। আমি প্রতিবাদ করে বললুম।

: কোর্টে সেকথা প্রমাণ করো। বর্তমানে তোমার নাম হলো: এলি আব্রাহাম। কোড নেম হলো ডবল এক্স পাপাজান। না, প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করো না কারণ তোমার জবাব, যুক্তি কোর্টে টিকবে না। আমরা তোমার বিরুদ্ধে সব প্রমাণ যোগাড় করেছি আর আজ সন্ধ্যায় সর্বশেষ প্রমাণ পেয়েছি। আর সে প্রমাণ হলো তুমি তোমার বাড়ী থেকে হাই ফ্রিকোয়েন্সিতে তেলআভিভে গুপ্ত খবর পাঠাও। তুমি যখন রেডিও ট্রান্সমিশন করছিলে আমরা তখন ডিরেকশনাল ফাইণ্ডার দিয়ে তোমার প্রেরিত খবরগুলো মনিটর করছিলুম। কিছুক্ষণ পরে আমরা যখন এই এলাকার ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিলুম তখনও তুমি ব্যাটারীর সাহায্য নিয়ে রেডিওতে খবর পাঠাতে লাগলে। মস্ত বড় ভুল করলে পাপাজান। কারণ আমরা ডিফিঙ্গর সাহায্যে কোথা থেকে ট্রান্সমিশন হচ্ছে বার করতে পারলুম। যাক আর প্রতিবাদ করবার চেষ্টা করো না। লাভ হবে না। বরং স্বীকার করো তুমি হলে ইস্রাইলী স্পাই এলি এব্রাহাম— ডবল এক্স পাপাজান।

বুঝতে পারলুম আজ জেনারেল রমাদানের অভিযোগকে অস্বীকার করে লাভ নেই। আজ শয়তানের সঙ্গে শয়তানী করতে হবে।

: বেশ আপনার কথা মেনে নিলুম জেনারেল। এবার বলুন, কী শর্তে আপনি আমাকে মুক্তি দিতে রাজী আছেন। জেনারেল রমাদান যেন আমার কথাগুলোকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। আমি বলছি কী—আমি হলুম ইস্রাইলী স্পাই, আজ সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাসে বসে সিরিয়ার আর্মি এবং রাজনৈতিক গুপ্ত খবর পাঠাচ্ছি। আমান ব্যাঙ্কের পতনের মূল কারণ হলুম আমি। আর আজ আমি বলছি জেনারেল, কী শর্তে আপনি আমাকে মুক্তি দিতে রাজী আছেন।

: আমি কী পাগল ?

জেনারেল রমাদান আমার প্রস্তাব শুনে হাসলেন।

: তোমার সাহস আছে পাপাজান। তুমি আজ ধরা পড়ে মুক্তির কথা বলছো।

: প্রথম যেদিন আমি বেইরুট থেকে তোমার এবং মাদাম রুকশানার আলিঙ্গনের ছবি পেলুম সেদিন থেকে আমি তোমাকে সন্দেহ করতে লাগলুম। আমার মনে প্রশ্ন জাগলো, এই বিদেশী লোকটি কে ? মাদাম রুকশানা কোনো শয়তানের খপ্পরে পড়েছেন।

: আমি ইজিপশিয়ান ইন্‌টেলিজেন্স এবং ইরাকী ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে তোমার ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিলুম। ওদের জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, ওরা কী তোমাকে কখনও দেখেছেন ? ইরাকী ইনটেলিজেন্স সার্ভিস আমাকে খবর দিলেন যে তোমার মতো হুবহু দেখতে ছিলো ইস্রাইলী স্পাই পাপাজান। পাপাজানের ছবি আমরা পেয়েছি। আর সেই ছবি হলো তোমার।

আমি হাসলুম। আমি জানলুম যে সিরিয়ান ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিসের কর্তারা সাধারণতঃ অহঙ্কার, আত্মস্তবিতা করে থাকেন। জেনারেল রমাদানও তার ব্যতিক্রম নন। তাই আমি চুপ করে ওর কথাগুলো শুনতে লাগলুম।

: আজ তুমি নিজের বোকামির দরুণ ধরা পড়লে পাপাজান। আমরা বেশ কিছুদিন যাবৎ ডিফিঙ্গের সাহায্যে তোমার তেলআভিভে প্রেরিত খবরগুলো পাচ্ছিলুম। কিন্তু তোমাকে সন্দেহ করা ছাড়া হাতেনাতে ধরবার সুযোগ হয়নি। আজ সে সুযোগ তুমিই করে দিলে। কোন বাড়ী থেকে ট্রান্সমিশন করা হচ্ছে জানবার জন্যে আমি এ এলাকার সমস্ত ইলেকট্রিসিটি অফ করে দিয়েছিলুম। কিন্তু তবু দেখতে পেলুম আজ তুমি ট্রান্সমিশন করবার জন্যে যে ইলেকট্রিক কারেন্টের পরিবর্তে ব্যাটারী ব্যবহার করছ। তাই তোমার

বাড়ী খুঁজে নিতে আমার কোনো অসুবিধে হয়নি।

: পাপাজান বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা তোমার বাড়ী এবং টিরিও ক্লাবের উপর নজর রাখছিলুম। টিরিও ক্লাবে জেনারেল বাহাউদ্দীন নিয়মিত খেতে যেতেন। কারণ তার খাবার বড্ড লোভ ছিলো। সেই পুষ্টিকর খাবার দরুণ আজ তার হার্ট এ্যাটাক হয়েছে। আমি বুঝতে পারলুম যে বাহাউদ্দীনের হার্ট এ্যাটাকের কারণ হলো তুমি।

: মারিয়াম তোমার বোন নয়। হোমস শহরে তোমার কোনো মাসী নেই। তুমি আমাদের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা করেছিলে।

পাপাজান সেদিন যদি জেনারেল বাহাউদ্দীনকে দেখতে হাসপাতালে না যেতে তাহলে তোমাকে চিনে খুঁজে বার করতে আমার অসুবিধে হতো। কারণ হাসপাতালে ইরাকী পুলিশের কর্তা তোমাকে দেখে বললেন : লোকটাকে আমি জানি। এর নাম হলো পাপাজান। কিছুদিন আগে আমি ইরাকী পুলিশ বিভাগ থেকে খবর পেয়েছিলুম যে পাপাজান হলো ইস্রাইলী স্পাই।

: পাপাজান আমি আমান ব্যাঙ্কের কিছু হিসেবপত্র দেখেছি। না সেই হিসেবপত্রের ভেতর তোমার নাম আমরা দেখতে পাইনি। কিন্তু আমি জানি যে তুমি নুরুদ্দীনকে ব্যাঙ্কিং ব্যবসার অনেক পরামর্শ দিতে। তোমার পরামর্শানুযায়ী উনি ডলার বেচাকেনার ব্যবসা করতে গিয়ে উনি বিস্তর লোকসান দিয়েছেন। তোমার উদ্দেশ্য ছিলো আমান ব্যাঙ্কে আর্থিক গোলযোগ সৃষ্টি করা। তোমার কাজ সফল হয়েছে। আজ আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়েছে। আর আমান ব্যাঙ্ক ফেল পড়বার দরুন আমাদের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। ওদের কাছ থেকে আমাদের কিছু বিদেশী মুদ্রা লোন পাবার সম্ভাবনা ছিলো। আমরা সেই টাকা আর পাবো না।

: পাপাজান এবার তুমি বলো আমার অভিযোগ সত্যি কিনা? বলো মাদাম রুকশানা তোমার সঙ্গে এতো ঘন ঘন দেখা করতেন কেন? আমি জানি যে তুমি ওর কাছ থেকে বার্থ পার্টির গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করতে। আমি জানি যে মাদাম নাদিয়া কেন তোমার কাছে গভীর রাত্রে লুকিয়ে আসতো? শুধু কী তোমার শয্যাসঙ্গিনী হবার জন্যে না তোমাকে প্রাইম মিনিষ্টারের দপ্তরের গোপন ফাইলের খবর দেবার জন্যে?

একটানা কথা বলে জেনারেল রমাদান থামলেন। আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। উনি দেখতে চান আমি কী জবাব দেবো?

আমি হাসলুম। বুঝতে পারলুম আজ জেনারেল রমাদানের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে কোনো লাভ হবে না। বরং জেনারেল রমাদানের সঙ্গে একটা

বোঝাপড়া করা ন্যায় সঙ্গত হবে।

: জেনারেল, আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি। আমি যে ইস্রাইলী স্পাই একথা আবিষ্কার করতে আপনি যথেষ্ট মেহনৎ করেছেন। এবার বলুন আপনার মূল্য কী? অর্থাৎ আজ আমাকে মুক্তি পেতে হলে কতো টাকা খেসারত দিতে হবে?

আমার প্রস্তাব শুনে জেনারেল রমাদান চমকে উঠলেন। রাগে তার মুখ রক্তিম হলো। আমি যে তাকে টাকা দিয়ে কিনতে চাইছি এ কথা যেন তিনি বিশ্বাস করতে চাইলেন না।...

হঠাৎ রাগের মাথায় তিনি আমাকে বিরাশী সিক্কার থাপ্পড় মেরে বললেন: স্কাউণ্ড্রেল, তোমার আস্পর্ধা দেখে আমি অবাক হয়েছি।

আমি জেনারেল রমাদানের থাপ্পর খেয়েও একটুও ভয় পেলুম না। শুধু বললুম: আজ আমার যেমনি জীবন বিপন্ন হয়েছে—তেমনি আপনার জীবনও আমার হাতের মুঠোয়।

আমার কথাগুলো যেন জেনারেল রমাদান বিশ্বাস করতে পারলেন না, আমি কী বলতে চাইছি। বেশ কিছুক্ষণ উনি আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারলুম...ওষুধ ধরেছে। বললুম: না জেনারেল, আমি আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে চাইছিনে। আপনি যেমন আমার গোপন কাজ কারবারের খবরাখবর রাখেন আমিও তেমনি জানি যে আপনি সিরিয়ান সরকারের অজ্ঞাতসারে কিছু টাকা পয়সা জুরিখের ব্যাঙ্কে জমা রেখেছেন। এই টাকা আপনি কোথায় পেলেন? আমাদের প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না যে ইস্রাইলী ইন্‌টেলিজেন্স সার্ভিস এই বিদেশী মুদ্রা আপনাকে দিয়েছে। আর সেই টাকা জুরিখের ব্যাঙ্কে নাম্বার্ড একাউণ্টে জমা রেখেছেন।

জেনারেল রমাদান আবার আমাকে থাপ্পর মারবার জন্যে হাত তুললেন। আমি ওকে বাধা দিলুম। বললুম: রাগ করবেন না জেনারেল। আপনি যে বিদেশী মুদ্রা জুরিখের ব্যাঙ্কে রেখেছেন তার প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। আপনি জানেন যে সিরিয়ান সরকারের নিয়মানুযায়ী বিদেশী ব্যাঙ্কে বিদেশী মুদ্রা বিশেষ করে নাম্বার্ড একাউণ্টে রাখা আইন বিরোধী।

: লায়ার! জেনারেল রমাদান আমার কথা শুনে গর্জে উঠলেন।

: আমি মিথ্যাবাদী নই। আপনি মুরুদ্দীনের মারফৎ জুরিখ ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখেছিলেন তার কাগজপত্র আমার কাছে আছে। আমার যে বিচার হবে তাতে আমার সাজা হবে ফাঁসি। কিন্তু যেদিন কোর্টে আমার বিচার সুরু হবে সেদিন ইস্রাইলী সরকার আপনার সই করা কাগজটি, যে কাগজটিতে আপনি

নুরুদ্দীনকে টাকা ট্রান্সফার করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেই কাগজটি লণ্ডন—প্যারীর সংবাদপত্রে প্রকাশ করবে। আমার কর্তারা বলবেন যে ওরা আপনাকে টাকা দিয়েছে। এই দেখুন আপনার সই করা কাগজ।

এই বলে আমি ড্রয়ার থেকে একটি কাগজ জেনারেল রমাদানকে দেখালুম। কাগজে জেনারেল রমাদান নুরুদ্দীনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে আমান ব্যাঙ্কে তার গচ্ছিত টাকা যেন জুরিখের কোনো ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। কাগজটি আমাকে লন চ্যানী পাঠিয়েছিলেন। বলেছিলেন যে এই ডকমেন্ট নুরুদ্দীন ইস্রাইলী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কাছে বেশ চড়া দামে বিক্রী করেছেন। বিপদে আমার এই ডকুমেণ্টটি দরকার হবে।

আজ আমি সত্যিই বিপদে পড়েছি। তাই নিজেকে বাঁচাবার জন্যে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলুম।

: এ কাগজে আর কিছু লেখা নেই রমাদান। শুধু আমান ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মিঃ নুরুদ্দীনকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন ব্যাঙ্ক বিপদে পড়বার আগে তার গচ্ছিত টাকা জুরিখের ব্যাঙ্কে জমা রাখা হয়। এই টাকাটা আপনি যে ইস্রাইলী ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের কাছ থেকে পেয়েছেন সেকথা প্রমাণ করতে অসুবিধে হবে না। কারণ নুরুদ্দীন আর একটি কাগজে সই করে দিয়েছেন যে প্রতিমাসে আমার একাউণ্ট থেকে টাকা আপনার একাউণ্টে ট্রান্সফার করা হয়েছে।

: অসম্ভব! লাই! মিথ্যে কথা—চীৎকার করে বলে উঠলেন জেনারেল রমাদান।

এবার আমার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো। বললুম: আপনি এ অভিযোগ আমার কাছে অস্বীকার করতে পারেন কিন্তু বাথ পার্টির কর্তাদের কাছে আপনার সাফাই জবাব টিকবে না। কারণ তারা বিশ্বাস করবেন যে আপনি হলেন দুমুখো সাপ, ডবল এজেন্ট।

জেনারেল রমাদানের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

: জেনারেল রমাদান এবার তার সই করা কাগজটি দেখলেন। তারপর মাথা নেড়ে বললেন: না, না, অসম্ভব! এই ডকুমেণ্ট জাল, মিথ্যে। আমি নুরুদ্দীনকে জুরিখের ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখতে দিইনি। আমি শুধু আমান ব্যাঙ্ক থেকে সিরিয়ান ক্লায়েন্টের একাউন্টের ফাইলগুলো নিয়ে এসেছিলুম। আর সেই ফাইলগুলো নিয়ে আসবার সময় একটি কাগজে—

কথা বলে জেনারেল রমাদান হঠাৎ থেমে গেলেন। বুঝতে পারলেন যে একটি বেফাঁস কথা বলে ফেললেন।

আমি হাসলুম।

শুধু বললুম : দেনা পাওনার একটা হিসেব আমরা করতে পারি রমাদান। আমি আজ রাত্রের মধ্যে সিরিয়া থেকে পালিয়ে যাবো—আর তার পরিবর্তে আপনি যে কাগজটিতে সই করেছিলেন সে কাগজটি আপনাকে দেবো।

এই বলে আমি জেনারেল রমাদানের পানে হাত বাড়ালুম। জেনারেল রমাদান কিছু বললেন না। চুপ করে রইলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলুম, কী ভাবছেন রমাদান। আজ আপনি যদি আমার শর্ত গ্রহণ করেন তাহলে আপনারও লাভ হবে আমারও লাভ হবে। বলুন, রাজী?

: তুমি সাক্ষাৎ শয়তান পাপাজান। আমাকে তুমি ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছো।

: আজ আপনাকে ব্ল্যাকমেল করা ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। কারণ আজ আমাকেও বাঁচতে হবে। আপনাকে নিজের জীবন রক্ষা করতে হবে। বলুন কী করবেন? যদি আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করেন তাহলে কাল পরশু আপনার সই করা ডকুমেন্টটি লণ্ডন প্যারীর কাগজে প্রকাশিত হবে। এই খবর মধ্যপ্রাচ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে। সবাই জানবে যে আপনি ইস্রাইলী ইন্‌টেলিজেন্সের টাকা খেয়েছেন। আমার কথার ভেতর জেনারেল রমাদান যুক্তি খুঁজে পেলেন। এবার তার কণ্ঠস্বর শান্ত হলো। তিনি বললেন : যদি তোমাকে ছেড়ে দিই তাহলে প্রধানমন্ত্রী বার্থ পার্টির কর্তারা আমাকে দোষী সাবাস্ত করবেন। অসম্ভব, আমি অতো বিপদের ঝুঁকি নিতে চাইনে পাপাজান।

বিপদে আমার বুদ্ধি চিন্তাধারা প্রখর তীব্র হয়। হেসে বললুম : আপনাকে আমি আর বিপদে ফেলবো না। আমাকে প্রিজন ভ্যানে পুরে নিন। তারপর বারদা নদীর কাছে প্রিজন ভ্যান পৌঁছবার পর আমি ভ্যান থেকে পালিয়ে যাবো। শুধু এইটুকু সাহায্য আপনাকে করতে হবে। কেউ জানতে পারবে না যে আপনি আমাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। সবাই জানবে ইস্রাইলী স্পাই সিরিয়ান পুলিশের প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে গেছে। আমি পালিয়ে যাবার পর আপনি ভ্যানের ড্রাইভারকে সাজা দেবেন। বলবেন : ওদের অসাবধানতাবশতঃ আমি পালিয়ে গেছি।

হয়তো আমার প্রস্তাব জেনারেল রমাদানের মনঃপুত হলো। তিনি আর কিছু বললেন না। আমি বুঝতে পারলুম যে উনিও নিজের বিপদের আশঙ্কা করছেন। আর বিচিত্র এই মধ্যপ্রাচ্য। কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন না। আমার হাতে যে কাগজটি আছে সেইটি প্রকাশিত হলেও ওর জীবন যে বিপন্ন

হবে সে বিষয়ে ওর মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না।

জেনারেল রমাদান ইনটেলিজেন্স সার্ভিসের বড় কর্তা হতে পারেন বটে কিন্তু ওরও প্রাণের ভয় আছে! আর আমাকে ধরতে গিয়ে উনি যে এই বিপদে পড়বেন তা কখনও কল্পনা করেননি।

: চলুন! খুবই মৃদুকণ্ঠে জেনারেল রমাদান আমাকে বললেন। আমি দেখতে পেলুম যে ওর উত্তেজিত কণ্ঠ এখন নিস্তেজ হয়েছে। আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না যে রমাদান আমার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন।

আমি আর আপত্তি করলুম না। জেনারেল রমাদানের সঙ্গে গিয়ে প্রিজন ভ্যানে উঠে বসলুম।

অন্ধকার নিস্তব্ধ রাত।

আমার প্রিজন ভ্যান ছুটে চলেছে দামাস্কাসের বড় রাস্তার উপর দিয়ে। গাড়ীর ভেতর কেউ নেই। আমি, ড্রাইভার আর শুধুমাত্র একজন প্রহরী।

কিছুক্ষণ পরে বুঝতে পারলুম যে আমাদের ভ্যান বাবদা নদীর কাছে এসে পৌঁচেছে। বাবদা নদী থেকে সিরিয়া লেবানন সীমান্ত বেশী দূরে নয়। এ পথটা আমি হেঁটে যেতে পারবো। কেউ আমাকে ধরতে পারবে না!

হঠাৎ গাড়ীটা একটা রাস্তার মোড়ে এসে থেমে গেলো।

আমি বুঝতে পারলুম যে জেনারেল রমাদান আমার পালাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি আর দেরী করলুম না। পেছনের দরজা খুলে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়লুম।

চারদিক অন্ধকার—রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। আমি এই অন্ধকারে মিশে গেলুম···শূন্য প্রিজন ভ্যানটি আবার তীব্র আর্তনাদ করে প্রিজনের দিকে এগিয়ে চললো।•